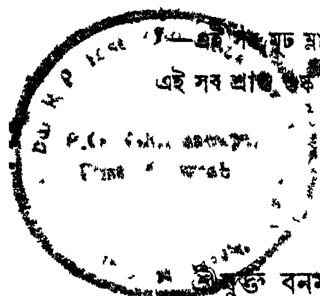
শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার



"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"—
রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ,
মহোদয় কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত।

"জাতিভেদ" "চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ", "জলচল
ও স্পর্শদোষ-বিচার" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ
প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩২২।

 [মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা শাস্ত্র-সঙ্গত অধিকার আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক এই অংশ প্রথমে পাঠ করিবেন। দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রে অত্যুদার মতের অসদ্ভাব নাই। ইহাই প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, বহুতর অনুদার ব্যবহার ও পুরাকালোচিত ব্যবস্থা, হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থে ঢুকিয়া গিয়াছে। এই সকল অংশ ধর্ম্ম প্রতিপাদক নহে, ইহারা ব্যবহার শাস্ত্র মাত্র। এই সকলে শূদ্রাদির বহুতর নিন্দা আছে। সাধারণ লোকে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের এই দুই অংশকে পৃথক্ করিতে না পারিয়া মনে করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মই শূদ্রকে শালগ্রাম পূজা এবং বেদপাঠে অধিকার দেন নাই।

আজকাল বঙ্গদেশে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের দেব-পূজাদিতে অধিকার গোঁড়া হিন্দুদেরও অননুমোদিত হইবার কারণ নাই।

নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বড় অর্থাৎ দ্বিজ করিতে হইলে উহাদের জন্য সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত চাই। উহাদিগকে কেবল লেখাপড়া শিখাইলে অনর্থ বাড়িবে বই কমিবে না, উহারাও কেরানী হইয়া, অসন্তুষ্ট চিত্তে, রুগ্ন শরীরে, সমাজের বক্ষে নূতন ব্রণ রূপে বিরাজ করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেরই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা ভগবানের নিয়ম। জমীদার উকিল হাকিম ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমৃদ্ধগণের পুত্রদেরও রান্নাবাড়া, ঘরামির কাজ, ছুতারের কাজ

মাটিকাটা, কাঠ-ফাড়া, কোদলান প্রভৃতি অভ্যাস করা উচিত। উহাতে শরীর ভাল থাকিবে, মন সতেজ হইবে। আকস্মিক বিপদে এই অভ্যাস পরম সুহৃদের কাজ করিবে। দেশে যে সকল সরকারি ও বে-সরকারি পুরাতন বিদ্যালয় আছে, তাহাতে এইরূপ "গা খাটানর" রীতি প্রবর্ত্তন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু অন্ত্যবর্ণদিগের জন্য দেশ-প্রেমিকেরা যে সকল নূতন বিদ্যালয় খুলিতেছেন, তাহাতে প্রথম হইতেই এই মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণাদি জাতীয় শিক্ষকগণ যদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, অন্ত্যজ বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে, হাতে কলমে, পরিশ্রমের কাজ করেন, তাহা হইলে, ঐ সকল বালকের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ হইবে। স্কুল গৃহের নির্ম্মাণ ও সংস্কার ছাত্র শিক্ষকে একত্র হইয়া সম্পাদন করিবেন, একত্রে গোপালন করিবেন। স্কুলে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ও মহাপুরুষদিগের চরিত্র অধ্যাপিত হইবে। স্কুলে লাইব্রেরী, ম্যাপ, এট্‌লাস্, গোলক থাকিবে; খন্তা, কুড়াল, কোদাল, দা, করাত, বাটুল, হাতুর থাকিবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের কৃত কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থে স্কুলের উন্নতি হইবে। এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে, অন্ত্যজেরা ক্রমে দ্বিজ হইয়া বেদপাঠে যথার্থ অধিকারী হইতে পারিবে। নতুবা সামাজিকেরা মুখে অধিকার দিলেও সে অধিকারের কেহ সদ্ব্যবহার করিবে না।

যখন বৈদিক ভাষা কথ্য ভাষা ছিল, তখন স্ত্রী শূদ্রে বেদ পড়িতে, এমন কি, মন্ত্রাদি রচিতেও পারিতেন (১০৯—১১২ পৃ)। বহু শতাব্দী পরে, ঐ বৈদিক ভাষা অচল হইয়া দাড়াইল। তখন ব্রাহ্মণেরা, বহুতর পরিশ্রম করিয়া, প্রাচীন বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতেন। আবার তখনই দয়ালু ঋষিগণ সাধারণ লোকের জন্য, লৌকিক সংস্কৃতে মহাভারত, রামায়ণ,

স্মৃতি, পুরাণ রচনা করিলেন। এই সকল গ্রন্থে বেদের সার উপদেশ সকল নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পড়িলে, বেদের সার কথা কিছুই অজানা থাকে না। এই যুগে স্ত্রী শূদ্রে বেদ পড়া ছাড়িয়া দিলেন। কিছুকাল পরে, সমাজের অনুদার মূঢ়চিত্ত নেতারা বলিলেন, স্ত্রী শূদ্রের বেদ পড়িলে পাপ হইবে। এটা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। এটা ব্যবহার শাস্ত্র। পরে যখন লৌকিক সংস্কৃতও সাধারণের অবোধ্য হইল, যখন সাধারণ স্ত্রী শূদ্রেরা নিজেই পুরাণাদি পাঠ ছাড়িয়া দিলেন, তখন আবার কতকগুলি অবুঝ লোকে রব তুলিল, স্ত্রী শূদ্রে গীতা চণ্ডী প্রভৃতিও পড়িতে পারেন না। এটাও শাস্ত্র নহে। অবশ্য অনুষ্টুভ্ ছন্দোবদ্ধ হইয়া এ সমস্ত অশাস্ত্রীয় কথা শাস্ত্র গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত বাক্য মাত্রই শাস্ত্র নহে।

সকল দেশেই সাব্‌মার্জড্ ক্লাস্ (Submerged class) আছে এবং সব দেশের সাবমার্জড্ ক্লাসই লেখা পড়ায় বঞ্চিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অন্যান্য দেশে তাঁহারা লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত কাহারও কাহারও চৈতন্য লাভ হইবে।

গৌহাটী কলেজ।
১০ই আশ্বিন ১৩২২

শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন।

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অভিসম্পাৎ লইয়া—"শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার" প্রকাশিত হইল। শতকরা ৯৭ জন লোককে "স্ত্রী শূদ্র" বলিয়া কল্পিত নামে অভিহিত করতঃ দেবালয়ের মন্দির ও বেদ নামক জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে স্মরণাতীত কাল হইতে বঞ্চিত করিয়া আসা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সকল ঘৃণিত, বৈষম্য ও ভেদ বুদ্ধির মুল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যাহা পাইয়াছি—তাহাই লইয়া বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। কোনরূপ নীচ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হই নাই,—সমাজের সেবা ও কল্যাণ সাধনা করার উদ্দেশ্যেই ইহার প্রণয়ন ও প্রচার। কে রুষ্ট হইবেন বা কে তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিলে আর পুস্তক প্রকাশ করা চলেনা। দেশের হিত চিন্তা, সমাজের কল্যাণোদ্দেশ্যে কাজ করিতে চেষ্টা করা বা দেশের সেবা করা কাহারও একচেটিয়া কার্য্য হইতে পারে না। আপামর সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। এখানে উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, যোগ্য অযোগ্য, সকলেরই অবারিত দ্বার। আমি ক্ষুদ্রশক্তি—নগণ্য হইলেও, মাতৃভূমির সন্তান; কাষ্ঠ বিড়ালীর কার্য্যে আমার নিশ্চিতই অধিকার আছে। সমাজের এই দুর্দ্দিনে এই পুস্তক লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সমাজের মনস্বীবর্গ একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিবেন, তার পর যাহা হয় কোটীকল্পকুম্ভিপাক বা গৌরবের ব্যবস্থা করিবেন। সে জন্য আমার অনুমাত্র ভয় বা দুঃখ নাই। "জাতিভেদের" তীব্র কষাঘাতে দেশবাসীর সারা পাইয়াছি। তীব্রভাষা তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রয়োগ ভিন্ন সমাজের বহু শতাব্দী-সঞ্চিত ও সঞ্চারিত নালিঘার দোষ বিনষ্ট হইবার নহে। রোগীর ক্ষণিক যন্ত্রণা ও বিষাদমাখা দুঃখ সন্তাপ সন্তপ্ত মলিন মুখের দিকে তাকাইয়া কোনও বিজ্ঞ সুহৃৎ ও চিকিৎসক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের ক্লেদ

পুঁজ রক্ত মালিন্য দূর হইবার নহে। তাই ইহার ভাষাও মধুর করিতে পারি নাই। পাঠকগণ, উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া লেখককে তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

যাঁহাদের লেখনী হইতে আমি এ পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। এই পুস্তক প্রচারে একটী ভাইএরও যদি শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর হয় এবং একটী ভগবৎসন্তানও যদি শাল গ্রামাদি শ্রীবিগ্রহ পূজায় ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে সপ্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সাহসী হন, শুনিতে পাই, তবেই আমার স্বজাতীয়গণ প্রদত্ত কালাপাহাড় উপাধি, অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইবে মনে করিব।

প্রুফ্ দেখার দোষে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণ দোষ ও ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের এ পুস্তক ভাল লাগিবে, তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক আপন আপন বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচারে মনোযোগী হইয়া লেখকের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবেন এবং তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অভিমত লিখিয়া লেখককে পরবর্ত্তী পুস্তক গুলির প্রচারে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন। কিমধিকমিতি।

পোঃ—সিরাজগঞ্জ
গ্রাম—কাওয়াকোলা
শ্রীশ্রীবংশীবদন
কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গন
বৈশাখ—১৩২২

বিনয়াবনত—
শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

শ্রীভগবানের কৃপায় পরিবর্দ্ধিত আকারে 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর হইল ১ম সংস্করণের সমুদয় পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে ২য় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। ২য় সংস্করণে পুস্তকের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করার জন্য মূল্যও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকও পাঠক বর্গের তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হইবে। যাঁহাদিগের ভাল লাগিবে—তাঁহাদিগকে ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া এ পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয়ও ঋণের টাকায় নির্ব্বাহ হইল। ২য় সংস্করণের মুদ্রণেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গেল, পাঠকগণ সে দিকে লক্ষ না করিয়া মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন—ইহাই অনুরোধ। স্থানাভাবে এবারও প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা বলিতে পারিলাম না; ভগবৎ কৃপায় তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে বিস্তৃত ভাবে সমুদয় বলিবার ইচ্ছা রহিল। যে সমস্ত হিতৈষী বন্ধুবর্গের উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও সহায়তায় পুস্তক প্রকাশিত হইল তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সিরাজগঞ্জ; শ্রাবণ ১৩৩১।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার।

অবতরণিকা।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" হে শূদ্ররূপ মনঃ কল্পিত আখ্যায় অভিহিত অমৃতের পুত্রগণ, স্বর্গচ্যুত দেবনন্দনগণ, দিব্যধামবাসী জ্যোতির তনয়গণ, কন্যাগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উঠ জাগ্রত হও। কুম্ভকর্ণের মত কতকাল আর তোমরা আপনার স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া মোহ নিদ্রায়,—মূর্খতা ও অজ্ঞানতার ঘোর আলস্যে অচেতন থাকিবে? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, জগতের কি মহাপরিবর্ত্তন, কি বিচিত্র জাগরণের সঞ্চার হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী জগতের সমুদয় আলস্য, জড়তা, নৈরাশ্য, মোহ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ক্লীবতা, কাপুরুষতা, ভয়, ডর লইয়া অপসৃত হইয়াছে। অমানিশার সুদীর্ঘ রজনীর অবসান হইয়াছে। নবযুগের বার্ত্তা লইয়া, নবীন প্রাণ-স্পন্দন লইয়া, নূতন সঞ্জীবনী শক্তি লইয়া, বিংশ শতাব্দীর সুপ্রভাত আগমন করিয়াছে। ইহাকে সাদরে হৃদয়ানন্দে বরণ করিয়া লও। জাগরণের নব-সূর্য্য বিগত শতাব্দীর তিমিরাবরণ ভেদ পূর্ব্বক প্রকাশমান হইয়াছেন। তাহার স্বর্ণকরোজ্জ্বলে সমুদয় জগত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের মঙ্গল মধুর কাকলী ধ্বনিতে, গিরিনিস্যন্দিনী স্রোতস্বিনী তটিনীর কুলু কুলু নাদে মৃদুমন্দমারুত হিল্লোলে, সমুদ্র কল্লোলে নব-জাগরণের উচ্চ-কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে—কিন্তু তুমি শূদ্র কি এখনও তন্দ্রাবিজড়িত নেত্রে কালশয্যায় মোহ ঘুম-ঘোরে অচেতনই থাকিবে? প্রাভাতিক সঙ্গীত এখনও কি তোমার

শ্রবণ যুগলে পঁহুছিবে না ? বিশ্বপিতা ভগবানের প্রেমের আহ্বান, স্নেহ-বিজড়িত "উঠ জাগ" ধ্বনি এখনও তোমার শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিবে না ? ঊষার আলোক সারা বিশ্ব আলোকিত করিয়াছে, সরোবরে মুদ্রিত নলিনী চক্ষু মেলিয়াছে, অরণ্যে বিবিধ প্রকার মধুপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সকলেই জাগ্রত হইয়াছে, উত্থিত হইয়াছে, আর তুমি ? তুমি শুধু সুষুপ্তির ক্রোড়ে এখনও অচেতন! সকলেই জাগিয়াছে, সকলেই উত্থিত হইয়াছে, সকলেই আপন আপন সমাজের উন্নতি সাধনে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমার আলস্য জড়তা তন্দ্রা নিদ্রা এখনও ভাঙ্গিল না! তোমার উত্থানের সময় এখনও হইল না। অথবা তুমি কি ব্রাহ্মণাদি অভিজাতবর্গের স্বভাবসুলভ বৃথা আস্ফালনে, ভ্রুকুটী-সঞ্চালনে ভীত হইয়া পড়িয়াছ ? ব্রাহ্মণগণের বিশ্বত্রাসী অভিসম্পাতের ভয়ে, কলির দেবতার ক্রোধ ও বিরাগ উৎপাদনের ভয়ে, পরলোকে অনন্ত নরকের ভীতি থাকে। কিম্বা "আশা নাই" জাগিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারিবে না" মনে করিয়া তুমি কি হতাশ প্রাণে নিমীলিত নয়নে আপনি আপনার মৃত্যু-শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছ ? ঐ যে কায়স্থ উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সমাজের শরণাপন্ন হইল, ঐ যে বারেন্দ্র সাহা বৈশ্য হইতে যাইয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইল, সমস্ত জাতির সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িল দেখিয়া তুমি কি শরীর ছাড়িয়া দিয়াছ ? আর কিছুতেই সামাজিক অধিকার লাভের আশা নাই, শূদ্রত্ব পরিহারের সম্ভাবনা নাই, দ্বিজত্বলাভের ভরসা নাই, মনে করিয়া সত্যই কি তুমি হাল ছাড়িয়া দিয়াছ ? কিন্তু হে সর্ব্বশক্ত্যাধার হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত, পরন্তু অবজ্ঞাত মেরুদণ্ড শূদ্রজাতি, আমরা যে তোমার শক্তি সামর্থ্য বল বিক্রম তেজঃ বীর্য্য প্রভাব ধৈর্য্য ভালরূপেই বিদিত আছি। হে হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষ! "তোমার

মস্তক উত্তোলনে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র কক্ষ পরিভ্রষ্ট, পদপবিচালনে ভূ-কম্পন ও বাহু প্রসারণে ত্রিদিবত্রাস হাহাকার উপস্থিত হয়। আমরা জানি, তুমিই বেদান্তের ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান অখণ্ড অদ্বৈত পুরুষ মর্ত্ত্যভূমে লীলাচ্ছলে জীবদেহ, মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছ। কে বলে তোমরা শূদ্র, হীন নীচ অবজ্ঞাত, কে বলে তোমরা অপবিত্র অস্পৃশ্য বেদ-বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী, কে বলে তোমরা ব্রাহ্মণ-সেবক, দাস, ঘৃণিত। ঐ যে আমার বেদান্ত বলিতেছেন—"তোমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান, তোমার মধ্যে সর্ব্ববিধ আনন্দ সর্ব্বব্যাপিত্ব শক্তি কল্পনাতীত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে তুমি কেন বৃথা ভয়ে বিচলিত হও? কস্তুরী-মৃগনাভির ন্যায় তুমি তোমার সৌরভ না জানিলেও আমরা তোমার সৌরভ, তোমার মূল্য বিলক্ষণই অবগত আছি। ভয় কি? তোমার যে "জন্ম নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, তোমাকে যে তরবারি ছেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না। তুমি যে অনাদি অনন্ত জন্ম কর্ম্ম রহিত অচল, অটল, অস্পর্শ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান।" তুমি যে অমৃতের সন্তান, অমৃতের অধিকারী। উঠ জাগ, কর্ম্ম-প্রাঙ্গণে প্রকৃত মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হও। উঠ শূদ্র, একবার আত্মশক্তির বিকাশ কর, জীবাত্মার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভীমবলে সামাজিক দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেল। কেশরী সন্তান হইয়া মেষের ন্যায় অবস্থান করিতেছ কেন? একটি গর্ভবতী সিংহী ছিল, একদা শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া সে দেখিতে পাইল, একদল মেষ রহিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ সেই মেষদলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল, ঐ চেষ্টায় তাহার দেহ ত্যাগ হইল ও একটী মাতৃহীন সিংহ শাবক

জন্ম গ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনের ভার লইল এবং মেষপালের সহিত একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়া মেষগণের ন্যায় তৃণ গুল্ম লতা পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে ও মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকদিন অতিবাহিত হইবার পর যদিও সে একটী রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি নিজকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন পর একদা আর একটী প্রকাণ্ড কায় সিংহ শিকার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইল যে, ঐ মেষপালের মধ্যে একটী সিংহ রহিয়াছে এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখিবা মাত্রই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহটী উহার নিকটে যাওয়াও সে যে সিংহ, মেষ নহে, বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যেই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি মেষদলের সঙ্গে সঙ্গে মেষ-সিংহও পালাইয়া যাইতে লাগিল। সে দিন আর সে তাহাকে ধরিতে পারিল না, কিন্তু মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে কি করে, স্নেহপরবশ হইয়া লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। সিংহটী দেখিবামাত্র তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল ও বলিল, 'তুমি মেষ নও—সিংহ'। মেষ-সিংহটী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমি মেষ, সিংহ নহি।' সে কোনমতে বিশ্বাস করে না যে সে সিংহ, বরং সে মেষের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া লইয়া একটী জলাশয়ের ধারে গমন করিয়া বলিল, "এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব"। তখন সে এই দুইটীর সহিত তুলনা করিয়া একবার নিজের ও একবার সিংহের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এই ধারণা জন্মিল যে 'আমি সিংহ'। তখন সে সিংহগর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার মেষবৎ

চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা অযথা ভ্রান্তিবশে নিজকে মেষ ভাবিয়া পড়িয়া আছ, নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু তোমরা মেষ নহ—"সিংহ স্বরূপ—তোমরা, আত্মা শুদ্ধ স্বরূপ অনন্ত শক্তিধর ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতরে। হে বীর, কেন রোদন করিতেছ? তুমি যেন মৃত্যুর অতীত, তোমার দুঃখ কষ্ট কিছুই নাই। তুমি অনন্ত আকাশ স্বরূপ, শ্বেত কৃষ্ণ ধূসর পীত নীল লোহিত নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, মুহূর্ত্ত মাত্র খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে, কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে। উহার আর পরিবর্ত্তন নাই।" অজ্ঞানতার কৃষ্ণমেঘ অপসারিত কর, জ্ঞানসূর্য্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তুমি যে জ্ঞানসূর্য্য, কে তোমাকে আবৃত করিয়া রাখিতে সমর্থ? দিব্য আলো প্রকাশ কর, দুর্ব্বলতা কুজ্ঝটিকা তিমির মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। জ্ঞানাগ্নি জ্বালাইয়া দাও, সে আগুনে ভীতি দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা ক্লীবতা মূর্খতা হীনতা প্রভৃতি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক। অন্ধকার, অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিলে অন্ধকার দূরীভূত হইবে না। জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া দাও, সহস্র বৎসরের অন্ধকার গৃহ মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোকিত হইয়া উঠিবে। ভাবিয়া দেখ, বিদ্যা ও জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াই তোমাদের এদশা ঘটিয়াছে এবং এজন্য তোমরাই দোষী। ব্রাহ্মণগণ ঐহিক যাবতীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত ফল পত্র ও কাষায় কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে ঋষির আশ্রমে বেদ পাঠার্থ গমন করিলেন, আর তুমি, তুমি শূদ্র লাঙ্গল লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য ধন সম্পদ লইয়া মত্ত হইয়া পড়িলে! ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি বেদ বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে, তবে কি তোমাদের এ দুর্দ্দশা

সন্তান এমন শবের মত পড়িয়া আছ। তোমরা জাগিয়া উঠিয়া একবার ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ কর, সে জ্যোতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে শূদ্রত্ব ও পশুত্বের ঘনান্ধকার শূন্যে বিলীন হইয়া যাউক। উঠ উঠ বিবেকানন্দের আশার সন্তান, ঐ যে তিনি স্বর্গলোক হইতে তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের কথা দৈববাণীরূপে বলিতেছেন—"Come up, Oh lions, and shake off the delusion that you are sheep, you are souls immortal, spirits free, blest and eternal, ye are not matter, ye are not bodies, matter is your servant, not you the servant of matter" ঐ শুন স্বামীজি উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিতেছেন :—"Hear ye children of immortal bliss, ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings, ye are divinities on earth" উঠ শূদ্র-সমাজে স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ কর। সাহসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া একবার নাড়া দিয়া উঠ, সাহসই পুণ্য, দুর্ব্বলতাই পাপ। সর্ব্বদা উন্নত হও, উচ্চ বর্ণের বিকট ভ্রুকুটি-ভঙ্গী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিও না। "ভয় হইতেই দুঃখ, ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, সমুদায় ভয় আপনা আপনিই পলাইয়া যাইবে" উপনিষদ অধ্যয়ন কর ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে উহার মৃতসঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ করাও, শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, ব্রাহ্মণগণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইওনা। উহারা চিরকাল তোমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, নিজেরা অমৃত খাইয়া তোমাদিগকে হলাহল পরিবেষণ করিয়াছে। উহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, উহাদের কথায় কথায় অনন্ত নরকের ভীতি-বাক্যে বিচলিত হইও না। শূদ্রগণকে সর্ব্ববিধ মনুষ্যোচিত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখাই

উহাদের উদ্দেশ্য। তোমরা বিদ্বান হও, হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া উহা হইতে অমৃত উত্তোলন পূর্ব্বক স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। তাহারা নব জীবন লাভ করিবে, নূতন আলোকে হৃদয়-অন্ধকার বিদূরিত করিবে। ব্রাহ্মণগণের "অধিকারী অনধিকারীর বিচারের" ব্যাখ্যা শুনিও না। ওঁকার রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তোল। উহার পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নাদে শূদ্র বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাউক। স্বজাতীয়গণ নব বলে বলবান্ হইয়া উঠুক। ভয়শূন্য হও, যিনি রাজার রাজা মহারাজা, তুমি তাঁহার সন্তান। তুমি সেই চিৎসিন্ধু ভগবানের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, আপনার স্বরূপ ভুলিয়া নিজকে নগণ্য ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ, নিজকে অধম শূদ্র জানিতেছ। যে কেহ তোমাদিগকে শূদ্র বলিয়া, অধম অস্পর্শীয় বেদবিদ্যায় অনধিকারী বলিয়া বুঝাইতে আসিবে, সয়তানের দূত বলিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দাও। যে শাস্ত্র তোমাদিগকে হীন শূদ্র বলে, উহা এই দণ্ডে ঘৃণার সহিত কর্ম্মনাশার গভীর জলে নিক্ষেপ কর। সর্ব্ব প্রকার মনঃকল্পিত বিধি ব্যবস্থার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, বক্ষ স্ফীত করিয়া সমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। তোমরা প্রত্যেকেই সাহসী হও, সাহসীর নিকট শাস্ত্র ও সমাজ উভয়েই অবনত। দুর্ব্বলের পীড়নের জন্যই হিন্দু শাস্ত্র আজিও জীবিত আছে। সাবধান! আর দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিও না. আর কোনরূপ সামাজিক দাসত্ব-পসরা মাথায় বহন করিও না। কোন কিছুতেই আপনাদিগকে হীন দুর্ব্বল অধম মনে করিও না। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ। কোন কিছুতেই ভীত বিচলিত হইও না। 'আমাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই প্রভৃতি হীন বাক্য কখনও মুখে আনিও না। বেদে অধিকার নাই, বেদান্তে অধিকার নাই,

ধর্ম্মে অধিকার নাই, কর্ম্মে অধিকার নাই, পূজায় অধিকার নাই, অর্চ্চনার অধিকার নাই, ধনে অধিকার নাই, বিত্তে অধিকার নাই, প্রভুত্বে অধিকার নাই, সম্মানে অধিকার নাই, ইত্যাদি নাই, নাই বাক্যে যে একেবারে কুকুর বিড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছ। আর নাই ভাব মনেও স্থান দিও না। তবে নাই কথা যদিও নিতান্তই না ছাড়িতে পার, তাহা হইলে উহার মোড় ফিরাইয়া বল "আমাদের ভয় নাই, ডর নাই, ভাই-এ ভাই-এ হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ব্যাধি নাই, শোক নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাদের উচ্চ নাই, নীচ নাই, পাপ নাই, প্রলোভন নাই, আমরা আত্মা স্বরূপ, আমরা ব্রহ্মস্বরূপ" বল বীর্য্যবান—সচ্চিদানন্দোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং। ভয় ? কার ভয়, কাদের ভয়, তোমরা যে সকলে ব্রহ্মময়ীর সন্তান, তোমরা সব অমৃতের অধিকারী। আপনাতে বিশ্বাসী হও, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও। বিশ্বাসে সাগর শুকায়, মরুভূ গলায়, বিশ্বাসে পাহাড় টলে, শিলা ভাসে, বিশ্বাসে স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ আবির্ভূত হয়, বিশ্বাসে অসাধ্য সাধিত হয়, বিশ্বাসে মানুষ দেবতা হয়। এই বিশ্বাস হারাইয়াই তোমাদের এ দুর্গতি। সহস্রকোটী দেবতাকে বিশ্বাস কর, তোমার কিছুই হইবে না, যদি তোমার উহার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস না থাকে। মানুষ আত্মবিশ্বাসের বলেই সকলের বরণীয় হয়। বিশ্বাস কর, তোমাদেরই ধর্ম্মবলে জীর্ণ অবসন্ন হিন্দু সমাজ আবার জাগিবে, আবার উঠিবে। পশু বলে নহে, আধ্যাত্ম শক্তিতে—সত্যের মহিমায়। তোমরা প্রত্যেকে ঋষি হও, আবার পল্লীজননীর শান্ত শীতল ক্রোড় হইতে, তটিনীতীর মুখরিত করিয়া প্রাচীন সাম গান উত্থিত হউক, আবার ভারত-গগন বৈদিক যজ্ঞীয় হোম ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া উঠুক। এ নব ধর্ম্মের নবীন জ্যোতিরালোকে কেবল ভারতের নহে জগতের পাপান্ধকার দূরীভূত, পশুবল

জড়িত এবং পুণ্যপ্রভা আত্মমহিমায় সমুদ্ভাসিত হউক। উঠ জাগ নিদ্রিত বিরাট, মরণ-যাত্রী অবশিষ্ট হিন্দু সমাজ শেষ আশাটুকু লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। আর ঘুমাইও না। তোমার উত্থানের উপর জগতের পুণ্য-প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। এই মহাকার্য্য সাধনের জন্যই বুঝিবা ভগবান তোমাকে এত দিন জীবিত রাখিয়াছেন, উঠ, উঠ আর বিলম্ব করিও না। ত্বরায় ভগবদাদিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হও। ঐ যে ভগবান স্নেহ-বিজড়িত অমিয়কণ্ঠে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, ঐ যে পথ-পার্শ্বে তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। উঠ, জগতে সত্যযুগের শান্তি প্রতিষ্ঠার-জন্য ঐ যে তিনি পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন। তোমরাই পৃথিবীতে পুনবায় সত্যযুগ আনয়ন করিবে, মর্ত্তে সাম্য প্রীতি ভালবাসার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিবে। উঠ জাগ, মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন জীবাত্মার চৈতন্য সম্পাদন কর, আত্মা জাগরিত হইলে শক্তি আসিবে সামর্থ্য আসিবে, জ্ঞান আসিবে বিদ্যা আসিবে, মহিমা আসিবে তেজ আসিবে এবং এমন কি যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। তোমাদের মধ্যে যে ঘোর আলস্য জড়তা মোহ নৈরাশ্য আসিয়াছে, উহা দূর করিয়া দাও। প্রবল ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা দ্বারা নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর। ইচ্ছা শক্তির অসাধ্য জগতে কোন কার্য্য নাই। এই ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা দ্বারাই শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন—নিমাই চৈতন্য হইয়াছিলেন, এই ইচ্ছা শক্তির বিকাশেই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, নরেন্দ্র বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। এই ইচ্ছা শক্তির বলেই বৃটনজাতি আজ সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি। নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত কর—আর্য্য নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। আর্য্যরাজাধিরাজ পরম-

মঙ্গলময়ের সন্তান হইয়া জগজ্জননী ভগবতীর তনয় হইয়া তোমরা কেমন করিয়া অধমের মত জীবনযাপন করিতেছ ? বঙ্গের সমাজ—গগনের সামাজিক অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি অপসারিত হইয়া উন্নতির সুখসূর্য্য সমুদিত প্রায়। এ সময় আর কেহই অধমের মত পড়িয়া থাকিওনা। উঠ উঠ, ঐ যে শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ সুমধুর কণ্ঠে তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। সমাজপতিগণের অত্যাচারের অবসান হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ক্রীড়নক স্বরূপ অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজার তোমরা হতভাগ্য প্রজা নহ। ব্রিটিশ রাজত্বে অবাধ বিদ্যা প্রভাবে সত্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে সামাজিক অত্যাচার প্রভাত কালীন চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। আর ভয় নাই—"জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদ" রূপ শূদ্র যোগ্য "ন্যায় ও দয়াল দণ্ডের" অবসান হইয়াছে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-হস্ত শ্রীভগবান সে অত্যাচারিগণের হস্ত হইতে ভারতকে বিমুক্ত করিয়াছেন। শূদ্র নিগ্রহে তাহাদের রাজত্ব রসাতলে গিয়াছে। ঐ দেখ অদূরেই সাম্যের মণি মাণিক্য-খচিত হীরক-মণ্ডিত স্বর্ণমন্দির পরিদৃষ্ট হইতেছে। নিদ্রার অবসাদ পরিহার পূর্ব্বক মন্দির লক্ষ্য করিয়া যাত্রা কর। সিদ্ধিলাভে বহুবিঘ্ন ঘটিলেও পরিণামে সত্যাদর্শে উপনীত হইবেই হইবে। যে কার্য্যের বাঞ্ছা মহান, যাহাদের পরিচালক স্বয়ং শ্রীভগবান্, সত্যলাভই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের কোন কালে ব্রাহ্মণাদি অভিজাতবর্গ, অত্যাচারী সমাজপতিগণ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও।

অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥

এই পরপীড়ন—শূদ্র পীড়নরূপ মহাপাপে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসসাগরে বিলীন হইয়াছে। অত্যাচার, অবিচার সমদর্শী বিধাতার রাজ্যে কত কাল চলিতে

পারে ? সর্ব্বজীবের যিনি স্নেহময় পিতা, সর্ব্বজাতির যিনি করুণাময়ী জননী, সর্ব্বজগতের যিনি প্রাণস্বরূপ, তাঁহার নিকট কি ব্রাহ্মণ শূদ্র উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র দ্বিজ চণ্ডাল ভেদ আছে ! বিশ্বপতির রাজ্যে কোন প্রকার ভেদ বুদ্ধি নাই। ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞান স্থূলদর্শীর নরক-হৃদয়ে। সেই প্রেমময় পরমপিতার রাজ্যে সকলেই সমান, সকলেই এক মানব পরিবার ভুক্ত। তিনি কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড়, কাহাকেও চণ্ডাল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ধনবান্ ঐশ্বর্য্যশালীর একচন্দ্র, আর দীনহীন পদদলিত গরীবের জন্য আর এক চন্দ্র প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের জন্য এক সূর্য্য, আর অধম চণ্ডাল, মুচি ম্যাথরের জন্য আর এক সূর্য্য প্রেরণ করেন নাই। এক অখণ্ড বিরাট নীল চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট মানব পরিবার। এখানে আর্য্য ম্লেচ্ছ হিন্দু যবন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উত্তম অধম নাই। তাঁহার পবিত্র রাজ্যে কোন বৈষম্য, কোন ভেদবুদ্ধি নাই। মানুষ আপনাপন কার্য্য দ্বারাই দ্বিজ চণ্ডাল ক্ষুদ্র মহৎ হইতেছে, আপনার কর্ম্ম অনুসারেই মানুষ রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র উত্তম অধম হইতেছে। সত্যযুগের সেই পুণ্য দিনে, সৃষ্টির আদিম অবস্থায় জাতিভেদ ছিল না, * গুণ কর্ম্ম অনুসারে পরে জাতিভেদ হইয়াছে, মাত্র শাস্ত্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেব নারায়ণোনান্য একাগ্নির্ব্বর্ণ এবচ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

---

* সৃষ্টির প্রথম সত্যযুগে একজাতি ছিল ; পরে গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্বর্ণ বিভাগ হইয়াছে।

পূর্ব্বে এক বেদ, সর্ব্ব বাঙ্ময় এক প্রণব ওঁকার, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও এক মাত্র বর্ণ অর্থাৎ জাতি ছিল। বেদান্ত বলিতেছেন ঃ—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।

"অগ্রে এক মাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।"

পদ্মপুরাণ ও মহাভারত সমস্বরে বলিতেছেন ঃ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
(পদ্মপুরাণ, স্বর্গ খণ্ড, ২৫ অধ্যায়, শান্তি পর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)

সংসারে বর্ণের ইতরবিশেষ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।

স সর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে ॥৪৪
(উৎকল খণ্ড, ৩৮ অধ্যায়)

ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়া ছিলেন। তৎপরে পৃথক পৃথক সমস্ত বর্ণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র) তাঁহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং—

তথাৎ বর্ণাঋজবো জাতি বর্ণাঃ সংসৃজ্যতে তস্য বিকার এব।
এবং সাম যজুরেক ঋগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৬৭ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক।)

যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; তখন ঐ তিন বর্ণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র) ব্রাহ্মণের জ্ঞাতি স্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্ যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে !

এক বর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষেণ চতুর্ব্বর্ণং প্রতিষ্ঠিতম্।

হে যুধিষ্ঠির ! পূর্ব্বে এই বিশ্বে কোন বর্ণ বা জাতি ভেদ ছিল না সকলে এক জাতীয় ছিল। পরে কর্ম্ম ও গুণের বিশেষত্ব নিবন্ধন একই মানব, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়েন।

বায়ু পুরাণ বলিতেছে :—

* * * *

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সঙ্করঃ।

* * * * *

তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তম বর্জ্জিতাঃ ॥

* * * তখন বর্ণ বা জাতি, আশ্রম ব্যবস্থা কিম্বা সঙ্কর বর্ণ ছিল না। * * * সকলেরই রূপ ও আয়ু সমান ছিল। এ ছোট, এ বড়, এ অধম ও উত্তম, এরূপ কোন ভেদাভেদ ছিল না।" * * * ব্রাহ্মণগণের জ্ঞাতি স্বরূপ, সেই ক্ষত্রিয় ভারত সম্রাটগণের জ্ঞাতিস্বরূপ বৈশ্য শূদ্রকে ভাই বলিয়া স্বীকার করা বা বলা ত দূরের কথা, "আজ তাহাদিগকে পঙ্ক্তি নির্ব্বাসিত করিয়া অতি দূরে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞাতি ভাই আজ অচল অস্পৃশ্য অনাচরণীয় ! ভ্রাতৃত্বের পবিত্র প্রেমবন্ধন—জ্ঞাতিত্বের দুশ্ছেদ্য বন্ধন, ঘৃণায় বিদ্বেষে, অপমান লাঞ্ছনায়, নির্ম্মমতায় নিষ্ঠুরতায় ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একই মাতৃ-

ভূমির প্রিয়তম সন্তানগণ, একই বিশ্বপিতা বিশ্বজননীর স্নেহপালিত পুত্রগণ, একই ভারতীয় আর্য্য জাতির রক্ত মাংসে পরিবর্দ্ধিত তনয়গণ, আজ পরস্পর ভালবাসা বর্জ্জিত, পরস্পর দূরে অবস্থিত। প্রেম ভালবাসা প্রীতি প্রণয় স্নেহ মমতা পরস্পরের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে—

এক দেশ এক ভগবান। এক জাতি এক মনঃ প্রাণ॥

আজ ভাই ভাইকে আলিঙ্গন করার পরিবর্ত্তে, আজ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে মিথ্যা জাত্যাভিমানে অন্ধ হইয়া আভিজাত্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া লাথি মারিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ। "তুই নীচ আমি উচ্চ, তুই ক্ষুদ্র আমি মহৎ, তুই মূর্খ আমি পণ্ডিত, তুই অধম আমি উত্তম, তুই চণ্ডাল আমি ব্রাহ্মণ, বলিয়া আজ ভাই ভাইএর রক্ত পান করিতেছ, ভাইএর বুকে ভাই লাথি মারিতেছ। জাতীয় প্রেম জাতীয় একতা জাতীয় মিলন দেবতা আজ পদদলিত, বিতাড়িত। বিন্দুমাত্র সামাজিক অধিকার, বিন্দুমাত্র ধর্ম্মের অধিকার আমি আমার অনুন্নত ভাইকে দিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু ইংরেজ রাজের নিকট আমরা তাহাদের সম অধিকার লাভে দাবী করিয়া থাকি। তাঁহারা উন্মাদ বোধে, প্রলাপ বাক্য বলিয়া হাস্য করেন। যে নিজে অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, অসম্মত সে কিছুতেই অধিকার পাইবার যোগ্য নয়। অধিকার দিব না, অধিকার পাইব? আমাদের যদি লজ্জার লেশমাত্র থাকিত, তবে আর আমরা ইংরাজের দ্বারে অধিকার লাভের জন্য গমন করিয়া প্রহসনের অভিনয় করিতাম না। যাহারা আপনাদের স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে জলটুকু স্পর্শ করিতে দিতে অসম্মত, দেবালয়ের পবিত্র মন্দিরেও যাহারা অপর ভাইকে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক, বেদনামধেয় একখানা পুস্তক

ওঁকার নামক একটা শব্দকে পর্য্যন্ত যাহারা প্রাণ ধরিয়া অন্যকে পাঠ ও উচ্চারণ করিতে দিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারাই আবার বড় গলায় উচ্চকণ্ঠে সভা সমিতি করিয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য দাবী করিয়া থাকেন? হা ধিক, তাঁহাদের লজ্জাহীনতাকে, আকাঙ্ক্ষাকে, হা ধিক, তাঁহাদের চেষ্টাকে পণ্ডশ্রমকে। তাহাদের এ আকাঙ্ক্ষার উপর কি বিধাতার অলক্ষ্য অভিসম্পাত-অগ্নি বর্ষিত হয় না? যাহারা আপনার স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাইকে এমন করিয়া দাবাইয়া রাখিতে উৎসুক, তাঁহারা রাজ জাতির নিকট অধিকার লাভের কিছুতেই যোগ্য নহেন। "দেওয়া পাওয়া" ইহাই হইতেছে জগতের নিয়ম। তুমি কিছুই দিবে না, কিন্তু অনেক পাইবে, এরূপ আশা কি নিতান্তই অশোভন নহে? যে নিজে ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিকে একবিন্দু জল দানে, একমুষ্টি অন্নদানে, একটু আশ্রয় দানে কুণ্ঠিত, সে কি কখন আতিথ্য-সৎকার লাভ করিতে পারে? না—তাহার সে আশা করা উচিত? আমি আমার কোনই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব না, কিন্তু তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছ না, তাহা বড় গলায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিব? কি রহস্য! কি প্রহেলিকা! জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, সমাজের যাহারা শক্তি, এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুন্নত দেশবাসীকে—অগণ্য ভ্রাতৃবৃন্দকে শ্রমজীবি-নিম্নশ্রেণী বলিয়া আমরা জাতীয় যজ্ঞক্ষেত্র হইতে বহুদূরে তাড়াইয়া দিয়াছি। ঘৃণায় ঘৃণায় তাহারা যে মানুষ, একথা প্রায় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সামাজিক সর্ব্ব-প্রকার উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা বুঝিয়াছে—জল তুলিবার জন্য—কাঠ কাটিবার জন্য, ভার বহন করিবার জন্য, আদেশ পালন করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির সেবা করাই তাহাদের একমাত্র জীবন-ব্রত।

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার।

সংহিতাকার রূপী নিষ্ঠুর নিয়মগণই শ্লোক রচনা দ্বারা এই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। ঐ শুনুন, মনু বলিতেছেন ঃ—

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহস্যৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩
(অষ্টম অধ্যায় ; মনু সংহিতা।)

"পরন্তু শূদ্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি (ব্রা) দাস্যকর্ম্ম কবাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্য নির্ব্বাহার্থই ..াকে সৃষ্ট করিয়াছেন!" ধন্য শাস্ত্রের নামে—স্বয়ং ভগবান বিধাতা পুরুষেব নামে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনা অত্যাচার! নিজেরাত আইনে কানুনে রাজবিধানে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবেই, আবার তাহার উপর মঙ্গল-ময়ের বিধান বলিয়া প্রতারণা করিয়া অত্যাচার করা হইয়াছে। দাসের কার্য্য করিবার জন্যই ভগবান শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন! হায়! ঋষিবাণী, হায় ধর্ম্ম—শাস্ত্র! মনে হয়, ইউরোপ আমেরিকার দাসত্ব প্রথা অপেক্ষা ভারতের সভ্য যুগের শূদ্র দাসত্ব প্রথা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ছিলনা, বরং কোন কোন অংশে নিকৃষ্টই ছিল। ইউবোপ ও আমেরিকাবাসিগণকে বিক্রেতার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া দাসগণকে ক্রয় করিতে হইত, কিন্তু এই শূদ্র দাসগণকে টাকা পয়সা দ্বারা ক্রয় করিতে হইত না। বলা হইত, ইহারা প্রকৃতিদত্ত দাস। পরমা প্রকৃতি ভগবতীই দাসত্ব করা উহাদের প্রকৃতিগত করিয়া দিয়াছেন! সংহিতার নামে বলা হইতেছে—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হিং তৎতস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥ ৪১৪॥
(মনু সংহিতা, ৮ম অধ্যায়।)

"শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে?"

এক্ষণে কথা হইতেছে যে—দাস শূদ্রের দেহ মনঃ প্রাণই যখন ব্রাহ্মণাদির প্রকৃতি দত্ত সম্পত্তি, তখন তাহার ধনাদির ত কথাই নাই।

মনু তাহাও বলিতেছেন—

বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদান মাচাদৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ॥ ৪১৭

(অষ্টম অধ্যায়, মনুসংহিতা।)

"ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধ চিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারে, যে হেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণ স্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যোলাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥ ১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতেহীতরে জনাঃ॥ ১০১

(মনু সংহিতা; প্রথম অধ্যায়।)

"ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদয় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ব বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থান—জাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব, যে হেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।"

এই ত গেল শূদ্রদিগের আপনাদের ধনের উপর অধিকারের কথা। এক্ষণে ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন।

দশম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন ঃ

শক্তেনাপি হি শূদ্রেন ন কার্যোধন সঞ্চয়ঃ
শূদ্রোহি ধন মাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥১২৯

"অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিৎ নহে ; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।"

বর্ত্তমান কালের ন্যায় মনুর সময়ে যাহারা যে ব্যবসা ইচ্ছা, সে সেই ব্যবসা করিতে পারিবে, এরূপ নিয়ম ছিল না। বৈশ্য শূদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসাই করিতে হইত। বৈদিক সময়ের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মানি কারয়েৎ।
তৌহিচ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ॥৪১৮

"রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, যে হেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।"

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥৯৬

(দশম অধ্যায় ; মনুসংহিতা)

"যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য।"

শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দয়ালু ব্রাহ্মণগণ ও ন্যায়বান ক্ষত্রিয় রাজগণ বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই।

নবম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥২৪৮

"শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবে।"

চোর অধিকাংশই শূদ্র ছিল—বৈশ্যের মধ্যে ও কচিৎ দৃষ্ট হইত। রাজন্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের পক্ষে চুরি করার প্রয়োজন মনুর সময়ে কিছুই ছিল না। সেই সমুদয় বুভুক্ষিত দরিদ্র অজ্ঞান শূদ্রাদি তস্করাদির প্রতি মনু কি কঠোর বিধানই না করিয়া গিয়াছেন! মনু বলিতেছেন:—

যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্র জ্ঞাতি বান্ধবান্ ॥২৬৯

(নবম অধ্যায়; মনুসংহিতা)

"চার প্রেরিত হইয়াও শঙ্কা বশতঃ যাহারা (যে সমস্ত চোর) আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বান্ধবাদির সহিত বধ করিবেন।"

একজন অপরাধীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নিরপরাধিনী স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতি বান্ধবাদির জীবন নাশ করা যে কতদূর নৃশংসতার পরিচায়ক, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। পুনরায় পরের শ্লোকে বলিতেছেন :—"ধার্ম্মিক রাজা" মাল না থাকায় চোর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবে না,

কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই বধ করিবেন ।।২৭০ শ্লোক ।"

শূদ্র বৈশ্য জাতীয় চোরদিগের দণ্ড সম্বন্ধে অন্য এক শাস্ত্রকার কৃপা পূর্ব্বক বলিয়াছেনঃ—"রাজা অপহৃত বস্তু চোরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন।" বলা বাহুল্য, একরূপ দণ্ড ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের জন্য নহে। শাস্ত্রকার আপনার পক্ষে ডিক্রি দিয়া ভগবান বিষ্ণুর নামে দোহাই দিয়া বলিতেছেন :—

ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ ॥২॥ পঞ্চম অধ্যায় বিষ্ণুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই।" ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ আপনাদের নিজেদের ঘর সামলাইয়া রক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই বিধিমতে বিষ্ণুসংহিতার নামে করিয়া রাখিয়া যদিচ্ছাক্রমে চাবুক চালাইতেছেন—শুনুন মনুর চাবুক :—

মনু বলিতেছেন :—

এক জাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবোহি সঃ ॥২৭০
নামজাতি গ্রহন্ত্বেষাভি দ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্জলন্নাস্যে দশাঙ্গুল ॥২৭১

(অষ্টম অধ্যায় ; মনুসংহিতা)

"এক জাতি (অর্থাৎ শূদ্র সমষ্টিকে এক জাতি বলা হইয়াছে) শূদ্র যদি দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) দিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহার জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে। জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর

আক্রোশ করে, তবে একগাছা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।"

শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ

তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥২৭২

(অষ্টম অধ্যায়, মনু সংহিতা)

"দর্পিত ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্তটৈল নিক্ষেপ করাইবেন।"

মনু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন :—

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ

ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্ ।২৭৯

পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদন মর্হতি।

পাদেন প্রহরণ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥২৮০

সহাসন মভি প্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।

কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ।২৮১

অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।

অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম। ২৮২

কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌ ছেদয়েদাবিচারয়ন্।

পাদয়োর্দাঢিকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥ ২৮৩

"অন্ত্যজ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন (অর্থাৎ যদি নাও মারে, কিন্তু যদি মারিবার জন্য

হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলেই রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন, পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথচ যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া শূদ্র, যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাদয় ছেদন করিবেন * * * * শূদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসাজন্য তাঁহার পাদদ্বয় * * * * গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।" আবার ঐ শুনুন গৌতমের চাবুক—

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধ্যাযাভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোঽধিকে। হথাহাস্য বেদ মুপশৃন্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শোত্র প্রতিপূরণ মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন শয়ন-বাক্ পথিষু সম প্রেপ্সুদণ্ড্যঃ শতম্

"শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য)র প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে কঠোর ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গের দ্বারা আঘাত করিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন * * শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ (রূপ মহাপাপ কার্য্য) করে তাহা হইলে রাজা সীসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির

সহিত সমান ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে।" * * * * "কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না।"* চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্র হয়? শূদ্রকে মানুষ বলিয়াই মনে করা হয় নাই, উহাদিগকে সয়তানের বংশধর বলিয়া জ্ঞান করা হইয়াছে। যত অপরাধ নিরাশ্রয় হতভাগ্য শূদ্রদের জন্য। শূদ্রেরা নাম মাত্র অপরাধ করিলেও যে অব্যাহতি পাইবে না, তাহা প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয়, শ্রবণ করুন :—

কামকারেণা স্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকং শনস্পৃবধ্যঃ ॥ ১০২

(পঞ্চম অধ্যায় ; বিষ্ণুসংহিতা।)

"অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

* * * * চণ্ডালশ্চোত্তমান্ স্পৃশন্ ॥ ২৩৭ ইত্যাদি

শুধু কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শেই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মহানী? না—তাহা নহে! উহাদের দর্শনেও অমঙ্গলের সম্ভাবনা!

কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন :— (উনবিংশ খণ্ড)

* * * * * * *

প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥১০ "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া * * * অন্ত্যজ * * প্রভৃতিকে অবলোকন করে, সে কলিযুক্ত হয়।"

ইহা হইতেই বোধ হয়, আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে,

অনুবাদ—দ্বাদশ অধ্যায়

কোনও মাঙ্গলিক কার্য্যে—নর-সুন্দর তৈল-বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে! শাস্ত্রের এই সমুদয় বচন হইতেই বোধ হয় মান্দ্রাজের পারিয়া মেঘ—বোম্বাইয়ের মহার জাতির প্রতি অভিজাতবর্গের এতাদৃশ পৈশাচিক ব্যবহার ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে। এদেশেও নিষাদ, মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদগু, ক্ষত্ত্র, উগ্র, পুক্কশ, ধিগ্বন এবং বেন জাতির প্রতিও মনু ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন! মনু পতিত চণ্ডাল মূর্খের সহিত এক ছায়াতে বসিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন—আশঙ্কা পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতড়িৎ যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়! তাই বলিতেছেন :—

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥ ৭৯

(চতুর্থ অধ্যায়—মনু)

"পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত ব্যক্তি রজকাদি নীচ জাতি এবং অন্ত্যাবসায়ী, ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও এক ছায়াতে বাস করিবে না।"

শূদ্রকে বেদস্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধা স্বাহা বষট্‌কারাদিভির্বিনা॥ ৬

(প্রথম অধ্যায়, ব্যাস সংহিতা)

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য ; এই তিন বর্ণই শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী, অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্র চতুর্থবর্ণ, এইজন্য ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র, স্বাহা, স্বধা ও বষট্ কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।" শূদ্রকে শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঋষি অত্রি বলিতেছেন :—

অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।

এতে ষেৎ ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৮

(অত্রি সংহিতা)

"দ্বিজোত্তমগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র, এবং খল স্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবে না।"

শুধু কি বেদাদি শাস্ত্রশিক্ষা দানই নিষেধ? বেদ শ্রবণ করানও নিষেধ। উশনঃ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

অন্ত্যানাং সঙ্গতে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।

অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥

"যে গ্রামে অন্ত্যজ জাতি (নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ, কায়স্থ, মালাকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, ইহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া ব্যাসসংহিতায় ১০।১১।১২ লিখিত হইয়াছে) বাস করে, সেই গ্রামে বহুলোক সমাগম স্থলে বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।"

শূদ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ, তাহা লৌকিকই হউক আর পারমার্থিকই হউক, দেওয়া হইবে না। মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন:—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।

ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ। ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না, অদাস শূদ্রকে

উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতশেষ দিবে না,—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।"

যদি দাও, তবে—

যোহস্য ধর্ম্ম মাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্।
সোহসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব মজ্জতি ॥ ৮১

"যে ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।"

শূদ্র দূরে থাকুক, আজকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির নরনারীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্য কত কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আর্য্যসমাজের পূতহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণ, ব্রাহ্মসমাজের উদারহৃদয় প্রচারকগণ দলে দলে পার্ব্বত্য, অশিক্ষিত জাতিগণের হৃদয় মন্দিরে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের মনোমন্দিরে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিবার জন্য, এক কথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য সমুদায় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন, আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু—তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে নিষেধ করিয়া এবং নরকের ভয় দেখাইয়া ঋষিত্ব প্রকাশ করিতেছেন! এই জন্যই না দেশের আজ এই দশা—সমাজের এই অবস্থা।

শূদ্রগণের প্রতি ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ সংহিতাকারগণের অপার ভালবাসা, অনন্ত স্নেহ প্রীতির এই ত সব জাজ্জ্বল্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে শূদ্রগণের জীবন ব্রাহ্মণ-বিধিদাতৃগণের নিকট কিদৃশ মূল্যবান

ছিল—তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক। মনু একাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

মার্জ্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
স্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৩২

"জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক—ইহাদের একটীকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

আরও বলিতেছেন :—

অস্থিমতান্ত সত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থনস্থ্নান্ত শূদ্র হত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৪১

(একাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা)

"কৃকলাশ প্রভৃতি (কুলুক ভট্টকৃত অর্থ) অস্থি বিশিষ্ট সহস্র প্রাণিবধে এবং অস্থিহীন এক শকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণিবধে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

অত্রি ও তদীয় সংহিতায় মনুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন :—

"শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহ শার্দ্দূল গর্দ্দভান্
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ২২২

(অত্রি সংহিতা)

"শরভ (অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

চৌর শ্বপাক চাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরা ত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ১৯

(৬ষ্ঠ অধ্যায় ; পরাশর সংহিতা)

"ব্রাহ্মণ কর্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই—প্রমাণিত হইতেছে যে—শূদ্রের জীবন ধন প্রাণ ব্রাহ্মণ সংহিতাকারগণের নিকট কতদূর হেয়—তুচ্ছ সামান্য ও মূল্যহীন ছিল! ফলতঃ শূদ্রকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

সর্ব্বশেষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম সাধন—দেবতা আরাধন—সম্বন্ধে শূদ্রদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন দেখা যাউক। শূদ্রগণের ধর্ম্মজীবন প্রসঙ্গে—অত্রি বলিতেছেন :—

জপস্তপস্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্র সাধনম।
দেবতারা ধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানিষট্ ॥ ১৩৫

(অত্রি সংহিতা)

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা আরাধন, এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যজনক।" মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা। এবং উপরিলিখিত ছয়টী উপায় বা পথকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভগবল্লাভের পরমোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছয়টী কেন উহার যে কোন একটী উপায় অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ অনায়াসে ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। একটী মাত্র আশ্রয় করিতে পারিলে মানুষ দুশ্চেদ্য মায়া পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে—পরমধামে প্রেমময় মঙ্গলাস্পদ শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর শাস্ত্রকারগণ, সংহিতাকাররূপী শূদ্রকল্পিত কোটি কোটি জীবাত্মাঘাতি ধর্ম্মব্যাধগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি কতকগুলি অনর্থক শব্দ সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্রের নামে সংহিতার নামে ধর্ম্মের নামে কোটি

কোটি নরনারীকে তাহা হইতে এমনি করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শত শত শতাব্দী ধরিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া কোটি কোটি মানব-সন্তানকে শূদ্ররূপ মনঃকল্পিত আখ্যায় অভিহিত করিয়া বেদ বেদান্ত বিদ্যা হইতে—ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চা হইতে—প্রণব ওঁকার হইতে জপ তপ সাধন ভজন—মন্ত্র সাধন দেবতা আরাধনা পূজা অর্চ্চনা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে ও হইতেছে। ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার শুধু নহেন—ইঁহারা কোটি কোটি নরঘাতী ভারতের হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশসাধনকারী ধ্বংসকারী দানব। এই শূদ্র কথিত নরনারায়ণ রূপী মানব জাতির প্রতি দারুণ অবিচার ও অত্যাচারের পাপেই হিন্দুরাজ্য ডুবিয়া গিয়াছে। মানবপ্রেম ইঁহারা পদতলে দলিত করিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বড় বড় বচন শুধু কেতাবেই নিবদ্ধ রহিয়াছে ব্যবহারিক জীবনে ঐ বচনের সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় নাই তেত্রিশ কোটি দেবতা ও ইঁহারাই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া কোটি কোটি শূদ্ররূপ সয়তানের সৃষ্টিও ইঁহারাই করিয়াছেন। অন্যধর্ম্মে একজন ভিন্ন ভগবানও নাই—শূদ্ররূপ হীন কল্পনাও নাই। আমাদের ধর্ম্মে শাস্ত্রে যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দেব দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে—কোটি কোটি নারায়ণের কল্পনা হইয়াছে, ঠিক তদ্রূপ কোটি কোটি হীন শূদ্রও শাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের শাস্ত্রে তুলসীগাছ, বটগাছ, বেলগাছ, পাহাড় পর্ব্বত নদী সাগর দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই কি না—মানুষের বুকের রক্ত পানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোটি কোটি লোককে শূদ্র অন্ত্যজ হীন অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা অবজ্ঞা করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কি প্রহেলিকা! কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকারের ও টীকাকারের অভাব নাই। হীন

নীচ অধম অস্পৃশ্য ছোটলোক ইতরলোক প্রভৃতি রূপে বলিতে বলিতে কোটি কোটি লোকের মনুষ্যত্ব অপহরণ করা হইয়াছে। মানুষকে পশু অপেক্ষা হীন করা হইয়াছে। দেবমন্দির হইতে, মনোমন্দির হইতে দেবতা তাড়াইয়া দিয়া নিজেরা ব্রাহ্মণ রূপে গুরু পুরোহিত রূপে দেবতার পূজা লইতেছেন। দেববাদ উঠাইয়া দিয়া গুরুবাদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ভগবৎপূজা বাদ দিলে মানুষের কি অবশিষ্ট থাকে? মানুষে পশুতে যে পার্থক্যই লোপ হয়! গুরুবাদে, পুরোহিত-বাদে, ব্রাহ্মণ-দেবতা-বাদে দেশ পরিপূর্ণ, সমাজ আচ্ছন্ন। হিন্দু সমাজে ভগবানের দাঁড়াইবার স্থান নাই। ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই ভগবান সাজিয়া উহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই এক কথা "শূদ্রের গুরু ব্রাহ্মণ" "শূদ্রের নারায়ণ ব্রাহ্মণ" "কলির দেবতা ব্রাহ্মণ।" এই মিথ্যা প্রতারণায়, এই অসত্য মতবাদে, এই পাপ ধারণায়, এই মহা অপরাধে হিন্দু সমাজ ডুবিয়াছে, দিন দিন ডুবিতেছে। ভগবানের উপর ও প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা—চালাকী। প্রতারণা প্রবঞ্চনা কতদিন চলিতে পারে? সেই সব পুঞ্জীভূত প্রতারণা প্রবঞ্চনার এখন প্রতিশোধের কাল উপস্থিত। বৈদেশিকের লাথি "যবন "ম্লেচ্ছের" লাথিতে সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। দর্পণে যেমন দেখাইয়াছ, তেমনি দেখিবে। চেঁচাইয়া ফল নাই, ব্রাহ্মণ মহা-সম্মিলনীতে সে পাপ ধৌত হইবে না। কি দারুণ অবিচার। দেবতা আরাধনা, ভগবৎ আরাধনা হইতে কোটি কোটী শূদ্র ভ্রাতৃগণকে—ভগবতীর অংশকলা-সম্ভূতা সমুদয় মাতৃজাতিকে আইন করিয়া বঞ্চনা করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রকার শূদ্রগণকে জপ তপস্যা সন্ন্যাস দেবপূজা মন্ত্র সাধন—তীর্থ যাত্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তাহাদিগকে রীতি মত প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহর্ষি

অত্রি তদীয় সংহিতার উনবিংশ শ্লোকে শূদ্রের পক্ষে ঈশ্বরাধনা জপ তপ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে নিম্ন লিখিত প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চশূবৈ জলম্ ॥ ১৯

"জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্মনিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জল ধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপ হোম তৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।" এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই দয়ার সাগর দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা-যুগে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের নিষ্পাপ মস্তক শাণিত খড়্গে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই শোচনীয় মর্ম্মবিদারক করুণ উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাল্মীকি তপোবনে সীতা নির্ব্বাসনের পর অযোধ্যা নগরী মহা শোকে আচ্ছন্ন। সাধ্বী সতী জনক নন্দিনীর প্রিয় বিরহে দুর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের লোচন যুগলে অবিরত ধারা বহিতেছে। মুখে কেবল—"হা সীতা! হা সীতা! রামময়ী জীবন! হা জনকনন্দিনী! তুমি কেন হতভাগ্য রামের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলে! লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন প্রমুখ সকলেই শোকে মুহ্যমান! কাহারও প্রাণে শান্তি নাই, এমন অবস্থায় একদিন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি একটী মৃত শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আগমন পূর্ব্বক শিরে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন—"মহারাজ রামচন্দ্র! রাজার পাপে রাজ্যে অকাল মৃত্যু রোগ শোক মহামারী অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। তোমার পাপেই আমার শিশুপুত্রের অকাল মরণ, শীঘ্র আমার বাছাকে বাঁচাইয়া দাও, নতুবা এখনি সূর্য্যবংশ সহিত অযোধ্যা নগরী অভিসম্পাতে ভস্মীভূত করিব। সীতাশোকোন্মত্ত

রামচন্দ্রের বিপদের উপর আর এক দারুণ বিপদ উপস্থিত। তিনি গললগ্নী-কৃতবাসে সজল নেত্রে ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করতঃ কুলগুরু বশিষ্ঠকে ইহার তথ্য অনুসন্ধানে অনুরোধ করিলেন। বশিষ্ঠ ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, শম্বুক নামক একটী শূদ্র তপস্বী দণ্ডকারণ্যে দারুণ তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন আছে। শূদ্রের পক্ষে তপস্যা ভগবৎ আরাধনা ঈশ্বর উপাসনারূপ গুরুতর পাপেই রাজ্যের অমঙ্গল, অকাল মৃত্যু দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ শূদ্রের ছেলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির গোলামী করিবে, ইহাই তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন জাতির পদসেবাই তাহার চরম উপাসনা। তাহা ত্যাগ করিয়া সেই দুষ্টবুদ্ধি শূদ্র কিনা ভগবানের গোলামীতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছে, ভগবানের শ্রীপাদ পদ্ম সেবায় আরাধনায় নিমগ্ন হইয়াছে। সুতরাং আর কি রক্ষা আছে? শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন ভগবানের পূজায় শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে তখন ত এই গুরুতর পাপে রাজ্যে অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইবেই। সুতরাং রামচন্দ্র তুমি শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে নিজে গমন করিয়া ঐ দুষ্ট শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিয়া আইস।" দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্র তখন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিস্কোষিত তরবারি লইয়া শূদ্র তপস্বীর প্রাণ দণ্ড করিতে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদিন পর্য্যটনের পর অবশেষে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর একদিন হঠাৎ দেখিলেন, তপঃপ্রভা-জনিত শরীরের দিব্য কান্তিতে, ঔজ্জ্বল্যে বনভূমির চারিদিক আলোকিত করিয়া যোগাসনে পরম তপস্বী মহাত্মা শম্বুক উপবিষ্ট—ব্রহ্মধ্যানে সমাসীন। বাহ্য জ্ঞান শূন্য ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র। অন্তরে ব্রহ্মানন্দ প্রেমামৃত ধারা পান করিতেছেন, আর দুই চক্ষু হইতে অবিরল প্রেমাশ্রু ধারা পতিত হইতেছে।

তাহার আরাধ্য ধন গোলকবিহারী হরি শ্রীরামচন্দ্র তখন সম্মুখীন হইয়া স্নেহ-বিজড়িত করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বৎস! নয়ন উন্মীলন কর এই যে আমি এসেছি—ভক্ত শম্বুক নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে আপনার হৃদয়ের ধনকে আরাধ্য নিধিকে দর্শন করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ মূলে ছিন্ন তরুর মত পড়িয়া গেল, আর নয়নজলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিতে লাগিল। বাকস্পন্দনের শক্তি নাই। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র পুনর্ব্বার তেমনি করুণ স্বরে অমিয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার বড় দুর্দ্দৈব, তোমার শিরচ্ছেদ করিতে আসিয়াছি।" তখন ভাবাবেগে আকুল শম্বুক ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"প্রভু, আমার যদি দুর্দ্দৈব—দুর্ভাগ্য তবে সৌভাগ্য কাহার? যে তোমাকে ভব-বিরিঞ্চি সুরেন্দ্রাদি দেবতাগণ, কত বিপ্রর্ষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি মুনিগণ যুগ যুগান্ত কোটী কল্পান্ত আরাধনা করিয়া দর্শন করিতে পারেন না—অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারেন না—সেই তুমি জগদারাধ্যধন সুর মুনি-নর-বন্দিত দুর্ব্বাদল শ্যাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ নিজে অযোধ্যার স্বর্ণ সিংহাসন—রাজছত্র—মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার অনুসন্ধানের জন্য, আমাকে দেখিবার জন্য কত জনপদ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়াছ,—প্রভু ইহা অপেক্ষা অধম শূদ্র শম্বুকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। যাহা কখন হয় নাই, আমার ভাগ্যে তাহাই হইল—অসম্ভব সম্ভব হইল॥ তারপর—তারপর যাহা ঘটিল, তাহা লিখিবার নয়, বলিবার নয়। তারপর দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কোষিত শাণিত তরবারি পরম ভক্ত শম্বুকের তপঃপ্রভাজনিত উষ্ণ রক্ত পান করিয়া ভারতে ব্রাহ্মণ অত্যাচারের পবিত্র কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিল!

যে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বৈশ্য ঔরসোৎপন্ন শূদ্রাগর্ভ জাত সিন্ধু মুনিকে (১) বধ করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ অর্জ্জিত হইয়াছিল; সেই রামায়ণেরই উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র-তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়া অতুল কীর্ত্তি, অসীম কর্ত্তব্য, অপার পুণ্য সঞ্চয় করিলেন! কি প্রহেলিকা! এই ত গেল শূদ্র নামধেয় হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের অপার ভালবাসার পরিচয়। তার পর খুটিনাটি ধরিয়া যে কত দয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন স্থানে শূদ্রের ঘৃণিত ও নিন্দিত নাম রাখিবার কথা বলিয়াছেন।" কোন স্থানে "ধোপাকে একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইতে নিষেধ করিয়া বিধি করিয়াছেন"। (২)

ফলতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্যকে আকাশ পাতালের সহিত তুলনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বলা হইতেছে, ব্রাহ্মণের যাহাতে পুণ্য, শূদ্রের তাহাতে পাপ। যথা—

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্য দোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্ ॥ ২৯৪

(অত্রিসংহিতা)

"পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে।" অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে ব্রাহ্মণ গুরুতর পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায় সেই পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্র চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয়। একজনের পাপ ক্ষয়, অপরের পাপ

---

(১) শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শূদ্রজানপদাধিপ।

(২) মনু, অষ্টম অধ্যায়ঃ, ৩৯৬।

সঞ্চয়। এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টীপ্পনীর প্রয়োজন নাই। শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র বৃহৎ পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সেরূপ পুস্তক লিখিবারও ইচ্ছা রহিল। মনু, যম প্রভৃতি সংহিতকারগণ শুধু শূদ্রগণের প্রতি এই সব গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্র ভাবে কশাঘাত করিয়াছেন—চাবুক মারিয়াছেন। তাঁহাদিগকে শূদ্রের স্থায় ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

মনু একাদশ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে, আপস্তম্ব নবম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণকে গোহত্যাকারী, চোর, স্ত্রীহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামীর তুল্য অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোন জাতি বা সম্প্রদায় ক্ষাত্রিয় বা বৈশ্য হইতে উদ্যত হয়, তবে তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই অগ্রে অগ্রে তাহার বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। মনু যে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণের নাক কাণ মলিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের লজ্জা বা ঘৃণা বোধ নাই। মনুর নামে তাঁহাদের জিহ্বায় জল আইসে! শুধু শূদ্রযাজক পুরোহিতকুলকেই নহে শূদ্র দীক্ষা-দাতা গুরুকুলকেও বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যে নিমন্ত্রণের অযোগ্য বলিয়া বিধিদান করিয়াছেন। ফল কথা শূদ্র শয়তান-গণের ত কথাই নহে—তাহাদের সঙ্গে যাঁহারা কোন না কোন প্রকারে আদান প্রদান প্রীতি প্রণয় রাখিয়াছেন তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশেও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ চাবুক মারিয়াছেন। বেদান্ত ভাষ্যকার পর্য্যন্ত শূদ্রকে "চলমান শ্মশান" এই সংজ্ঞা দান করিয়া শূদ্রবিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্মশান ভূমি যেমত সাধারণতঃ অশুচিকর অস্পৃশ্য

ছাই ভস্মে পরিপূর্ণ অপদার্থ স্থান বলিয়া বিবেচিত, শূদ্রগণও ঠিক তদ্রূপ। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই টুকু যে শ্মশানভূমি অচল আর এগুলি চলমান। ঘৃণার চরম বিশেষণ "চলমান শ্মশান!" একদিকে শূদ্রগণকে যেমন ঘৃণিত ভাবে বিচিত্র করা হইয়াছে, অপরদিকে ব্রাহ্মণগণকে ঠিক তদনুরূপ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোক সমুদয় গুণ কর্ম্ম মাহাত্ম্য চিবাইয়া খাইয়া দাম্ভিকতার চরম পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যথা :—

দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥৩২

অষ্টম অধ্যায়—পরাশর সংহিতা।

অর্থাৎ "দুঃশীল (দুশ্চরিত্র) হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সর্ব্বরূপে জিতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হইবে না। কারণ বল দেখি, কে দুষ্ট দূষিত শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়?" এইরূপ শ্লোক হইতেই বোধ হয় নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্য রচিত হইয়া থাকিবে যে,—

"চাষা কারী বামুন শূদ্রের জনা।"

কারণ গর্ব্বের এই খানেই শেষ নয়, পরে আরও বলা হইতেছে—

ক্রীড়ার্থং মায়া যদ্‌বাক্যং স ধর্ম্ম পরমঃ স্মৃতঃ॥৩৩ ঐ

"ব্রাহ্মণগণ ক্রীড়া বা খেলাচ্ছলে কিম্বা পরিহাসচ্ছলেও যদি কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

পাঠকগণ! দেখিবেন, কিরূপভাবে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম—মহা সাম্যবাদ সাংহিতিক যুগের যুগাচার্য্য স্মার্ত্তচূড়ামণিগণের পাল্লায় পড়িয়া কিরূপ পূতিগন্ধময় ঘৃণোদ্দীপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংহিতাকাররূপী রাক্ষসগণের হিংসার কবলে পড়িয়া ধর্ম্ম হজম হইয়া গিয়াছে,—বিনষ্ট

হইয়াছে। ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে? ধর্ম্ম নাই আছে উহার বাহ্য আবরণ খোসা ভুষি, বাহিরের চটক। বৈদিক ও বেদান্ত ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে। আছে মাত্র স্মৃতির ধর্ম্ম। তাহা আবার যোগ তপস্যা যাগ যজ্ঞে পূজার্চ্চনায় নাই—আছে কেবল রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িতে—শুদ্ধাশুদ্ধ স্পর্শাস্পর্শের বিচারে—ছুঁৎমার্গে! কিন্তু হায়! এ ধর্ম্মও মনু প্রাণ ধরিয়া শূদ্রশয়তানদিগকে দিতে কুণ্ঠিত, নারাজ, অসম্মত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ তিন জাতির সেবার জন্যই যখন মঙ্গলময় ঈশ্বর উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ সেবাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের ধর্ম্ম যে এরূপ হইতে পারে, তাহা জগতে অবিদিত। ইহা ধর্ম্মের নূতন অভিনব সংস্করণ। এমন ধর্ম্মের সংবাদ কোন অবতার, কোন যুগাচার্য্য, কোন ধর্ম্মাচার্য্য পরিজ্ঞাত নহেন। ইহা মহর্ষি মনুর নবাবিষ্কৃত ও পেটেণ্ট করা ধর্ম্ম। তাই শুনুন মনুর [illegible] কণ্ঠ বলিতেছেন—

স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥ ১২২
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥ ১২৩

(দশম অধ্যায়, মনুসংহিতা)

অর্থাৎ "স্বর্গলাভার্থ অথবা স্বর্গ ও নিজ জীবিকা এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক"—এই শব্দ বিশেষণ মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন সে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল।"

মহাপ্রাণ মার্টিন লুথারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের গুরু রোমের পোপ খ্রীষ্টীয় নর নারীগণের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ অর্থাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের মৃত পিতামাতা আত্মীয় স্বজনগণের নিমিত্ত স্বর্গের চাবি খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে পাঠাইতেন— ঠিক সেইরূপই, প্রতারণাময় ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ঋষিগণের নামে সরলপ্রাণ শাস্ত্রজ্ঞানানভিজ্ঞ মূর্খ শূদ্রগণকে স্বর্গে পাঠাইবার প্রলোভন দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নামে—ধর্ম্মের নামে, দেবতার নামে, ঋষিগণের নামে, এমন কি স্বয়ং ভগবানের নামে নিজেরাই দেবতা ঋষি ভগবান্ সাজিয়া গুরুরূপে, দেবতারূপে সেবা পূজা ভোগ নৈবেদ্য অর্থ বিত্ত গ্রহণ করিবার শঠতাপূর্ণ বিধি দান করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্দর্শন কিম্বা ভগবানকে প্রদর্শন করান ত দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ভগবত্তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়াও মানবের আরাধ্যতম ভগবানের একমাত্র প্রাপ্য পূজা অর্চ্চনা সেবা আরাধনা কত নরাধম কুলগুরু গ্রহণ করিতেছে। মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ-গুরুই যে ভগবান,—শিষ্যের একমাত্র আরাধ্য ভব পারের কাণ্ডারী, তাহাই প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য গুরুগীতায়ও কত শ্লোকে চেষ্টা করা হইয়াছে। সামান্য ২।৪টী টাকার লোভে, বার্ষিকের প্রলোভনে কত নরাধম গুরু, নরোত্তম ভগবানের পূজা গ্রহণ করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিতেছে। ক্ষুদ্র নগণ্য সৃষ্ট কীটও নাকি আবার স্রষ্টা হইতে পারে? মানুষও আবার ঈশ্বর হইতে পারে? ক্ষুদ্র নগণ্য ধূলিকণা স্বরূপ—মানুষকীটও নাকি সেই দেবাদিদেব নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর স্রষ্টার পূজা গ্রহণে সাহস করিতে পারে? হায় ব্রাহ্মণ! তোমার কি না পতনই হইয়াছে? তিন জাতিকে ছোট করিয়া একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান পূর্ব্বক সেই পরম দেবতার আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিবার

ভাধৃষ্ট করিতে যাইয়াছি না তোমার আজ এই পরিণাম—এই অধঃপতন ?

হে বঙ্গের শূদ্রসংজ্ঞক আর্য্য সন্তানগণ ! দিব্যধামবাসী দেবনন্দনগণ ! তোমাদের মন হইতে ঘৃণা লজ্জা অপমান লাঞ্ছনা কি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে ? তোমাদের মনুষ্যত্ব কি একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে ? নতুবা কেমন করিয়া আজিও স্মৃতি সংহিতা মনু যাজ্ঞবল্ক্যের পা চাটিয়া পশুর মত কুকুরের মত পড়িয়া আছ ? ধিক্ তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য্যকে, ধিক্ তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও উপাধিকে, ধিক্ তোমাদের কাপুরুষোচিত আন্দোলন আলোচনাকে ? তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে যাইতেছ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পা চাটিয়া, তৈল মাখাইয়া ঘুঁসদিয়া একখানা ব্যবস্থা পত্রের চোতা সংগ্রহ করিয়া কয়দিন হট্টগোল করিতেছ—এবং জন কয়েক টিকিধারী মুণ্ডমালার দাঁত খেঁচুনি দেখিয়াই ভয়ে ডরে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোবরজল খাইয়া মাথা মুণ্ডন ও ঘোল ঢালিয়া আবার যে মুষিক, সেই মুষিকই সাজিতেছ। যদি সাহসেই না কুলায় ত অমন বড় হইবার সাধ কর কেন ? অমন বড় হওয়ার সাধকে শতবার ধিক ! যে শাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ তোমাদিগকে কুক্কুর বিড়াল অপেক্ষাও হীন করিয়া, হেয় অবজ্ঞাত অপদার্থ করিয়া রাখিয়াছে—সেই শাস্ত্রের সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট আবার প্রতিকার প্রার্থনায় গমন কর ? যে শাস্ত্র তোমাদিগকে শয়তান অপেক্ষাও ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে—সেই শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আবার গৌরবান্বিত হও। দেখিলে ত শাস্ত্রকারগণ শূদ্রগণকে কি বলিয়াছেন। তবুও মায়া, তবুও শাস্ত্রানুরাগ,—শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধারের চেষ্টা ! হায়রে বিষ্ণুমায়া !; ফেলে দাও শাস্ত্র ফাস্ত্র স্মৃতি সংহিতা, ফেলে দাও বিধি নিষেধ ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্ত।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া—বচনের শক্তিতে কে কবে বড় হইয়াছে? কোন্ জাতি কোন্ সমাজ কবে উন্নত হইয়াছে? মনঃপ্রাণে আচার ব্যবহারে শূদ্রত্ব পরিহার কর। মুখে বড় বলিলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হইতে অনেক তৈল মসল্লা লাগে। অনেক অর্থ-ব্যয় শরীর ক্ষয় হৃদয়-শোণিত-দান স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ দরকার। স্মৃতি সংহিতা গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দাও। যে শাস্ত্র মানুষকে দেবতা করে না, হিংসাই যাহার মূল মন্ত্র, বিদ্বেষ যাহার পত্রে পত্রে, ভেদ বুদ্ধি যাহার ছত্রে ছত্রে—তাহা কি আবার শাস্ত্র—ধর্ম্মবিধি? শূদ্রকে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদির দাস—সেবক—গোলাম। তোমরা কি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর দাস বলিয়া চিরকালই—চারিযুগই পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে? শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ভগবতীর অংশ কলা মাতৃদেবীকে কি চিরকালই দাসী বলিয়া মন্ত্র পড়িবে? ওরে নির্ব্বোধগণ! মা যাদের দাসী, তারা কি কখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা বড় হইতে পারে? মাতৃদেবীকে যে শাস্ত্র দাসী, পিতৃদেবকে যে শাস্ত্র দাস বলে—ফেলে দাও সেই শাস্ত্র যমুনার জলে! এইটুকু সাহস ও হৃদয় বল লইয়া বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে চাও? শূদ্রত্ব যে হাড়ে হাড়ে রক্তে রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। সাধনার পবিত্র জলে মনের ময়লা, চিত্তের কুসংস্কার, হৃদয়ের অবসাদ ধৌত করিয়া ফেল। সৎশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হও—বেদের শরণ লও, বেদান্ত চর্চ্চায় মনোযোগ দাও। স্মৃতি সংহিতার খোসা ভূসি ফেলিয়া দিয়া বেদের শিক্ষা গ্রহণ কর। অসার স্মৃতি, ভুষা সংহিতা ফেলিয়া দিয়া বেদের ও উপনিষদের সার তত্ত্ব এবং বেদ বেদান্তানুমোদিত সার শাস্ত্র আশ্রয় কর। বেদবেদান্ত গীতা ভাগবতের সহিত যাহার ঐক্য আছে, সামঞ্জস্য সমতা আছে, তাহাও গ্রহণ কর। হউক না যদিও তাহা স্মৃতি সংহিতা পুরাণ তন্ত্র। বেদ-প্রামাণ্য শাস্ত্রই শাস্ত্র এবং বেদ অপ্রামাণ্য শাস্ত্রই

অশাস্ত্র। শুধু হিন্দু শাস্ত্র কেন, বেদের সঙ্গে বাইবেল কোরাণ ধম্মপদ ত্রিপিটকের যে টুকু মিলে, তাহাও গ্রহণ কর।

শুন তবে শূদ্র কথিত দেবাংশগণ! আশায় বুক বাঁধিয়া বৈদিক ধর্ম্ম শ্রবণে অবহিত হও। সংহিতাদি শাস্ত্র তোমাদিগকে হীন নীচ অধম অস্পৃশ্য বলিলেও প্রকৃত পক্ষে তোমরা অধম অস্পৃশ্য হীন নীচ নহ। তোমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের সন্তান। জীব মাত্রেই তাঁহার সন্তান—অংশ। শুধু তুমি আমি ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, দ্বিজ চণ্ডাল, আর্য্য ম্লেচ্ছ, হিন্দু যবন বলিয়া নহে—জীব মাত্রেই—এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সন্তান—অংশ। অবিদ্যা বশে—ভ্রান্তি বশতঃ আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বৈরভাব, বিদ্রোহাচরণ করিতেছি, ঘৃণা অবমাননা আপন পর শত্রু মিত্র বোধ করিতেছি। এক স্নেহময় করুণাময় ভগবানই আমাদের স্রষ্টা জনক জননী পিতামাতা। শুধু ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, শুধু হিন্দু বলিয়া নহে—পৃথিবীর সমুদয় নর নারীই এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর আবদ্ধ। যে গৃহে, যে পরিবারে পুত্র কন্যাগণ, ভাই ভগিনীগণ পরস্পর ভালবাসায় প্রেম প্রণয়ে আবদ্ধ, সে গৃহ কেমন আনন্দময়! সেই গৃহেই গৃহ দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ সতত বিরাজ করেন। আর যে গৃহে পরস্পর ভালবাসা, প্রেম প্রণয় স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ অভিমান গর্ব্ব বিরাজ করে, সে গৃহের গৃহস্বামী পিতা মাতা কত কষ্টই—কত মনোবেদনাই না পাইয়া থাকেন। এই বিরাট বিশ্বে আমরা সকলেই বিশ্বেশ্বর ভগবানের সন্তান, জগজ্জননী ভগবতীর পুত্রকন্যা—এক মানব পরিবারভুক্ত। এখানে কি আমাদের ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ করা কখনও উচিত। যে পরিবারে ভাই ভগিনীগণের মধ্যে পরস্পর

মধুমাখা স্নেহ ভালবাসা নাই, সে পরিবার যে শ্মশান তুল্য ভয়ঙ্কর স্থান! পিতা মাতার কত কষ্টের কারণ। ব্রাহ্মণ! তুমি নীচ আভিজাত্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, অন্ধ হইয়া অন্য ভাইকে হাড়ি ডোম চণ্ডাল বলিয়া, পারিয়া মেঘ পঞ্চম বলিয়া কি দারুণ ঘৃণাই না করিতেছ? কিন্তু একবার তুমি বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করিয়া অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তাহাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ দেখি—যাহাদিগকে তুমি ঘৃণা কর, তাহারা তোমার কে? তাহাদের সঙ্গে তোমার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই না রহিয়াছে? ইহারা যে সকলেই তোমার জগজ্জননী ভগবতীর স্নেহের সন্তান—দয়াল হরির প্রিয়তম পুত্রকন্যা—তোমার বড় আপনার—ভাই ভগিনী আত্মীয় সুহৃৎ! এমন ভাই ভগিনীগণকে যাহারা বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করে—তাহারা পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে। হে সন্তানের জনক জননীগণ! একবার ভাবিয়া দেখ, যদি কেহ তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে অপমান ঘৃণা কি পদ দলন করে, প্রহার করে—আঘাত করে—তবে তোমাদের মনে কি ভাব হয়? আর যিনি তোমাদিগের সন্তানদিগকে আদর ও স্নেহ করেন, তাহাদের প্রতিই বা কিরূপ ভাব জন্মে? পুত্রকন্যাদিগকে ভালবাসিলে পিতামাতার ভালবাসা পাওয়া যায় এবং পুত্র কন্যাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিলে পিতামাতার অসন্তোষ ও বিরাগভাজন হইতে হয়। ইহা বুঝিয়া চণ্ডাল পারিয়া কথিত তাঁহার দীন সন্তানগণের প্রতি, তোমার অভাজন অজ্ঞ অনুন্নত অবজ্ঞাত ভাই ভগিনীগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ কর। ইহারা যে সকলেই তোমারই পরম পিতার স্নেহের সন্তান। ইহাদিগকে ভাল বাসিলে, আদর যত্ন ও সেবা করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—নতুবা তাঁহার দীনার্ত্ত সন্তানগণকে ঘৃণা করিয়া পদতলে দলিত করিয়া চাল কলার নৈবেদ্য লুচি পরমান্নের ভোগ দিয়া নারায়ণের

প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না। (১) পুত্রের নিগ্রহে যে পিতারই নিগ্রহ করা হয়—পুত্রের দেহ যে পিতারই দেহ। পুত্রের নাম যে আত্মজ অঙ্গজ। আত্মাই যে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র ও পিতা কি আবার পৃথক—ভেদ? যেই পুত্র সেই পিতা? মালদহের আম্রবীজ যদি অন্য দেশে রোপণ করা যায়—তবে সে বীজ হইতে আম্র-বৃক্ষই এবং আম্রই জন্মে—কাটাল কিম্বা জাম, আতা বা পেয়ারা জন্মে না। তবে হা, জল বায়ু মাটীর গুণে, যত্নের গুণে আম ছোট বড় বা টক হইতে পারে, এইটুকু মাত্র পার্থক্য। যদি বাস্তবিক ভগবানই আমাদের স্রষ্টা হন—জনক হন—পিতা হন, তবে আমরা কেহই হীন নই, মানুষ বা পশু নহি, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র নই, দ্বিজ বা চণ্ডাল নই। এ গুলিকে আমরাই পৃথক পৃথক ভাবে চিনিবার জন্য ঐরূপ সংজ্ঞা দিয়াছি বা নামকরণ করিয়াছি মাত্র। আর যদি ভগবান্ সৃষ্টি না করিয়া গাধিরাজ নন্দন বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় আর কোন মুনি শূদ্রদের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে ত কোন কথাই নাই। বিশ্বামিত্র বা তৎতুল্য কোন মুনি সৃষ্ট শূদ্র অপেক্ষা ভগবানের সৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই গৌরব করিবার বা বড় বলিবার অধিকার আছে। হিন্দুসমাজ না ক্ষেপিলে ক্ষুদ্র নগণ্য সৃষ্ট পদার্থকে স্রষ্টা ভগবানের আসন দিয়া 'আশু ধান্য সর্ষরি কলার সমস্যা' সমাধান করিতে চেষ্টা করিত না। যাহা হউক, শ্রীভগবানই যে লীলাচ্ছলে জীব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অদ্বৈতবাদী হিন্দুর পক্ষে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। শাস্ত্রকার কি বলেন, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন তাঁহারা যখন কোন কথা

(১) শ্রীকৃষ্ণ জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)
"জগতের পিতা শ্রীকৃষ্ণ এবং মাতা শ্রীরাধিকা।"

কাণে তুলিতে চাহেন না, তখন শাস্ত্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলা যাই-তেছে। ভরসা করি, বিজ্ঞ ধীর দয়ালু পাঠকগণ অবিরত শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ নীরস করার অপরাধে লেখককে কৃপা পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

জীবরূপে ভগবান্‌।

জীব যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, অবিদ্যা ও মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যে মানুষাদি নানাবিধ ইতর যোনি প্রাপ্ত হন—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিতেছেন—

অন্ত্যপক্ষি স্থাবরতাং মনোবাকায় কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রয়াতি জীবোঽয়ং ভব যোনি শতেষু চ॥ ১৩১
৩য় অধ্যায়, যাজ্ঞ সংহিতা।

"এই জীব বস্তুতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহরোগাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম্মজনিত দোষে চণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হন, আর অন্যান্য শত শত জন্মে ও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন।"

পূর্ব্বোক্ত কথা আরও ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তিনি পুনরায় বলিয়াছেন :—

যদাত্তি ভবতো বর্ণৈর্ব্বর্ণয় ত্যাত্মন স্তনুম্।
নানারূপানি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মদাস্তনূঃ॥১৮২ ঐ

"যেমন নট নানাপ্রকার রূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানা বর্ণে বিচিত্র করে, সেইরূপ আত্মা (আত্মারূপী ভগবান্) কর্ম্মফল ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন।"

"সেই অনাদি পরমপুরুষই, শরীর ধারণ দ্বারা আদিমান্ ও কুব্জত্বাদি বিকার সম্পন্ন হন।"

অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপঃ স বিকার উদাহৃতঃ॥১৮৩

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন :—

"হে রাজন্! মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ঋষি ও দেবতারূপ শরীর সকল ভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি সেই সকল পুরে জীবরূপে শয়ন করেন, এই জন্য ইনি পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল শরীরেই হরি তারতম্য ভাবে অবস্থিত। * * * কিন্তু পুরুষ (জীব) দ্বেষিগণকে প্রতিমা, পূজিত হইয়াও ইষ্টফল দান করেন না।" (১)

ভগবান স্বয়ংই স্রষ্টা ও সৃজিত। শ্রীমদ্ভাগবতকার পুনরায় বলিতেছেন :—

"এই প্রভু ঈশ্বর আত্মাই এই বিশ্বরূপে সৃষ্ট হন ও স্রষ্টারূপে সৃষ্টি করেন—পালিত হন ও পালন করেন—লীন হন ও লয় করেন।" (২) আর্য্য ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলা ত দূরের কথা, ভগবান বলিতেছেন—ভূমণ্ডলের যত সৃষ্ট পদার্থ আছে, সকলই আমি। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বত্রই আমি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "একমেব অদ্বিতীয়ং।" জলে আমি স্থলে আমি,—স্বর্গে আমি মর্ত্ত্যে আমি, ঊর্দ্ধে আমি, অধোদেশে আমি, চন্দ্রে আমি, সূর্য্যে

(১) অনুবাদ—সপ্তম স্কন্ধ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়

(২) উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, একাদশ স্কন্ধ; ২৮ অধ্যায়।

আমি, গ্রহে আমি, উপগ্রহে আমি, নক্ষত্রে আমি, উল্কায় আমি। ওরে আমি আমি, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনলে আমি, অনিলে আমি, মেঘে আমি, বিদ্যুতে আমি, আকাশে আমি, পাতালে আমি, গৃহে আমি কান্তারে আমি, বেশ্যালয়ে আমি, দেবালয়ে আমি, পর্ণকুটীরে আমি, অট্টালিকায় আমি। আমি নই কোথায়? আমিই যে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া আছি। ব্রাহ্মণে আমি, চণ্ডালে আমি, রাজায় আমি, ভিখারীতে আমি, আর্য্যে আমি, অনার্য্যে আমি, ম্লেচ্ছে আমি, যবনে আমি, বিষ্ঠায় আমি, চন্দনে আমি, চোরে আমি, সাধুতে আমি। আমিই সব। অন্নে আমি, বস্ত্রে আমি, খাদ্যে আমি, অখাদ্যেও আমি, মানুষে আমি, পশুতে আমি, কীটে আমি ক্রিমিতে আমি, বৃক্ষে আমি লতিকায় আমি, ফুলে আমি ফলে আমি। তথাপি হায় তুমি ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া মরিতেছ। তুমি আপনাকে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, আর্য্য মনে করিয়া অন্যকে আমাকে পদদলিত করিতেছ, আমারই মস্তকে ক্ষুদ্র জীব তুমি পা উঠাইয়া দিতেছ! শূদ্ররূপী শিষ্যরূপী সেবকরূপী আমাকে পাদোদক খাওয়াইয়া স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছ!"

অনেকে অদ্বৈতবাদ শুনিয়া হয় ভ্রম করিয়া বসেন নয় শিহরিয়া উঠেন। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ অদ্বৈত বাদটুকু একেবারে একচেটিয়া করিয়া লইয়া বলিতেছেন, 'আমরাই ভগবান নারায়ণ কলির দেবতা কল্কিঅবতার। গুরুদেব রূপে দাস শূদ্রকে দীক্ষা মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেই, ভয়ানক ভব-সমুদ্র পার করিতেই আমাদের মর্ত্তে আগমন! আমাদের জন্মগ্রহণ নয় অবতীর্ণ হইবার ইহাই একমাত্র কারণ!' ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি বৈরাগী ও বাবাজি মহাশয়গণও একখানি ঠাকুরঘর তুলিয়া ২।৪টী ঠাকুর কিনিয়া বা কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া দিব্য ভবকর্ণধার সাজিয়া লক্ষ

লক্ষ লোককে দীক্ষা শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবীগণ সহ সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ লালসা চরিতার্থ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের অদ্বৈতবাদ হইতেছে—নিজেদের বেলায় নিজেদের লইয়া—অন্যের বেলায় শূদ্রদের বেলায় নহে। শূদ্রদের ত দূরের কথা, সহধর্ম্মিণী ব্রাহ্মণীগণের বেলায় পর্য্যন্ত নহে। কেননা, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের মধ্যে গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণীগণেরও শূদ্রগণের ন্যায় ওঁঙ্কার উচ্চারণে, বেদমন্ত্র পাঠে, শালগ্রামাদি বিগ্রহ পূজায় অনধিকারিণী করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের হাতে যখন কলমরূপী চাবুক ছিল, তখন তাঁহারা যে শূদ্রদের পিঠে নির্ম্মম ভাবে মারিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আর ব্রাহ্মণী-গণের সম্বন্ধে ? সেটা কিছু বিস্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নহে—কারণ তাহারা অবলা নারী জাতি, তা হৌক না কেন মাতা ভগ্নী, স্ত্রী কন্যা ; পুরুষত নয়, নারীত বটে ? ধিক ব্রাহ্মণ তোমাদের ! এইটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ নীচ প্রবৃত্তি লইয়া আবার আর্য্য হইতে সাধ ? প্রণামের দাবী, ভগবান হইবার আকাঙ্ক্ষা ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পরে বলিতেছেন—"যেমন সুবর্ণ সমুদয় সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বেও ছিল পরেও থাকিবে ; তাহা সুন্দর রূপে গঠিত ও নানা নামে (বলয়, অনন্ত, মাকড়ি, সিঁথি—হার,নথ) ব্যবহৃত হইলে ও তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে ; সেইরূপ আমিও এই বিশ্বের হেতুভূত,—পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে অবস্থিত। * * * যে কার্য্য ও প্রকাশিত পদার্থ পূর্ব্বে (-সৃষ্টির পূর্ব্বে) ছিল না, পরেও থাকিবে না,—তাহা মধ্যেও নাই ;—কেবল নাম মাত্র। কারণ, যাহা যাহা অন্যদ্বারা জাত ও প্রকাশিত, তাহা তাহাই হইবে—আমার এই ধারণা। এই যে বিকার সমূহ, (নাম রূপাত্মক জগৎ) ইহা পূর্ব্বে ছিল না ; ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রজোগুণ দ্বারা (ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে) ইহা সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রকাশক ; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মোট দশ ইন্দ্রিয়), তন্মাত্র (রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইহারা পঞ্চ তন্মাত্র); মন ও পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম বা মাটি জল তেজ বায়ু আকাশ) ইত্যাদি (১) নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমুদয় জগৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক তদীয় অংশ ও অঙ্গ হইতেই সৃষ্ট জাত ও প্রকাশিত। তিনি সমুদয় জীব-জগতের জন্মদাতা জনক পিতা। তিনি জগতের, প্রতি জীব জন্তুর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার অন্তরে বাহিরে ও মধ্যে বিরাজমান আছেন। সুতরাং জগতের প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর যোগ সম্বন্ধ জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা আছে। আমরা তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিলেও আছে। এই বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞান লাভই মুক্তি—নির্ব্বাণ। মহাকাশে ঘটাকাশ লয়,— মহাসাগরে জল বিম্বের লয়। এক মহাকাশের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ঘটাকাশ ঘটের বাহিরেও আকাশ ভিতরেও আকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া দাও—ঘটাকাশ মহাকাশে ডুবিয়া লয় হইয়া যাইবে। একই আকাশ ভিতরে (ঘটের

(১) অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্বাত্মক যে এই দেহ ; ইহা ভগবান হইতেই উদ্ভূত সৃষ্ট ও জাত। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরবয়ব ও উপাধি-বিহীন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য তিনি সগুণ, সোপাধি ও অবয়বধারী। ব্রহ্ম রজঃগুণে সৃষ্টি সত্বগুণে পালন ও তমঃ গুণে সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। দর্শন শাস্ত্র মতে এই ত্রিগুণ গুণ পদার্থ কিন্তু সাঙ্খ্যাচার্য্যের মতে সত্ব রজঃ ও তমোগুণ সূক্ষ্ম পদার্থ বা মহা অণু। এই তিন জাতীয় মহা অণুর নানাভাবে সংযোগ বিয়োগ হেতু ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে মহত্তত্ব (বুদ্ধি), অহঙ্কার, সূক্ষ্ম তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভিতরে) ও বাহিরে। ঘটের মাটির আবরণই উহাকে মহাকাশ হইতে পৃথক করিয়াছে—পৃথক ঘটাকাশ নাম দিয়াছে। আবরণ—আচ্ছাদন টুকু ভাঙ্গিয়া দিলেই এক হইয়া যায়। বহু ঘটত্ব এক মহাকাশত্বে বহুত্ব এক মহান্ একত্বে, শান্ত মহা অনন্তে,খণ্ড মহা অখণ্ডে, রূপ অরূপে মিলিয়া যায়। দ্বন্দ্ব শুধু বাহিরের; ঘট লইয়া, আবরণ লইয়া—খোসা লইয়া। পাখী যেমন ঘটনাচক্রে মানুষের হাতে পড়িয়া কখন স্বর্ণ পিঞ্জরে কখন লৌহ-পিঞ্জরে কখন বা বাঁশ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়ব বিশিষ্ট পিঞ্জরে আবদ্ধ হয় এবং সময়মত খাঁচা ভাঙ্গিয়া এক দৌড়ে দূর বৃক্ষস্থিত পিতা-মাতার নিকট আপনার বাসায় ছুটিয়া পলায়;—জীব ভগবান সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ উপমা প্রয়োগ করা যাইতে পারে! আত্মারূপী ভগবান-পাখী ভগবদিচ্ছাশক্তি প্রভাবে মানুষ পশু পক্ষী ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি মনুষ্য কথিত কতকগুলি জীব দেহরূপ বিভিন্ন জাতীয় পিঞ্জরে বাসনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং নিয়মিত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে আবার এক দৌড়ে আনন্দময় স্ব আবাসে ছুটিয়া গিয়া থাকে। ভিতরে সেই একই পাখী, তফাৎ কেবল বিভিন্ন আকৃতির খাঁচা লইয়া—পিঞ্জর লইয়া। খাঁচার, বরং সোণা লোহা বাঁশ কাঠের ভেদ আছে; কিন্তু বিভিন্ন জীব-দেহ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই। সমুদয় চৈতন্যশালী প্রাণীর দেহ কিন্তু এক উপাদানে—ঐ ২৪শতি তত্ত্বে নির্ম্মিত। উহাতে মনুষ্য পশু পক্ষী ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোন পার্থক্য নাই; আর ভিতরের সকলেরই সেই একই আত্মা—ভগবদংশ। আত্মাতে লিঙ্গ বয়স জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের একই উপাদান; একই জাতীয় পিঞ্জর। পিঞ্জরের তফাৎ মানুষে পশুতে—পক্ষীতে কীটেতে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। একজন লোক যেমন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইল। প্রথম তাহাকে থানায়

আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, পরে বিচার অনুযায়ী তাহার ক্রমে সব-ডিভিসনের জেল—জেলার কারাগার ও কলিকাতা আলিপুরের জেল হইয়া কিছুদিন তথায়, আবদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মদেশের পঞ্জাবের বা একেবারে আণ্ডামান দ্বীপের জেলে তাহাকে পাঠান হইল। সেখানে নিয়মিত ২০ বৎসর অবস্থান করার পর সে মুক্ত হইয়া দেশে আপন বাটীতে পিতামাতার নিকট আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। জীবদেহ ও আত্মারূপী ভগবান সম্বন্ধে ইহা দ্বারা একটু বুঝিবার সুবিধা হইতেছে। ভগবানরূপী আত্মা যেন দণ্ডিত কয়েদী; থানা—সবডিভিসন, জেলা আলিপুর ও আণ্ডামানের কারাগারগুলি যেন এক একটি জীব দেহ। কোনটী মানুষ, কোনটী পশু, পক্ষী কোনটী কৃমি কীট, কোনটী স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা ইত্যাদি জেল বিভিন্ন বটে—উহাদের আকৃতিও বিভিন্ন বটে; কিন্তু ভিতরে সেই একই লোক একই কয়েদী। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব আরও একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। যেমন বালিস! লাল নীল সাদা কাল ডোরা ডুরি খোলের জন্য বালিসেরও ঐ রূপ সাদা বালিস; কাল বালিস; লাল বালিস প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে মাত্র। নতুবা ভিতরে সকলেরই এক সাদা শিমুল তুলা। তফাৎ কেবল বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রংএর খোল লইয়া। খোল ও এক সুতারই নির্ম্মিত; তবে লাল নীল সবুজ রংএর রঞ্জিত হইয়া উহারও নাম পৃথক্ হইয়াছে। ভগবানও ঐরূপ—তিনি যেন ভিতরস্থ শিমুল তুলা আর বিভিন্ন জীব দেহ যেন বিভিন্ন আকৃতির; বিভিন্ন রংএর খোল। একটা খোল পুরাতন জীর্ণ হইয়া ফাঁসিয়া বা ছিঁড়িয়া গেলে গৃহস্থ যেমন উহার তুলা লইয়া আর একটা খোলে ভরিয়া অন্য একটা বালিস তৈয়ার করে, সেইরূপ, আত্মারূপী ভগবানও এক জীর্ণ দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক আর এক নূতন দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য একটি

জীব নাম ধারণ করেন। পূর্ণ ভগবান যেন শিমুল গাছ—আর অংশরূপী আত্মা যেন শিমুল তুলা। বলা বাহুল্য, এসব উপমা দ্বারা জীব ও ভগবান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে মাত্র। জীব যে ভগবানেরই অংশ এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে আত্মা রূপী ভগবানের অংশ বিরাজমান আছে, ইহাই বুঝাইবার জন্য আমার এই চেষ্টা।

"ধর্ম্মেরও প্রথম ও প্রধান শিক্ষা এই যে, আত্মা এক এবং আমাদের বহুত্ব জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার অংশ এবং সেই একেতেই চির প্রতিষ্ঠিত। আত্মা এক এবং পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা সকল সেই একই আত্মার অংশ বা অংশুমালা; সুতরাং তাহারা সর্ব্ব সাকল্যে এক। গীতা বলিতেছেন :—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

(১৩শ অধ্যায়)

"এক সূর্য্য প্রকাশয়ে সকল ভুবন।
ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন ॥"

বেদান্ত বলিতেছেন :—

একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ :

(শ্বেতাশ্ব ৬, ১১)

"এক অদ্বিতীয় দেব বিশ্ব প্রাণ।
সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান ॥

সর্ব্বব্যাপী তিনি আত্মা সবাকার।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতে স্থিতি তাঁর ॥
সাক্ষী তিনি সকলের চেতন কারণ।
কেবল, নির্গুণ তিনি জগত জীবন ॥"
"যেমতি মেঘের এক সুনির্ম্মল বারি।
ভিন্ন দেশে পড়ি হয় ভিন্ন রসাধারা,
তেমতি অদ্বৈত এক-রূপ নির্ব্বিকার

*　　*　　*　　*

হইয়াছে গুণ ভেদে ভিন্নরূপ ধারী ॥"
স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু সূক্ষ্ম নিরাকার।
সপ্তলোকাশ্রয় একা তুমি নারায়ণ ॥"

(ধর্ম্ম প্রচারক—শ্রাবণ, ১৩২০)

"এক সূর্য্য স্বপ্রভায় ভাস্বর হইয়া জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক খণ্ড প্রতিভাসিত করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীরবেষ্টিত সহস্র উদ্যান যেরূপ একই সূর্য্যের তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হয় (ঐ তাপ ও আলোক একই সূর্য্যের অংশ) সেইরূপ জড় প্রকৃতির প্রাচীরে পরিবেষ্টিত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহবদ্ধ জীবাত্মা সকল পরমাত্মারূপ একই সূর্য্যের অংশুমালা একই মহাপাবনের বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ, একই অদ্বয় আত্মার অংশ (কিন্তু) যতদিন না আমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হই, ততদিন আমরা এই গুহ্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিব না।" আর একটী উপমা দেওয়া যাউক—

ভগবান্ যেন এক বিস্তৃত অসীম জলাশয়, আর আত্মা যেন তন্মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থ জল আর দেহ যেন ঐ জল মধ্যস্থ ও জলপূর্ণ ঘট। জলাশয়ের জল ও ঘটস্থ জল একই কিন্তু ঘটের আবরণে উহা পৃথক বোধ হইতেছে।

ঘট ভাঙ্গিয়া দাও, ঘট মধ্যস্থ জলাশয়ের জল জলাশয়ে মিশিয়া লয়—এক হইয়া যাইবে।

"একই আত্মা সর্ব্বজীবে ও সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যুত আছেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সুতরাং সর্ব্বভূতই এই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ।"

বস্তুতঃ ভগবান কি মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ দেখিতে পারেন ? তাঁহার চক্ষে যে সবই সমান। তিনি যে সকলের অন্তরে বাহিরে সমান ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ঐ যে তিনি গীতায় বলিতেছেন ঃ—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

(ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায় ;)

"হে গুড়াকেশ ! পরমাত্মা স্বরূপে আমি সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিতি করি। এবং আমিই সমস্ত ভূতের আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সংহার কারণ। ফলতঃ ভূত সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণই আমি !"

তৎপরে তিনি আপনাকে সূর্য্য চন্দ্র পর্ব্বত গো অশ্ব পক্ষী সর্প প্রভৃতি সর্ব্বময় বলিয়া শেষে আবার ঘোষণা করিতেছেন ঃ—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন !
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরং ॥

"সর্ব্বভূতে যাহা বীজের স্বরূপ
আমি সে অর্জ্জুন তাই
চরাচর মাঝে আমারে ছাড়িয়া
কভু কোথা কিছু নাই ॥"

পুনঃ পুনঃ ভগবান এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
"বিনাশী সকলি এই বিশ্ব চরাচরে।
অবিনাশী তার মাঝে কেবল ঈশ্বর ॥
তাঁরে যেই হেরে সর্ব্বভূতের অন্তরে।
তাঁরি সেই দেখা, দেখা, শুন অতঃপর ॥"
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং ॥

"পরমেশ্বর সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন, লোকে ইহা অবলোকন করিয়া আত্মার দ্বারা আর আত্মার (আত্মরূপী ভগবানের) হিংসা করেন না এবং তজ্জন্য পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ২৮

যদা ভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

(গীতা, ১৩শ অঃ)

"যখন পৃথক ভূত এক দৃষ্ট হয়।
একেরই বিস্তার সব জানেন নিশ্চয় ॥
তাঁহার দেখাই দেখা, সত্যজ্ঞান তাঁর।
ব্রহ্মপদ লাভ হয় তখন তাঁহার ॥

গীতায় পুনরায় বলিতেছেন :—

বহিরন্তশ্চ ভুতানামাচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচতৎ ॥ ১৫

১৩শ অধ্যায়।

"তিনি (শ্রীভগবান্) চরাচর সর্ব্বভূতের বহির্ভাগ ও অন্তরে স্থিতি করিতেছেন, আর সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত তিনি বিজ্ঞেয় নহেন, তিনি অতি দূরবর্ত্তী অথচ সন্নিকটে আছেন।"

হায়! আমরা সর্ব্বভূতে অবস্থিত শ্রীভগবানকে ম্লেচ্ছ শূদ্র চণ্ডাল শ্বপচ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া দিন দিন কি সর্ব্বনাশের পথেই না চলিয়াছি? আমাদের কি মোহ ভাঙ্গিবে না? পাছে তাঁহার লীলা-সহায়ক জীবকে লোকে ঘৃণা করে, এই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "আমিই জীব আমিই বিশ্ব, জীবেতে আর আমাতে কোন পার্থক্য নাই—আমি যে অনন্ত, আমিই যে এ বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছি—আমারই মধ্যে যে সকলে রহিয়াছে—সুতরাং বিশ্বকে বা জীবকে ভাল বাসিলে আমাকেই ভালবাসা হয় এবং জীবকে ঘৃণা করিলে আমাকেই ঘৃণা করা হয়।" কিন্তু আমরা এই ভগবদ্বাক্য শুনিতে প্রস্তুত আছি কি? আমরা ইহা বিশ্বাস করি কি? এই বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্তই ত তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই সব কথা বলিয়াছেন।

ফলতঃ সকলকেই যে সমান চক্ষে দর্শন করা উচিত—কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড়, এরূপ বৈষম্য ভাব হৃদয়ে স্থান না দেওয়াই যে কর্ত্তব্য এবং জগতের যাবতীয় মহাপুরুষ ও জ্ঞানিগণ যে সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়াছেন ও দেখিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়! পণ্ডিত জ্ঞানী মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ধরাধামে কীর্ত্তি মন্দির স্থাপন করতঃ অন্তে অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন—আমাদেরও কি সেই পথ অবলম্বন করা ও তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে? আমরা কি জ্ঞানিগণের সত্য-

পথ পরিত্যাগ করিয়া অশাস্ত্রীয় ঘোর নরকের পথে-যাইবার জন্য সকলে দলবদ্ধ হইব ? মানুষকে ঘৃণা করিয়া—অপরকে আপনাপেক্ষা নীচ বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বত্র ছোট বড়, এই ঘোর বৈষম্য অবলোকন করিয়া কোনও মানব সন্তান জগতের সম্মানার্হ হইয়াছেন—বা পরম জ্ঞানী বলিয়া পৃথিবীর চক্ষে পরিচিত হইয়াছেন—এমন কথাত কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই বা কল্পনা করিতে পারেন না। আর্য্য শাস্ত্রেত জ্ঞানী ও পণ্ডিতের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে !

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ ॥'

যিনি সব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখেন, শুধু দেশবাসী নহে যিনি পৃথিবীবাসী নরনারীকে আপনার প্রিয় মনে করিয়া সকলকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করেন—তিনিই পণ্ডিত, তিনিই জ্ঞানী। যিনি সর্ব্বভূতকে ঘৃণা করেন তিনি পণ্ডিত নহেন—তিনি মহামূর্খ মহা অজ্ঞান, তাঁহাকে নরক-রাজ্যের ভাগ্যহীন ক্ষমার্হ প্রজা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি। জ্ঞানীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম' দর্শিনঃ" ॥১৮

গীতা, ৫ম অধ্যায়।

"জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কাহাকেও ছোট বড় দেখেন না বা কাহাকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না।"

এইরূপ কথা আর্য্যশাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বিশেষতঃ স্থানাভাব। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ শুধু

উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই অপিচ স্পষ্টতঃ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান ও সমদৃষ্টি ব্যতীত পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রিয় মনুসংহিতার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। মহাভারতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি শ্লোক নিবদ্ধ আছে। বেদান্ত বা উপনিষদেও প্রমাণের অভাব নাই। তবু ও মনুর উক্তি যাঁহারা সবিশেষ বিশ্বাস করেন তাঁহাদের জন্য মনুসংহিতা উদ্ধৃত হইতেছে। যখন সর্ব্বশাস্ত্রকারগণই একযোগে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন তখন মনুও বাধ্য হইয়া বলিতেছেন :—

"সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তি মুত্তমেষ্বধমেষু চ ॥ ৬৫
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্ম কারণম্ ॥ ৬৬

মনু, ষষ্ঠ অধ্যায়।

"যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্য্যামিত্ব নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং কি উত্তম কি অধম সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিবে। যে কোন আশ্রমের আশ্রমীই আশ্রম বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দূষিত হইলেও "সর্ব্বভূতে সমদর্শী" হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিবে।"

সকলকে সমান চক্ষে দেখিলে শুধু মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ হয় এমন নহে পরন্তু ইহার উপর ব্রহ্মত্ব লাভ পর্য্যন্ত নির্ভর করে। মনু দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমঃ পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্য মধিগচ্ছতি ॥৯১

"আত্মযাজী সমুদয় ভূতে আত্মাকে (আত্মারূপী ব্রহ্মকে) সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।"

এই প্রকারে বেদান্তের সারভূত মহান্ সত্য "সর্ব্বজীবে ভাল বাসা জীবব্রহ্মে অভেদ অনুভূতি" সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে গ্রন্থের উপসংহারে চরম শ্লোকে প্রাণ খুলিয়া—হৃদয় ভরিয়া বলিতেছেন। সত্যের বিমল আভায় বৈষম্য বাদের ঘনীভূত তমসা বিলীন ও হৃদয় দ্বার উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে—সরলতা মনঃমুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি উপসংহারে বলিতেছেন:—

"এব সর্ব্বানি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥১২৪
এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
ন সর্ব্বসমতা মেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্ ॥ ১২৫

দ্বাদশ অধ্যায়, মনুসংহিতা ; উপসংহার।

"এই পরমাত্মারূপী ব্রহ্মই পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া বৃদ্ধি ও নাশদ্বারা চক্রবৎ এই সংসার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এইরূপে যিনি আত্মাদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ ব্রহ্মলাভ করেন।"

এটী নিশ্চয় যে মানুষ সাধনার পথে যতই অগ্রসর হয়—যতই ভগবানকে আপনার বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে থাকে ততই সমুদয় বস্তুর ভিতর তাঁহাকে ও তাঁহার ভিতর সমুদয় বস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষ এই সাধনা ও প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হয়, তখনই এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যেযে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে প্রেমিক সাধকের দৃষ্টিতে সে সব সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না

ভগবান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্ব্বভূতই তাহাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। হরিকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া প্রেমিক ও জ্ঞানীব্যক্তির সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তিপ্রয়োগ করা উচিৎ। ঐ শুনুন শাস্ত্রকার উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিতেছেন :—

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।

কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূত ময়ং হরিং॥ প্রহ্লাদ বাক্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীংচ
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরে শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী নক্ষত্রাদি ভূতগণ (প্রাণী সকল) দিকসকল নদী সাগর যাহা কিছু দৃষ্টপদার্থ সমস্ত ভগবান হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে। শুধু প্রণাম নহে সর্ব্বভূতে সর্ব্ব পদার্থে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের বিকাশ প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া নানা প্রকারে সম্বর্দ্ধনা ও সকলের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

* * * * স্থূণায়াং ধ্রুবায়াং শ্রিয়ৈ। হিরণ্যকেশ্যৈ বনস্পতিভ্যশ্চ॥ ৯॥ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্দ্বারে মৃত্যবে চ॥ ১০॥ উদধানে বরুণায়॥ ১১॥ বিষ্ণব ইত্যুলুখলে॥ ১২॥ মরুদ্ভ্য ইতি দৃষদি॥ ১২॥ উপরিশরণে বৈশ্রবণায় রাজ্ঞে ভূতেভ্যশ্চ॥ ১৪॥ ইন্দ্রায়েন্দ্র পুরুষেভ্য ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে॥ ১৫॥ যমায় যম পুরুষেভ্য ইতি দক্ষিণার্দ্ধে॥ ১৬॥ বরুণায় বরুণ পুরুষেভ্য ইতি পশ্চার্দ্ধে॥ ১৭॥ সোমায় সোমপুরুষেভ্য ইত্যুত্তরার্দ্ধে॥ ১৮॥ ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য

ইতিমধ্যে ॥ ১৯ ॥ ঊর্দ্ধমাকাশায় ॥ ২০ ॥ দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতি স্থণ্ডিলে ॥ ২১ ॥ নক্তঞ্চরেভ্য ইতি নক্তম্ ॥ ২২ ॥

গৃহধারক সকর্ণ স্তম্ভে শ্রীহিরণ্যকশী বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের, গৃহদ্বারে মৃত্যুর, জলাধারে বরুণের, উলূখলে বিষ্ণুর, শিলাতে মরুদ্গণের, অট্টালিকার উপরে রাজা বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র পুরুষদিগের; দক্ষিণ ভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিম ভাগে বরুণ ও বরুণ পুরুষ দিগের, উত্তর ভাগে সোম ও সোম পুরুষ দিগের, মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম পুরুষদিগের, ঊর্দ্ধে আকাশের, স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূতগণের, রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশ্যে বলি দিবে।

সাধক ও ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন ঃ—

জলে হরি স্থলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি।
অনল অনিলে হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল ॥

শ্রীভগবান তদীয় প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

আদরঃ পরিচর্য্যায়ং সর্ব্বাঙ্গৈরভি বন্দনং
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত।

আমার পরিচর্য্যায় আদর, সমুদয় অঙ্গদ্বারা আমার অভিনন্দন আমার ভক্তদিগের বিশেষ ভাবে পূজা ও সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা ভক্তিলাভের উপায়।”

ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম ভাগবত ঋষভনন্দন হরি উত্তম ভক্তের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেনঃ—

ন যস্ত স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনিবা ভিদা
সর্ব্বভূত সমঃ” শান্ত “সবৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ একাদশস্কন্ধ।

"যাহার আত্মপর ভেদ নাই, ধনৈশ্বর্য্যে আমার এবং পরকীয় বলিয়া ভেদ জ্ঞান নাই যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযত করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভক্ত।"

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

একাদশস্কন্ধ।

"যিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য দেখিতে পান এবং সমুদয় পদার্থ ভগবানে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান তিনি উত্তম ভক্ত।"
আরও বলিতেছেন :—

ন যস্য জন্ম কর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়াঃ॥

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম এবং জাতি উপলক্ষ করিয়া যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি হয় না, তিনি হরির প্রিয় এবং উত্তম ভক্ত।"

তিনি আরও বলিতেছেন:—

ময়ি নিবদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাং
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

"যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎ পতীকে বশীভূত করেন; সেইরূপ "সমদর্শী সাধুগণ" আমাতে হৃদয় বাঁধিয়া আমাকে বশ করেন।"

সাধ্বনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শনাঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

"সাধুপুরুষগণ কিছুরই অপেক্ষা করেন না; তাঁহারা আমাগত চিত্ত, প্রণতঃ, "সমদর্শন," নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ।"

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

গীতা।

"যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য—যাহার কাহারও প্রতি কোনরূপ হিংসার ভাব নাই * * * * * এমন যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।"

পিতা পুত্রে ভ্রাতা ভগিনীতে স্বামী স্ত্রীতে যে সম্বন্ধ ও অনুরাগ যে প্রীতি ও ভালবাসা ইহার কারণ ও মূলও হইতেছে ব্রহ্মের একাত্ম ভাব। ভগবানের অংশরূপী আত্মার সম্বন্ধেই পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ। নতুবা কোন সম্বন্ধ নাই। যেহেতু আত্মারূপী ভগবান পরিত্যক্ত মৃত দেহের প্রতি, —মৃতস্ত্রী পুত্র স্বামীর প্রতি কেহ কোন প্রকার প্রীতি বা ভালবাসা প্রকাশ করে না। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীকে এই কথাই বলিতেছেঃ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি;

বৃহদারণ্যক। ২অঃ। ৪ ব্রা।

"হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভাল বাসে না, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।

ঐ বৃহদারণ্যক। ২অঃ। ৪ ব্রা।

"হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্নীর অন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয় হয়।" এবং শুধু পত্নী পতি বলিয়া নহে, শুধু মাতা পুত্র বলিয়া নহে, বিশ্বের সমুদয় বস্তুর সহিতই সমুদয়ের যোগ আছে! কেননা বিশ্বাত্মা ভগবান সকলের মূল।

ভগবান্ আর কি ভাবে জীবের সহিত আছেন ! যেমন—

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ং
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥

সেই বিজ্ঞান আনন্দময় ব্রহ্ম দুগ্ধ মধ্যে নবনীতের মত বা ননীতে ঘৃতের মত অতি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তঃকরণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বাত্মা ভগবান দ্বারা সমাচ্ছন্ন জানিয়া মায়া পাশ ছিন্ন করিবে।

স্কন্দোপনিষৎ বলিতেছেন :—

জীবঃ শিবঃ শিবোঃ জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ ॥ ৬
এবং বদ্ধস্তথা জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ।
পাশ বদ্ধস্তথা জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৭
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোহহম্ভাবেন পূজয়েৎ ॥ ১০

জীবই শিব এবং শিবই জীব। জীব যখন জীবভাব নির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন তখনই তিনি শিব। যেমন তুষ বদ্ধ অবস্থার নাম ব্রীহি বা ধান্য আর তুষ মুক্ত অবস্থার নাম তণ্ডুল বা চউল। বস্তু একই কেবল বদ্ধ মুক্ত অবস্থা ভেদে—আবৃত ও আবরণ হীন অবস্থা ভেদে ভিন্ন বোধ হয়—ভিন্ন নাম হয়।

এইরূপ কর্ম্মবদ্ধ অবস্থার নাম 'জীব' এবং কর্ম্মনাশ ঘটিলে নাম হয় সদাশিব। অষ্টপাশ বদ্ধ শিবই জীব এবং পাশমুক্ত জীবই শিব। দেহই

দেবালয়, এই দেবালয়ে জীবরূপ শিব সদা বিরাজমান। অজ্ঞান রূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোঽহং ভাবে—আমিই সেই ব্রহ্ম এই ভাবে জীব রূপ শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকার আরও বলিয়াছেন :—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিনম্।

"ভগবানের অংশরূপী দেহী পরমাত্মাকে (জীবকে) দেহে পূজা করিবে।"

ফলতঃ দেহ যদি ব্রহ্মপুর হয়—দেবালয় হয়, দেহই যদি মন্দির হয় তবে ইহার অবমাননায় কি ইহার অধিস্বামী ভগবানেরই অবমাননা করা হয় না?

কিন্তু মহাত্মা সেণ্ট পল ও বলিয়াছেন :—

"Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are

অর্থাৎ তোমরা কি জাননা যে তোমরাই—তোমাদের দেহই শ্রীভগবানের মন্দির এবং সেই মন্দিরে তাঁহার অংশ—পরমাত্মা—চৈতন্য শক্তি বাস করেন। যদি কোন গর্ব্বিত পামর সেই মন্দিরের অবমাননা করে ভগবান্ তাহার পাপ মস্তক চূর্ণীকৃত করিবেন। কারণ ভগবানের অধিবাস মন্দির অতিশয় পবিত্র—এবং সে মন্দিরও আর কোথায় নহে, তোমরাই—তোমাদের দেহই।

আমাদের জীব দেহপুরীর তিনিই পুরস্বামী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন :—

মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ গীতা ১.৫

"জীবের যে জীবাত্মা তাহা ভগবানেরই অংশ।" পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ। ঐ ১০।২০

হে অর্জ্জুন ! সকল ভূতের অন্তরস্থিত আত্মা আমিই।"

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত। ঐ ১৩।২

"হে অর্জ্জুন সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।" ভক্তি শাস্ত্রের আকর শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে :—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মান ন্।

ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩।২৯।২৯

"এই সকল ভূতকে (প্রাণীকে) বহু মান সহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে, ভগবান, ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।"

ভগবানই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্যত্রও দেখিতে পাই—

উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥১৩।২২

"এই দেহে পরমপুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন, তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা ও ভোক্তা।"

জীব ব্রহ্মাংশ। ব্রহ্ম যেন অগ্নি জীব বিস্ফুলিঙ্গ। বেদান্ত বলিতেছেন—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

—মুণ্ডক ২।১।১

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান্) হইতেই বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বানি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—২।১।২০

"যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা ভগবান হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত—প্রাণী—নির্গত হয়।

শুধু যে ব্রহ্মের অংশই, আত্মারূপে, জীব-দেহ-পুরে বাস করিতেছেন এমন নহে—সেই ব্রহ্ম স্বয়ং ও অন্তর্য্যামী রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন :—

"হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্টিতম্।" গীত ১৩।১৭

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" ঐ ১৫।১৫

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ঐ ১৮।৬১

"ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ; সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ; ঈশ্বর সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজিত। ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবগণের স্মৃতি শাস্ত্র—কণ্ঠের হার। "জীব ভগবানের অংশ" শুনিয়া ত আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ চমকিয়া উঠেন ! সেই শাস্ত্র বলিতেছেন :—

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষ কো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ॥

"আমি ভগবান্ শ্রীহরির অংশ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার দাস, আমি নিয়ত তাঁহার কৃপা প্রার্থী ;—এইরূপে আত্ম সমর্পণ করিবে।"

এইত জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ নানা শাস্ত্র হইতে প্রদর্শিত হইল। পাঠকগণ দেখুন—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন পার্থক্য আছে কিনা ? ক্ষত্রিয় রাজগণ গায়ের জোরে আইন করিয়া শূদ্র বৈশ্য প্রজাগণকে শাসন করিয়াছেন। উহা কথন ধর্ম্মবিধি বা শাস্ত্রবিধি হইতে পারে না। উহা প্রজা শাসনের রাজ আইন, ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা কুশল মস্তিষ্ক প্রসূত রাজবিধি, রাজোচিত অত্যাচার মাত্র! কিন্তু আমাদের সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ উহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া সনাতন ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। প্রথমে যে অত্যাচার মূলক শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়াছি—উহাই সেই রাজ আইন। নতুবা প্রাচীন যুগের আর্য্য ঋষিগণ যে ঐরূপ বিধি ধর্ম্ম বিধি বলিয়া প্রচার করিতেন তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

যাঁহারা পশু পক্ষী তরু গুল্ম জল স্থল অন্তরীক্ষ ভূতল সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পাপী পুণ্যবান সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন, যাঁহাদের অহিংসা দ্বেষবিরহিত বিশাল হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রভাবে ঋষির আশ্রমে মার্জ্জার মূষিক, অহি নকুল, মেষ শার্দ্দূল, সিংহ মৃগ একত্র আহার বিহার পান ক্রীড়া সম্পাদন করিত, যাঁহারা নির্জ্জনে গহনবনে কোটীকল্প আরাধনা করিয়া "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" "জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ" এই মহান্ সত্য, 'জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে' এই মহান্ তত্ত্ব স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় সমগ্র জগতে ছড়াইয়া ও ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা যে তুমি শূদ্র আমি ব্রাহ্মণ, তুমি নীচ আমি উচ্চ, তুমি ক্ষুদ্র, আমি

মহান্, তুমি ম্লেচ্ছ আমি আর্য্য, এইরূপ হীন পূতিগন্ধময় স্বার্থপর ভাব হৃদয়ে স্থান দিতেন বা পোষণ করিতেন, তাহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শূদ্রকে অধিকার দানে বঞ্চিত করা ত দূরের কথা, যাঁহারা সমভাবে আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একসঙ্গে একতারে, বিশ্বের সমগ্র জনমণ্ডলীকে আশ্বস্থ করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের অধিকারী, তখন তাঁহারা কখনও স্বার্থপর হীন হইতে পারেন না।

শূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার।

শূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে কি না, আমরা অতঃপর তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মানব মাত্রেরই শালগ্রামশিলা পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কেননা, ভক্ত হিন্দুর বিশ্বাস, শালগ্রামে শ্রীহরির নিত্য অধিষ্ঠান এবং শালগ্রাম পূজায় শ্রীহরি নিত্য প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে এই শালগ্রাম পূজায় শূদ্রনামধেয় কল্পিত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সন্তান কেন বঞ্চিত হইবে? যাহা ধর্ম্ম, যাহাতে দেহ মন আত্মার উন্নতি ও ঊর্দ্ধগতি হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। শূদ্র-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ গায়ের জোরে "অধিকার নাই" বলিলে এই বিংশ শতাব্দীতে —এই স্কুল কলেজ জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনার যুগে লোকে তাহা শুনিবে কেন,—মানিতে চাহিবে কেন? ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের ক্রীড়নক স্বরূপ শূদ্র প্রজাপীড়ক ক্ষত্রিয় রাজগণের আমলেই ঐ সব "অধিকার অনধিকারের" ব্যাখ্যা শোভা পাইত। এখন উহা বলিতে গেলে বাতুল বলিবে মাত্র। পাঠকগণ! শ্রবণ করুন,—ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ শাস্ত্রের নামে কি জঘন্য কথা লিখিয়া রাখিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সন্তানকে শালগ্রাম পূজা হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজেরা পূজা করতঃ, দক্ষিণাদি গ্রহণের দিব্য সুযোগ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শুনুন তাঁহাদের ফাঁকি দিবার শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রী-শূদ্র কর সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥

ভগবান বলিতেছেন—

"শুচি বা অশুচি ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী, স্ত্রী বা শূদ্রের হস্ত স্পর্শ আমার পক্ষে বজ্র অপেক্ষাও অত্যন্ত দুঃখদায়ক।" অর্থাৎ মদ্যপায়ী গঞ্জিকাসেবী, ঝি-রূপিনী বেশ্যা রক্ষক হোটেলওয়ালাই হউক আর ৪।৫ টাকা বেতন ভোগী বস্তুয়া পাচকই হউক, তিনিই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। কেন না, তিনি ব্রাহ্মণ—পৈতাধারী। অন্যত্র—

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥

প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ, শালগ্রাম শিলার পূজা এবং ব্রাহ্মণী গমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মূর্খ গোঁয়ার-গোবিন্দ শূদ্রগণের পক্ষে ভগবানের উপর বজ্র নিক্ষেপ করা আশ্চর্য্য নয় বুঝিয়াই পরবর্ত্তী শ্লোকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির প্রমোশন দিবার ভয় দেখাইয়া সাবধান করিয়াছেন। যে দেশের ব্রহ্ম-ধ্যান-মগ্ন তত্ত্ববিদ্, সদ্গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ভগবানের বুকে লাথি মারিতে পারেন, সে দেশের তমঃগুণ-সম্পন্ন শূদ্রকে শুধু বজ্রাঘাতের ভয় দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তাই দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। এই অজ্ঞ দেশে শাস্ত্র বচন লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের মনুষ্যত্ব ও তেজঃবীর্য্য অপহরণ করিয়া এ দেশকে ও হিন্দুসমাজকে ডুবাইয়া দিয়াছে। বহু অজ্ঞ সরল শূদ্রের মুখে শুনিয়াছি—"ওঁকার" উচ্চারণ করিলে বংশ থাকে না—পরকালে মহা রৌরব নরক হয়। এই সব ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রকৃত শাস্ত্রের আলোচনা করা যাউক। "ভক্তমাল" বলেন—

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিম্বা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

শাস্ত্রে বলেন—

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাসুবৎ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বৈষ্ণবগণ প্রাণের ন্যায় যত্ন সহকারে শালগ্রামশিলা ধারণ করিবেন।

বৈষ্ণব কে? বৈষ্ণব কেবল ব্রাহ্মণই নহেন। বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ও বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব মাত্রেরই শালগ্রাম-শিলা ধারণে অধিকার আছে।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু পূজা পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস।

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণব দ্বিজঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা

শাস্ত্র বলিতেছেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেতু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

বায়ু পুরাণ।

শূদ্রই শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণাদি যে জাতিই হউক, শ্রীভগবানে ভক্তি না থাকিলে, সেই অভক্ত জনই শূদ্র এবং ভক্তি থাকিলে শূদ্রও, শূদ্র পদবাচ্য নহেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেবে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীব বড় অভিমান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—

ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।

ঐ মধ্যলীলা।

অতএব ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বজাতিই শালগ্রামশিলার অর্চ্চনাব অধিকারী।

শূদ্রের বৃত্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থ মাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥

বায়ু পুরাণ।

শূদ্র যাচ্ঞা করিবেনা—দান করিবে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কৃষি কর্ম্ম করিবে এবং নিত্য পুরাণ শ্রবণ ও শালগ্রামশিলার পূজা করিবে।

এ স্থলে শূদ্রের পক্ষে শালগ্রামশিলার পূজা করা একান্ত বিধি হইতেছে!

শালগ্রামশিলা পূজাং বিনা যোহশ্নাতিকিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পাং জায়তে কৃমিঃ॥

পদ্ম পুরাণ।

শালগ্রামশিলার পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে।

গৌরবাচাল শৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥

স্কন্দ পুরাণ।

শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনায় যাহার মতি না হয়, পর্ব্বত শৃঙ্গাগ্র দ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ করে।

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

গৃহীত-দীক্ষ ব্যক্তি শ্রীভগবানের পূজায় ইচ্ছুক হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্ত্রী শূদ্র সকলেই শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীভগবানের পূজা করিবেন।

অন্যত্র—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সচ্ছূদ্রাণা মথাপি বা।
শালগ্রামঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

স্কন্দপুরাণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য এবং সৎশূদ্রের শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে—অপরের নাই। তাত বটেই,—সৎ না হইলে—সাধু না হইলে কে আর পূজা অর্চ্চনা করিবে? তা কেবল শূদ্রের সম্বন্ধে কেন—সকলের সম্বন্ধেই। অসৎ শূদ্রেও করে ন', অসৎ ব্রাহ্মণও করে না। এই যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ চাকরী করিতেছেন, দোকান হোটেল খুলিয়াছেন—পাচক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা কি শা·গ্রাম পূজা করেন? সৎব্রাহ্মণ যে সেই করে।

সৎশূদ্র কি, না—ভগবদ্ভক্ত—ধার্ম্মিক সাধুশূদ্র। ভগবদ্ভক্ত ধার্ম্মিক না হইলে কেইবা পূজার্চ্চনা করে?

শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ সংযাতি নরকং ধ্রুবং॥

ইতিহাস সমুচ্চয়।

শূদ্র, এমন কি, নিষাদ (ব্যাধ) শ্বপচ (চণ্ডাল) ও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাহাদিগকে সাধু—সৎ বলিয়া বিবেচনা করিবে,—সামান্য জাতি বলিয়া হেয়জ্ঞান করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হইবে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকাঃ।

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্বপচও (চণ্ডালও) দ্বিজাধিক।

নারদীয়ে।

চণ্ডালোঽপি ভবেদ্বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণং।
হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও বিপ্রতুল্য ; আর হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণও চণ্ডালের অধম।

"মুচি হ'লেও হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
"শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যব সিতো হি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

হে অর্জ্জুন! "আমাকে যে অনন্যচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করে, সে অতিশয় দুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে যদি 'ভজনা ও' ভক্তি করে, সেও শীঘ্র ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শান্তিলাভ করে। স্কন্দ পুরাণ পুনরায় বলিতেছেন :—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদং॥

স্ত্রী হউন, শূদ্র হউন বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে বর্ণই হউন, শালগ্রাম শিলা পূজা করিলে শাশ্বত পদ লাভ করিবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই, স্ত্রী শূদ্র সকলেই যে শালগ্রাম শিলা পূজায় অধিকারী, তাহা স্থিরীকৃত হইল। তবে এই যে শাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইল, এসম্বন্ধে বৈষ্ণবচূড়ামণি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রমুখ মহোদয়গণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় যে ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, তাহা এই—

মহা পুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণৈস্তেব পুজ্যোঽহমিতি বচনস্ত বিরোধাত্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ

যুক্ত্যাসিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈ স্তাদৃশিভিশ্চ স্ত্রীভি স্তৎ পূজা ন:কর্ত্তব্যা যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণু দীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থা পনীয়ং ॥

ভাবার্থ—"কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারাই আমি পূজিত, এই বচনের সহিত মহাপুরাণের বচন গুলির সহিত সম্পূর্ণ বিরোধ হয়, কিন্তু মাৎসর্য্যপর কোন ব্রাহ্মণ স্মর্ত্ত কল্পিত মন্তব্যে উহা বলিয়া গিয়াছেন। ঐ যে বচন, উহা অবৈষ্ণবের জন্য কথিত। গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষ ও বিষ্ণুভক্ত শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি শালগ্রামশিলা অর্চ্চনে অধিকারী এবং পূজাকরা তাহাদিগের কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা।

অতএব এ বচন সামান্য উপর।
নিষেধ, যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর ॥
কিংবা কেহ দম্ভক্রমে বচন গড়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল ॥

*   *   *   *   *

স্ত্রীশূদ্র শালগ্রাম পূজা অধিকারী।
ইহাতেই এবচন কৃত্রিম বিচারি ॥
এ বচন যগুপি প্রামাণ্য হইত।
অত্র শাস্ত্রমতে বিধি না থাকিত ॥ (বাঙ্গালা ভক্তমাল।)

শূদ্রের পূজাধিকার সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—"আমার উপাসনা সকলের ধর্ম্ম।"

(১) ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে বলিতেছেন :—

(১) অনুবাদ—১৮শ অধ্যায় একাদশ স্কন্ধ। ভাগবত।

"আমি বিবেচনা করি, সদ্বংশে জন্ম, রূপ, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজঃ প্রভাব, শারীরিক বল, পৌরুষ প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ— এই সকল গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনে উপযোগী নহে। সেই ভগবান কেবল ভক্তিদ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশগুণভূষিত বিপ্রও যদি ভগবান পদ্মনাভের পাদপদ্ম পরাঙ্মুখ হন, তবে—যে চণ্ডালের মনঃ, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত, সে চণ্ডালকেও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। কারণ ঐ চণ্ডাল কুল পাবন করিতে পারেন; কিন্তু প্রভূত গর্ব্বশালী ঐ ব্রাহ্মণ পারেন না।" (২) উক্ত প্রহ্লাদই দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন—"ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধুভক্তবৃন্দের সংসর্গ, ঈশ্বরারাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকলের দর্শন পূজনাদি দ্বারা কামাদি জয় করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করিবে * * * সুর অসুর মনুষ্য যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব যেই কেন হউক না, মুকুন্দ চরণ ভজনা করিলে সকলেই আমার ন্যায় মঙ্গল লাভ করিতে পারে। হে অসুর তনয়গণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ শৌচ এবং ব্রত—মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে; নির্ম্মল ভক্তিদ্বারাই ভগবান প্রীত হন। * * হে দৈত্যেয়গণ! যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রীশূদ্র, * নীচ জাতি এবং পশু পক্ষী ইত্যাদি পাপী (কথিত) জীবও অচ্যুত সাযুজ্য পাইয়াছে।" (৩)

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ

---

(২) অনুবাদ—নবম অধ্যায়; সপ্তমস্কন্ধ। ভাগবত।

(৩) অনুবাদ—সপ্তম অধ্যায়; সপ্তমস্কন্ধ। ভাগবত।

মলুকদাসী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক এবং কীলের অন্যতর শিষ্য অগ্রদাস—ডোম জাতীয় হিন্দী ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজির গুরুদেব। কবীরের আবার শিষ্য পরম্পরা ক্রমে কমাল, যমাল, বিমল, বুদ্ধন ও দাদূ; ষষ্ঠ এই দাদূ, দাদূ পন্থী প্রবর্ত্তক। ইনি আহমেদাবাদের একজন ধুনুরি ছিলেন। তা ছাড়া আগরা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরের তুলসীদাস নামক এক অন্ধ বণিক কুড়াপন্থী, এবং আগরা নগরের আর এক বণিক্ গুহড় পন্থী সম্প্রদায় স্থাপন করেন। পশ্চিমাঞ্চলের ডোম জাতীয় ব্যক্তিগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামে হরিশ্চন্দী; সধ্ন নামক এক মাংসবিক্রয়ী সপন্থী, দ্বিতীয় আলমগির বাদসাহের সময়ে দিল্লী নগরে চরণ দাস নামে এক ধূসর জাতীয় বণিক চরণ দাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বাঙ্গালা দেশেও ঘোষপাড়া হইতে রামশরণ পাল-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তাভজা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর সন্নিকটস্থ মালো পাড়ার বলরাম হাড়ি বলরামী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করে। এইরূপে ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ লোকরঞ্জনে—ভক্তিতে ও মনস্বীতায় ইহাদের অনেকে শ্রীচৈতন্য দেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কথিত, প্রচারিত ও পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দখল করার দরুণই ও আক্রোশেই এই সব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভক্ত রুইদাসের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে জনৈক চামারের গৃহে রুইদাস জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই, শিশু ভগবৎ প্রেমিক। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক রুইদাসের ভগবদ্ভক্তি ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে লাগিল। সাধু সজ্জনগণের সেবায় বাল্য কাল হইতেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। সাধু সেবার জন্য বাপ মার নিকট চাহিয়া না পাইলে তিনি নিজের ভাগ লইয়া

মলুকদাসী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক এবং কবীরের অন্যতর শিষ্য অগ্রদাস—ডোম জাতীয় হিন্দী ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজির গুরুদেব। কবীরের আবার শিষ্য পরম্পরা ক্রমে কমাল, যমাল, বিমল, বুদ্ধন ও দাদু; ষষ্ঠ এই দাদু, দাদু পন্থী প্রবর্ত্তক। ইনি আহ্মেদাবাদের একজন ধুনুরি ছিলেন। তা ছাড়া আগরা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরের তুলসীদাস নামক এক অন্ধ বণিক কুড়াপন্থী, এবং আগরা নগরের আর এক বণিক্ মুহড় পন্থী সম্প্রদায় স্থাপন করেন। পশ্চিমাঞ্চলের ডোম জাতীয় ব্যক্তিগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের নামে হরিশ্চন্দী; সর নামক এক মাংসবিক্রয়ী সপন্থী, দ্বিতীয় আলমগির বাদসাহের সময়ে দিল্লী নগরে চরণ দাস নামে এক ধূসর জাতীয় বণিক চরণ দাসী সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বাঙ্গালা দেশেও ঘোষপাড়া হইতে রামশরণ পাল-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তাভজা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর সন্নিকটস্থ মালো পাড়ার বলরাম হাড়ি বলরামী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করে। এইরূপে ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ লোকরঞ্জনে—ভক্তিতে ও মনস্বীতায় ইহাদের অনেকে শ্রীচৈতন্য দেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কথিত, প্রচারিত ও পূজিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দখল করার দরুণই ও আক্রোশেই এই সব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভক্ত রুইদাসের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে জনৈক চামারের গৃহে রুইদাস জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই, শিশু ভগবৎ প্রেমিক। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ক্রমশঃ দ। সাধু সজ্জনগণের সেবায় বাল্য কাল হইতেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। সাধু সেবার জন্য বাপ মার নিকট চাহিয়া না পাইলে তিনি নিজের ভাগ লইয়া

সাধুসেবা করিতেন। রুইদাসের গৃহকার্য্যে, সংসারে মন নাই; পরন্তু দিবারাত্র কেবল সাধু সজ্জনের সেবায় ও ভগবৎভজনে নিবিষ্ট মন দেখিয়া পিতামাতা বিরক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রচুর ধনের এক কপর্দ্দকও রুইদাসকে দিলেন না। রুইদাস সস্ত্রীক তাড়িত হইয়া সমধিক আয়োজনে ও নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ-ভজনে মগ্ন হইলেন এবং অতি ক্ষুদ্র আকারে নিজ জাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর একখানি সামান্য তৃনাচ্ছাদিত কুটীর মন্দিররূপে তৈয়ার করিয়া তাহাতে ভগবৎ মুর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক নিজ মনোমত সেবায় নিরত হইলেন। ইষ্টদেবকে একমাত্র কুটীরে রক্ষা করিয়া আপনারা অনাচ্ছাদিত বহিঃপ্রাঙ্গণে বাসকরিতে লাগিলেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, বর্ষা বাদল, শীত গ্রীষ্মের দিকে লক্ষ্য মাত্র নাই। দুঃখ দারিদ্র্য হাসি মুখে বরণ করিয়া প্রভুর পূজায় ও সেবায় দিন রজনী পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতা হওয়াতে ভগবান তাঁহার ক্লেশ দর্শন করিয়া সাধু বৈষ্ণবের রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক খণ্ড স্পর্শ মণি লইয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। রুইদাস তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সমাদর না করিয়া কহিলেন—

"দেখি স্তু জ্ঞান করে পরশ-রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥"

বাঙ্গালা ভক্তমালা।

অনন্তর ত্রয়োদশ মাসান্তে ভগবান বিষ্ণু আপনার ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন—তাহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ এ প্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা বিকীর্ণ করিয়া

রাখিলেন যে, তাহা অবশ্যই কোন না কোনরূপে রুইদাসের দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু ভক্ত রুইদাস ইহাতে বড়ই ভীত, শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি স্বীয় ইষ্টপূজায় ও সেবায় এই ধন ব্যয় কর"। রুইদাস ইষ্টদেব কর্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম-শিলা স্থাপন পূর্ব্বক অতিশয় সমারোহের সহিত তাহার সেবা পরিচর্য্যায় ও সাধু সজ্জনগণের সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। চর্ম্মকার রুইদাসের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দিন দিন গ্রাম হইতে দূর গ্রামান্তর—নগর হইতে কানন, সমগ্র রাজ্যময় রাষ্ট্র হইয়া উঠিল। "মুচির ছেলে শালগ্রাম পূজা করে" "ধর্ম্ম রসাতলে গেল" "ঘোর কলি উপস্থিত" প্রভৃতি জনরব ও কোলাহল তুলিয়া ব্রাহ্মণগণ ঘোর বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের এই বিদ্রোহাচরণের ফলে তাঁহার সুখ্যাতি ও নাম আরও বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তগণ বলেন, —বিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ ধার্ম্মিকের গূঢ় গৌরব প্রকাশের প্রধান উপায়, এ নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে বিদ্বেষ অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা তদ্দেশীয় নরপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিলেন—"মহারাজ!

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্য পূজাব্যতিক্রমঃ।
তত্র ত্রীণি প্রবর্ত্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ং॥

"যে স্থানে অপূজ্য ব্যক্তির পূজা ও পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটে, সে স্থানে ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।" সম্প্রতি রাজধানীর একজন চামার শালগ্রাম অর্চ্চনা করিতেছে, তাহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া নগর বিষময় করিতেছে; তাহাতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জাতিভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব প্রজাগণের ধর্ম্ম রক্ষণার্থ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দিন।"

রাজা রুইদাসকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন এবং রুইদাসও সভায় আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলীও তথায় একত্রিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বজাতি-গৌরব উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রুইদাস বলিলেন—"জাতি লইয়া এত গণ্ডগোল কেন? ভক্তিই ভগবানের প্রিয়; জাতীয় গৌরবে ভগবৎ লাভ হয় না।" ব্রাহ্মণগণ ক্রমে বাদ বিসম্বাদ বাড়াইতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে সম্মুখস্থ দেব-মন্দিরের সিংহাসনে যে নারায়ণ মূর্ত্তি রহিয়াছেন, তিনি প্রসন্নতা পূর্ব্বক যাহার নিকটস্থ হইবেন, তিনিই ভগবানের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ একে একে তিন প্রহর কাল পর্য্যন্ত বেদ উচ্চারণ ও মন্ত্র জপ করিলেন। কিন্তু ভগবানের পাষাণ মূর্ত্তি পাষাণের ন্যায় অচল রহিল। রুইদাস নিজ পর্য্যায় কালে, সাশ্রু লোচনে গদ্‌গদস্বরে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক যখন বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! জগতে পতিতপাবন নাম যদি প্রচার করিতে হয়, তবে এই দীন দুঃখী পতিত চামারের প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, বেদ নাই, মন্ত্র নাই, জাতিকুল গৌরব কিছুই নাই, তুমি বই আর আমার কিছুই নাই। তুমি দীনবন্ধু পতিতপাবন, তাই আমার আশা ভরসা। তুমি নাকি অনাথের নাথ, তাই তোমাকে ডাকিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে রুইদাস দুই একটি পদও কীর্ত্তন করিলেন। অন্তরের দেবতা অন্তর্য্যামী ভক্তের ভক্তিপূর্ণ ডাকে স্থির থাকিতে পরিলেন না। অচল পাষাণ মূর্ত্তি সচল হইল। মূর্ত্তি বালচপল গতিতে রুইদাসের ক্রোড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন! ক্রমে রাণী ও বিদেশীয় বহু রাজা মহারাজা রুইদাসের ভক্তি-মন্ত্রে বিমোহিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

যে রঘুনাথ দাস আপনাকে—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে"

আর "তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল"

প্রভু কহে "এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এক কুঁজা জলে আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"
শ্রীহস্তে শীলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥

* * *

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

* * *

জলে তুলসী সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥
এই মত কত দিন করেন পূজন।*

---

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মহা প্রভু শূদ্র (কথিত) রঘু নাথ দাসকে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিয়া স্বর্গে যাইবার ব্যবস্থা ও উপদেশ না দিয়া তাঁহাকে শাল গ্রাম শীলা দান করিয়া উহাই পূজা ও অর্চ্চনা করিতে উপদেশ দিলেন। "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার কি ইহা দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছিলেন? মহাপ্রভুর কি ইহা অব্যবস্থা হইয়াছিল? তিনি কি শাস্ত্র জানিতেন না? সুতরাং বলুন দেখি, আমরা মহাপ্রভুর আচরণ ও উপদেশই গ্রহণ করিব, না,—বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পাদসেবা করিয়া জন্ম জীবন ধন্য করিব?

———

শূদ্রের বেদাধিকার।

"নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করেন যে, বেদ অপৌরুষের। কাম-ক্রোধাদি রিপুপরবশ, হিংসাদ্বেষাদি সংকীর্ণতা পরিপূর্ণ কোনও মানব বেদের প্রণেতা নহেন। যাঁহার নিকট বর্ণের পার্থক্য নাই—জাতির পার্থক্য নাই—যিনি হিংসা দ্বেষাদির অতীত—কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি সকলেরই পিতা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—সকলেই যাহার সন্তান—সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরই সৃষ্টজীবের উপকারের নিমিত্ত—বেদ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা কেবল হিন্দুর জন্য প্রেরিত হয় নাই—কেবল ব্রাহ্মণের জন্য প্রেরিত হয় নাই,—কেবল মুসলমানের জন্য প্রেরিত হয় নাই বা কেবল খ্রীষ্টানের জন্যও প্রেরিত হয় নাই—এই সনাতন সত্যপূর্ণ বেদ সকলের জন্যই প্রেরিত হইয়াছে; সকলেই এই জ্ঞান লাভে অধিকারী। তাই যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "আমি এই যে কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি, তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দাস দাসী এবং অতিশূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতিকেও উপদেশরূপে বেদ প্রদান করিবে" অর্থাৎ সকলেই—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাতে সকলের প্রয়োজন—সকলেরই হিত—সকলেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়; যাহাতে সকলের হিত হয়, সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে; তাহাতে

অধিকার অনধিকার কল্পনার অবকাশ নাই। অধিকার—অনধিকার একমাত্র সামাজিক ব্যাপারেই প্রযোজ্য। আমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার, অনধিকার বোধ হয়। আমার পরিধেয় বস্ত্রখানিতে আমার স্বার্থ আছে বলিয়াই আমার অধিকার; অপরের অধিকারে আমার স্বার্থ-হানি হয় বলিয়াই অপরের তাহাতে অনধিকার। কিন্তু জগতে এমন কে আছে, ঈশ্বরে যাহার স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছে, জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে যাহার স্বত্বাধিকার জন্মিযাছে যে, তাহার অনুমতি ব্যতীত অপর কেহ ঈশ্বরের নিকটে আসিতে পারিবে না, বা জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিবে না?

বেদ অধ্যয়ন জ্ঞানলাভের জন্য। জ্ঞানলাভে শূদ্রের অধিকার নাই কিম্বা শূদ্র জ্ঞানলাভ করুক—ইহা কি ভগবানের অভিপ্রেত নহে? যদি তাহাই হয়, তবে তিনি নিশ্চই শূদ্রকে জ্ঞানোপার্জ্জনের শক্তি দিতেন না—তাহার মানসিক শক্তি এরূপভাবে গঠিত করিতেন, যাহাতে শূদ্র কোনমতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋষিতুল্য জ্ঞানী লোক রহিয়াছেন—শূদ্রের প্রতিভার সমুজ্জ্বল আলোকে ভারত উজ্জ্বল হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য ভগবান্ সম্প্রদায় হিসাবে ব্রাহ্মণকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, শূদ্রকেও ততটুকু শক্তি দিয়াছেন। জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্রাহ্মণের ন্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যেই মানুষ, শূদ্রও সেই মানুষ; শূদ্রের দুটী চক্ষু আছে, ব্রাহ্মণেরও দুটী চক্ষু আছে—তিনটী নাই। ব্রাহ্মণ মানুষের যে অধিকার আছে, শূদ্রমানুষেরও ঠিক সেইরূপ অধিকার আছে। নিত্য সত্যের চর্চ্চায় সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতার কল্পনা করাও পাপ—সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী"। (১) কিন্তু স্মৃতি সংহিতাদি শাস্ত্র যে এমন বেদকে

(১) সমাজ—১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৭।

শূদ্রের পাঠ ও আলোচনা হইতে বঞ্চিত ও অনধিকারী করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগকে পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের অধিকার দান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও বেদান্ত সূত্রের (৩৮সূত্রের) ভাষ্যে ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনিও অদ্বৈতবাদী হইয়া জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রচারক হইয়াও শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করিবার সমর্থন করিয়াছেন। যথাঃ—

* * * শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগম চাতুর্ব্বণ্যাধিকার স্মরণাৎ। বেদ পূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।” অর্থাৎ “স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে তুল্যাধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।” ফলতঃ ইতিহাস পুরাণই বা কি আর বেদ বেদান্তই বা কি? মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত। সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা কিন্তু আবার উপনিষৎ বা বেদান্ত সমূহের সার সংগ্রহ স্বরূপ। কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতায় উদ্ধৃত। (১)

“এই ভগবদ্গীতাকে সর্ব্বশেষ উপনিষদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। * * * গীতার প্রতিশ্লোক কোন না কোন উপনিষদ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্ম্মিত হইয়াছে।” (২) সমগ্র বেদান্ত গীতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তারপর এই গীতাকে বেদান্তের সার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

(১) কঠোপনিষদ—দ্বিতীয়বল্লী ১৮শ শ্লোক ও গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২০শ শ্লোক

(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত জ্ঞানযোগ, আত্মার মুক্ত স্বভাব।

সর্ব্বোপনিসদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

সমস্ত উপনিষদ—গাভী স্বরূপ, গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দোহনকারী, বৎস স্বয়ং নরনারায়ণ অর্জ্জুন, সুধীগণ ইহার ভোক্তা—এবং গীতারূপ অমৃত ইহার দুগ্ধ স্বরূপ।

গীতা যে সর্ব্বশ্রুতি সার সংগ্রহ—তাহা সুধী ও পণ্ডিতগণ মাত্রই জ্ঞাত আছেন। অথচ এই গীতা প্রতিদিন স্ত্রী শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত ও ব্যবস্থিত রহিয়াছে! ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি সমূহ সমন্বিত গীতা তবে কি প্রকারে বেদ অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্ত সূত্রের ও ভাষ্যকারের মতে তাহা হইলে গীতা অধ্যয়ন ও গীতা পাঠ শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। গীতার মধ্যস্থ বেদ বেদান্ত শূদ্রাদির স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করিতেছে, জিনিষ একই কেবল বেদ বেদান্ত না বলিয়া "পুরাণ—ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র। কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান ও তাহার কতকগুলি শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত হইয়াছে; আর সেই অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মূল কঠোপনিষদ কিন্তু স্ত্রী শূদ্রের অধিকারাতীত! আর শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ! শাস্ত্রপ্রণেতা, বেদ বিভাগকর্ত্তা স্বয়ং বেদব্যাস বলিতেছেন—"ভাগবত নিখিল বেদার্থের সার ভাগ স্বরূপ।" (১)

"ব্যাসদেব, যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক নিখিল

(১) অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত।

বেদতুল্য * * * এই ভাগবত গ্রন্থ লোকের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত রচনা করেন।" (১)

"বেদব্যাস সরস্বতী তটে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, * ভারত (মহাভারত) রচনাচ্ছলে সমুদয় বেদার্থই কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহা হইতে স্ত্রীজাতি এবং শূদ্র প্রভৃতি অপকৃষ্ট বর্ণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিতে পারে।" (২)

শুকদেব বলিতেছেন—"আমি যে পুরাণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। উহা নিখিল বেদের তুল্য।" (৩) "নৈমিষারণ্যে বলদেবের আগমনে শৌনকাদি ঋষিগণ সকলেই প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন'—কিন্তু মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। তিনি জাতি সূত (সারথী—সূত্রধর জাতীয়)। ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইয়াও, অনেক ইতিহাস পুরাণ এবং সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও অবিনীত অপরাধে বলরাম সূতকে বধ করিলেন। মুনিগণ হাহাকার রবে বলিয়া উঠিলেন—আমরা ইঁহাকে ব্রহ্ম আসন * * * দান করিয়াছি। আপনি না জানিয়া ব্রহ্মবধের ন্যায় ইঁহাকে সংহার করিলেন। * * * যদি আপনি স্বয়ংই এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন—তবেই লোক শিক্ষা পাইবে। * * * বলদেব বলিলেন—'বেদে এই উপদেশ আছে যে, আত্মা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। অতএব ইঁহার পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগের

---

(১) অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত।

(২) " " চতুর্থ অধ্যায় " ।

(৩) দ্বিতীয়স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় " ।

বক্তা হইবেন। আর আমার অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত চিন্তা করুন।" (১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"সংক্ষেপে ও বিস্তার পূর্ব্বক দেবগণেরও দুর্গম এই ব্রহ্মবাদ সমগ্ররূপে তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। * * * তোমার এই যে সনাতন বেদেও গুপ্ত, পরম প্রশ্নের উত্তর হইল। * * * ইহা শ্রদ্ধালু শূদ্র ও স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে।" (২)

"দেবর্ষি নারদ সর্ব্বপুরুষার্থ সাধন বেদরূপ কল্প বৃক্ষের পরমানন্দ রসপূর্ণ এই ভাগবত ফল বৈকুণ্ঠধাম হইতে আনিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।" (৩)

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃত দ্রব্য সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥৩

প্রথম অধ্যায়; প্রথম স্কন্ধ,—ভাগবত।

হে রসজ্ঞ ভক্তগণ! শুক-মুখ-কমল-নিঃস্রিত (শিষ্যগণ পরম্পরায়) পৃথিবীতে প্রচারিত ভক্তিরস সম্বলিত বেদরূপ কল্প বৃক্ষের পরমানন্দ-রস পূর্ণ এই শ্রীমদ্ভাগবত ফল প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বার বার পান কর (অর্থাৎ সাদরে শ্রবণ কর)।

সূত বলিতেছেন—* * "* ত্রয্যারুণি কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন এবং হারীত—এই ছয়জন পৌরাণিক, ব্যাসের শিষ্য আমার

(১) অনুবাদ— ৭৮ অধ্যায়; দশমস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
(২) " ২৯ " দশমস্কন্ধ, " ।
(৩) " প্রথম অধ্যায়; প্রথমস্কন্ধ, " ।

পিতা রোমহর্ষণের মুখ হইতে এক এক পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি ইহাদিগের ছয়জনেরই শিষ্য। সুতরাং সমুদয় পুরাণ সংহিতাই অধ্যয়ন করিয়াছি। কশ্যপ, সাবর্ণি, রামের শিষ্য অকৃত ব্রণ এবং আমি,—আমরা ব্যাসের শিষ্যের নিকটে চারিমূল সংহিতা (চারিবেদ সংহিতা) অধ্যয়ন করিয়াছি।" (১)

"শৌনক কহিলেন—হে সাধো সুত! * * * অপার সংসারে ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের তুমি পথপ্রদর্শক।" (২)

বেদের সমতুল্য এতাদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ—অবাধে শূদ্রাদির অধীত বলিয়া ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বেদ পাঠের আর বাকী কি রহিল। বিশেষতঃ এই ভাগবতে অনেক ঔপনিষদী শ্রুতির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না। এখানেও ইহাকে "নিখিল বেদতুল্য"—"বেদের সার" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রেমাবতার শ্রীমচ্চৈতন্ত মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মানারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ॥

---

(১) অনুবাদ—সপ্তম অধ্যায় ; দ্বাদশস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।
(২) " অষ্টম অধ্যায় ; " " ।

চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ ॥

মধ্যলীলা ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আর ইতিহাসরূপী মহাভারত কিরূপ শাস্ত্র, তাহাও উহার প্রণেতা ব্যাসদেবের মুখ হইতেই শ্রবণ করুন। "পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্য দিকে ভারত-সংহিতা রাখিলেন কিন্তু পরিমাণ কালে ভারত-সংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল। তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।" (১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্ত্রী শূদ্রাদি বেদ ও বেদান্ত নামে শাস্ত্র পাঠ না করিলেও, রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত অগ্নি পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের নামে ঐ বেদবেদান্তই পাঠ করিতেছেন। নাম পৃথক—মাত্র বস্তু একই। ৬৪ পয়সা—বা ৪টী সিকিও যাহা, একটী রৌপ্যমুদ্রা বা টাকাও তাহাই। নাম বিভিন্ন, বস্তু বা আকৃতি বিভিন্ন হইলেও মূল্য—সমান। গরুকে গরুই, গো-ই বলি কিম্বা cow বলি, উহাতে গোত্ব নষ্ট হয় না। নাম পৃথক হইলেও বস্তু একটীই। ঋষিগণ বেদের সার গীতা

---

(১) মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতে, আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায় অনুক্রমণিকাধ্যায়।

ভাগবত পাঠে শূদ্রের অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু বেদের অধিকার দেন নাই, ইহাপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে। "প্রকৃত পক্ষে ইহা সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের প্রতিরোধী সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও একদেশ-দর্শীতার কুফল মাত্র। কতকগুলি ঋষি নামধেয় ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে এই বেদরূপ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে অনিচ্ছুক, অসম্মত ও বিরোধী হইয়া এইরূপ সঙ্কীর্ণ নীতির, বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে প্রকৃত ঋষিগণ সকলেই জ্ঞান বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শাস্ত্র দ্বিবিধ প্রকারের শ্লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একদল ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে জ্ঞানদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন, অন্য দল আচণ্ডালের ঘরে ঘরে জ্ঞানদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য শাস্ত্রে পরস্পর বিপরীত দুই মতের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নতুবা ব্রাহ্মণেতর সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের পবিত্র শিক্ষায় দীক্ষায় চির বঞ্চিত রাখা কখন সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি শুদ্ধ মুক্ত পবিত্রাত্মা ঋষিগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না। ঋষিগণ কদাচ এই বিদ্বেষ বিষকলুষিত স্বার্থপরতা মণ্ডিত জঘন্য মতের পরিপোষণ করিতেই পারেন না। তাঁহাদের নামে পরবর্ত্তী সময়ের হীনবুদ্ধি মানুষ স্বীয় প্রকৃতিসুলভ শ্লোক রচনা করিয়া শাস্ত্রকে জাতি-বিদ্বেষ-কলুষ-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বরং এই ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন বেদবেদান্তবিদ্ ক্ষত্রিয় রাজগণ ব্রাহ্মণ সন্তানকে বেদান্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তৎকালিক অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ-তনয়ও করযোড়ে ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদবিদ্যা লাভার্থ গমন করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ উক্ত শ্বেত কেতু আরুণি এবং পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণের আখ্যানে দেখিতে পাই। শ্বেত-কেতুর পিতার প্রশ্নোত্তরে রাজা কহিয়াছিলেন—"কোন ব্রাহ্মণই ইহা

"বেদাঽখিল ধর্ম্ম মূলম্" বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মার্থ বেদাধ্যয়ন! অতএব যে অন্তর্ব্বাহ্যে অশুচি ও অনাচারী হইয়া স্বভাবতঃই ধর্ম্ম বিমুখ, বেদাধ্যয়নের তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে, সুতরাং সেই "ত্যক্ত-বেদ" শূদ্র! সে আপন স্বভাব দোষে স্বেচ্ছায় স্বয়ং বেদাধিকার হারাইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই মূল শাস্ত্র বোধের ভুলক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইয়া "আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যা জাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিস্পষ্ট শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতিয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রেরও বেদাধ্যয়নে সামাজিক অনভিমত। ফলিতার্থে তাহারই তিক্ত বিষাক্ত ফল।

আমরা যে দিবারাত্রি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করিয়া উচ্চ চীৎকার করিতেছি, তাহার মূলে কি আছে, দেখা যাউক। বজ্রশুচি উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটী আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে, কারণ জীব বহুবিধ দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ একপ্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না।

জন্ম জাতিগত ভাবেও ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ট উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই, যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ ও অপরাপর অনেক মনুষ্যও বিশিষ্ট বিদ্বান এবং জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্মও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে,

সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্ত্বেও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় পর্য্যন্তও বেদবিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি রহস্য! শূদ্রজার-পুত্র বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ-কর্ত্তা এবং তাঁহারই প্রামাণিক নায়কত্বমতে শূদ্র বেদাধিকারে বঞ্চিত! যাহা হউক, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্যকার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যাধিকারের জয় অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্ম ব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান। অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে, তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর যেন কেউ না শিখে। ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক সমাজের উক্ত বিষয়িণী সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।"

"যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতেও বস্তুতঃ শূদ্র নহে, অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ-বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে যাহারা বাস্তবিক শূদ্র-অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদাধিকার নিশ্চিত অবারিত; স্মৃতি শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদবিরোধিতায় তাহা অপ্রামাণ্য, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অথবা অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়, যথা—স্মৃতি শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু গুণকর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে! এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্ট-কল্পিত, যুক্তিযুক্ত, ন্যায়-বিচার-পূর্ণ ও

কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্য দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে, ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকা-ভাষ্যকারগণের সমক্ষে বজ্রশুচি প্রকৃতই এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন।"

প্রাচীনকালে সত্যবাদিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের উপরই ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করিত। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মনোরম উপাখ্যান আছে—নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

বহু গৃহের পরিচারিকা—দাসী জবালার পুত্র খেলার সাথী ঋষিবালকগণকে মহর্ষি গৌতমের নিকট পাঠ অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া তাহারও বিদ্যাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল। মাকে আপনার বাসনা জানাইল—মা সম্মত হইলেন। পুত্র সঙ্গিগণের সহিত গৌতম-আশ্রমে উপনীত হইয়া আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিল। গৌতম বালকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া তাহাকে তাহার পরিচয়, পিতৃনাম, বংশ ও গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক নিরুত্তর—একমাত্র মার নাম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন গৌতম তাহাকে মার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন-গুলির উত্তর শুনিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। বিদ্যাশিক্ষা-সমুৎসুক শিশু পুত্র বাটী আসিয়া মাতাকে বলিল—"মা! কোন্ বংশে, কোন্ কুলে আমার জন্ম ও আমি কোন্ গোত্রীয়? আমার পিতা পিতামহেরই বা কি নাম, তুমি সত্বর বল, গুরুদেব আমাকে তাহাই শুনিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন শুনিয়া মাতৃদেবী মাথা হেট্ করিলেন—আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। পরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে ভগ্নকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"বৎস! বলিব কি? যৌবন কালে আমি বিভিন্ন লোকে দাসীবৃত্তি করিতাম। আমি যখন বহুজনের সেবা করিয়াছি—সেই সময় তুমি হইয়াছ—কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম, তাহা আমি জানি না। তোমার প্রকৃত জনক যে কে, তাহাও আমার বলিবার সাধ্য নাই। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি আজ হইতে সত্যকাম জাবাল বলিয়া আত্ম পরিচয় দিও। তখন সরলহৃদয় সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল অবিকল তাহাই আবৃত্তি করিল। সত্যকামের এবম্বিধ—সারল্যে ও সত্যনিষ্ঠায় পরম জ্ঞানী গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

তং হোবাচ নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।
সমিধং সম্যাহরোপত্বা নেষ্যেন সত্যাদগা॥

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৪র্থ-অঃ)

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্যকথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিয়া আমাদের মধ্যেই গ্রহণ করিতেছি। সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইলেন। এবং শুধু ব্রাহ্মণ হওয়া নয়—পরে তিনি মহর্ষি হইয়া বেদমন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণ সন্তানগণের বেদশিক্ষা দানে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। দাসীপুত্র অজ্ঞাতপিতা সত্যকাম কেবল সত্যনিষ্ঠার প্রভাবেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। পিতামাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই

সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাতপিতৃগোত্র সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্যনিষ্ঠা প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে ও ব্রাহ্মণ সমাজে পরিগৃহীত হইল। বেদান্ত সূত্রের ৩৭ সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাহাকে দীক্ষা দানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদি ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তাহা হইলে উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণকথিত একচেটিয়া শ্রেণী বিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্য-পরায়ণ সেই ব্রাহ্মণ, তবে ত বর্ণভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম জাবালের ঘটনায় ইহাই হইয়াছে। এই আখ্যানটীতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণদ্বয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন, এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। বরং ইহার মাতার বর্ণিত বিবরণে তাহাকে নীচ জাতি বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তাহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া তাহার জাতি নির্ণয় হইল না; পরন্তু তাহার আভ্যন্তরিক—চরিত্রগৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়—তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদ্রূপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেন না, শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সৎগুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। বেদান্ত সূত্রের ৩৬ সূত্রের

সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাব ও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডীযুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্রে বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি তাৎপর্য্যের বিষয় মনু বলেন :—

বাগ্‌ দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ কায়মনঃ ও বাক্য যাহার শাসিত ও সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী। যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকারত্ব কোন স্থূল বাহ্য লক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনুক্ত সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্রের অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র; পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িক ভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সৎকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটী স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র। বস্ত্রোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্রসন্তানগণেরও দেব পিতৃকার্য্যে স্কন্ধদ্বয়ে লগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেক গুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির অপেক্ষা রাখেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে সে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে।"

"অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িনী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়।" বেদ স্বয়ং উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,

স্ত্রী শূদ্র দাস দাসী সকলেরই সমান অধিকার আছে—কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ গায়ের জোরে অধিকার নাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন—অধিকার আছে—ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন, অধিকার নাই। অর্থাৎ 'যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।' বেদ ত আর দেশে নাই—যে তাঁহারা পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন—বেদ কি বলিয়াছেন। এমন কোন বামুণ পণ্ডিতের নাম শুনি নাই—যিনি চারিখানা বেদ পাঠ করিয়াছেন ত দূরের কথা—বেদ দেখিয়াছেন। বেদ না দেখিয়াই—পিতৃপুরুষপরম্পরা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। অর্থাৎ না দেখিয়াই—শুধু শুনিয়াই চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "কখনও তারে চোখে দেখিনি—শুধু বাঁশী শুনেছি—মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছি—" গোছ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এই কথা পরস্পর পরস্পরের মুখে শুনিয়াই সকলের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উহার মূলে কোন প্রকার সত্য নাই। "ঘোড়ার ডিম কথাটা যেমন সকলেই বলে—শোনে, কিন্তু উহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। স্ত্রী শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—ইহাও তেমনি শোনাকথা মাত্র—মূলে এ কথার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং তৎবিপরীত কথাই শাস্ত্রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ যে যজুর্ব্বেদ মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া সমভাবে আপামর—আচণ্ডাল সকলের জন্য বিদ্বেষ বৈষম্যের ঘনীভূত তমসা বিনষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥"

॥ যজুঃ।২৬।২॥

বেদকর্ত্তা ভগবান স্বয়ং বেদে বলিতেছেন,—"আমি যেমন সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই পরম কল্যাণকরী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দাস দাসী ও অত্যন্ত নীচ চণ্ডাল ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে,—অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে।"

পাঠকগণ! এখন বলুন, আপনারা কাহার আদেশ পালন করিবেন? বেদের আদেশ পালন করিবেন, না ব্রাহ্মণগণের ব্যাখ্যা শুনিবেন? আরও আশ্চর্য্যের বিষয়,—স্ত্রী শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করা ত দূরের কথা, অনেক স্ত্রীলোক ও শূদ্রসন্তান বেদ প্রণয়ন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। "প্রথমে বিশ্ববারার কথা বলি। ইঁনি অত্রি মুনির গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাবিংশ সূক্ত ইহার রচিত। এই সূক্তে ছয়টী ঋক্ আছে—ঋক্‌গুলি এক একটী মাণিক; ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।" ২য়তঃ—"ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের পাঁচটী ঋক্ ইন্দ্রমাতৃগণ দ্বারা প্রণীত। ইন্দ্রঋষির পিতা বহু বিবাহ করেন; তাঁহার যে পত্নীগণ একত্রে মিলিয়া ঐ ঋক্‌গুলি রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহারা ইন্দ্রমাতৃগণ নামে প্রসিদ্ধা—ইহারা কশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং অদিতিদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩য়তঃ—"অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটী মন্ত্র রচনা করেন—এই মন্ত্রগুলি দেবীসূক্ত নামে প্রচলিত।" ৪র্থতঃ—"অপালাও বিশ্ববারার ন্যায় অত্রি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের আটটী ঋক্ রচনা করিয়াছেন।" ৫মতঃ—"কশ্যপপত্নী ইন্দ্রাদি আদিত্যগণের মাতা অদিতি দেবী ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ও সপ্তম ঋক্

প্রণয়ন করেন।" ৬ষ্ঠতঃ—ব্রহ্মবাদিনী যমী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, ৫ম, সপ্তম ও একাদশ ঋক্‌গুলি এবং ১৫৪ সূক্তের পাঁচটী ঋক্ প্রণয়ন করেন।" ৭মতঃ—"বিদর্ভ রাজার কন্যা লোপামুদ্রা অগস্ত্য মুনির পত্নী ছিলেন। ইনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৯৭ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ সঙ্কলন করেন।" ৮মতঃ—"অত্রি ঋষির পুত্র চন্দ্র, তৎপুত্র বুধ,—বুধের পুত্র পুরুরবার পত্নী অপ্সরা কন্যা উর্ব্বশী। ইনি ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটী ঋক্ প্রণয়ন করেন।" ৯মতঃ—"পরম পণ্ডিত মিত্রের কন্যা মৈত্রেয়ী ভারতবিখ্যাত বিদুষী ছিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য ইহার স্বামী। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অনেক পৃষ্ঠা ইহার জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। মিত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের ইনি শিক্ষকতা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।" ১০মত—বচক্নু মুনির কন্যা গার্গী—ইনি রাজর্ষি জনকের সভায় পর্য্যন্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন।" ১১শতঃ—"লোমশা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্ত প্রণয়ন করেন।" (ভারতীয় বিদুষী)।

আর শূদ্রগণ কর্ত্তৃক বেদ প্রণয়ন সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ১। দাসী-পুত্র কবষ। ইনি ঋষিত্ব লাভ করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন। ইহার পুত্র তুর পরীক্ষিত তনয় মহারাজ জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ইহার প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, একবার সরস্বতীতীরে যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন—

"দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।"

(কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ১১১)

অর্থাৎ—তুমি দাসী পুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২।১৯) ইহার প্রসঙ্গ আছে।

২। কুক্ষীবানের বিষয় মহাভারতে, মৎস্য পুরাণে ও বায়ু পুরাণে লিখিত আছে,—কলিঙ্গ রাজ বলি সন্তান কামনায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহা দ্বারা পাঁচ সন্তান উৎপাদন করাইয়া লন এবং পরে দাসী উশিজকে প্রেরণ করেন। মুনি উশিজের গর্ভে কুক্ষীবান (ও চক্ষুঃ) নামে সন্তান উৎপন্ন করিলেন। কুক্ষীবান্ (ও চক্ষুঃ) কালে প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্ত হইতে ১২১ সূক্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে;—রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতি (রাজা) কে শূদ্র জানিয়াও বারংবার তাহাকে শূদ্র শব্দে সম্বোধন করিয়াও পশ্চাৎ বেদবাক্য দ্বারা সম্বর্গ বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইঁহাদিগের এবং "সত্যকাম জাবাল, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারান্ধতা ও স্বমত মত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত বক্ষে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি,তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। আর তত্তৎ শাস্ত্রগত অনেক শ্রুতি বাক্য সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহত ভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যে ও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিল না এবং এখনও নাই।"

"আর যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্য জাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ে বেদবারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে ; যে হেতু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ ঘটনায় বহু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তার পর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণাপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সেহেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমান যে সমস্ত জাতি শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত এবং অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ববিচারে, কি মানসিক সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষাসাধনায়, কি কর্ম্মমর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদবারণ বিধি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।"

"যাঁহারা শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদারনীতি ও হীন বিদ্বেষ-দূষিত স্বভাবের ফল। বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ব বিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণ্যে বেদ বিদ্যা বিস্তারিত হইলে তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে, এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্রাহ্মণের দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক! যে ব্রাহ্মণেরা বেদবারণ বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাঁহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও ববং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা ভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলে, তাহাতেও সমাজের সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া

পশ্চাতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন ; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ জ্ঞান বৰ্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদ বিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পতিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন ; কিন্তু যিনি সেই পতিতের চির পতিতাবস্থারই প্রয়াসী, তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ তাহা সহজেই অনুমেয়।"

"অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্রগ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থনীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদার ভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামির হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না—অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞান ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয় বিধান, অপক্ষপাত বিচার ও যুক্তি প্রমাণ, এ সমস্তই "সমাজের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হউক" এই অভিমত বা নীতির উপর নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার

"আর যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্য জাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ে বেদবারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে ; যে হেতু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ ঘটনায় বহু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তার পর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণাপকর্ষই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সেহেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমান যে সমস্ত জাতি শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত এবং অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ববিচারে, কি মানসিক সদ্‌গুণাধিকারে, কি শিক্ষাসাধনায়, কি কর্ম্মমর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদবারণ বিধি তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না।"

"যাঁহারা শাস্ত্রীয় লক্ষণালঙ্কৃত যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদারনীতি ও হীন বিদ্বেষ-দূষিত স্বভাবের ফল। বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্ব বিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণ্যে বেদ বিদ্যা বিস্তারিত হইলে তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে, এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্রাহ্মণের দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক! যে ব্রাহ্মণেরা বেদবারণ বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাঁহাদিগকে তাহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতা ভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলে, তাহাতেও সমাজের সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া

পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন ; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদ জ্ঞান বৰ্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদ বিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পতিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন ; কিন্তু যিনি সেই পতিতের চির পতিতাবস্থারই প্রয়াসী, তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ তাহা সহজেই অনুমেয়।"

"অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্রগ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থনীতি ফলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদার ভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামির হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না—অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞান ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয় বিধান, অপক্ষপাত বিচার ও যুক্তি প্রমাণ, এ সমস্তই "সমাজের সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক" এই অভিমত বা নীতির উপর নির্ভর করিতেছে! পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার

স্থাপিত। বেদান্ত সূত্রের ২৫ সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজ ত্রিবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত বা পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না।" (১)

পাঠকগণ একটু স্থিরচিত্তে উপরের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে শূদ্রের বেদাধিকার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে এবং ইহার ছত্রে ছত্রে যুক্তির গভীরতা পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শূদ্রকে বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যে একমাত্র বৈষম্য নীতি ও স্বার্থপরতারই বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং এ আইন যে একমাত্র ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই আবিষ্কৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে, তৎবিষয়েও অন্য মত নাই। উপনিষদ্-লেখক ক্ষত্রিয়গণ এ বিষয়ে সর্ব্বদাই উদার নীতির পরিচয় দয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যথনই ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন, তাঁহারা জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মের অধিকার দিয়াছেন। বেদান্তের সারভূত যে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, সেই গীতা মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়াছেন।

* * * "এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ব বুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। * * প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার

(১) হিন্দু পত্রিকা—সম্পাদক লিখিত, "বেদান্ত সূত্র ব্যাখ্যা—শূদ্রের বেদাধিকার" ৯ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

মূল কারণ ঐটী, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া—অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। * * * শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে—অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সবরকম উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। * * * পুরোহিতগণ * * * তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। পৌরোহিত্যক, সামাজিক, অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। * * * ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক আর নাই খাক্, তারাই হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ দেখতে পাচ্ছ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন,—আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁহা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড়, অথবা আর কারু ঠেঁজে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন, আর ব্যাস

গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করছেন।" (১)

"প্রথম, সমাজের স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন। ব্যক্তিগত স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ন্যায় সমাজশরীরেরও স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন সাময়িক অবস্থার অধীন। সুবিস্তৃত ভূখণ্ডব্যাপী একপ্রকার রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়ম বা আইনকানুন পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত রাজপ্রবর্ত্তিত নিয়মের বশে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কয়েকটী উদাহরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রজাবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার—সকলেরই পক্ষে একরূপ হওয়াতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের—ব্যবহার মার্গে—সমতারূপ ফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নহে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে একাসনে উপবেশনাদি নিষিদ্ধ ছিল, এক্ষণে এক গাড়ীতে (রেল বা ট্রাম) একই ক্লাশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ডোম চামার প্রভৃতি সকলেই উপবেশন করিতেছে। আভিজাত্যাভিমানী গুরুঠাকুরের পক্ষে এই প্রকার উপবেশন ক্লেশকর হইলেও তাঁহার সে অভিমানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করেন না। আমাদের ব্রাহ্মণপ্রাধান্য পরিচালিত সমাজশরীরে এই পরিবর্ত্তনটি বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থানুসারে স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন; সহস্র চেষ্টা করিলেও এই পরিবর্ত্তনে বাধা দিতে পারেন, এরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাদের সমাজে কেহই নাই।

আমাদের সমাজে চিরপ্রচলিত নিয়ম ছিল যে, দ্বিজাতিগণই বেদ পাঠে অধিকারী। শূদ্রের বেদ পাঠ করা ত দূরের কথা, সে যদি বৈদিক

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী ১ম ভাগ।"

মন্ত্র কর্ণে শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ণে অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া তাহার ঐহিক জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিধি চলিতে পারে না এবং চলিতেছেও না; তাহা আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান স্বর্গগত রমেশচন্দ্র শূদ্র হইয়াও বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সেই অনুবাদের সাহায্যে আংশিক ভাবেও বেদার্থের উপলব্ধি করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ের খাতিরে অসম্ভব গোঁড়ামীর পক্ষপাতী অশিক্ষিত সম্পাদিত দুই একখানা খবরের কাগজের পলিসি প্রণোদিত কটূক্তিরূপ কতক তৈলবিন্দুপাত ব্যতিরেকে হিন্দু সমাজ সেই রমেশ-চন্দ্রের দণ্ডের জন্য কটাহপূর্ণ তৈল উত্তপ্ত করিবার জন্য তখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। প্রত্যুত সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার চিন্তা এখনও উন্মত্ত ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তন—যথা এতদিন পর্য্যন্ত দুর্নীতিপরিচালিত ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বশে যে সকল জাতি সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিকারী হইয়াও দাসরূপে, অস্পৃশ্যরূপে ও অনাচরণীয় জল রূপে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে সেই সকল হিন্দু সমাজের অধঃপতিত এবং নিপীড়িত জাতিগণের—সমাজের চক্ষে উচ্চবর্ণের সহিত সমতালাভের সাগ্রহ অনুষ্ঠান, নমঃশূদ্রগণের অদম্য অধ্যবসায়, তাম্বুলজীবিগণের নীতিপূর্ণ একতাবন্ধন, কায়স্থগণের অর্থ ও মনস্বিতা-পরিচালিত সম্প্রদায় গঠন প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়োচিত কার্য্যগুলি এই সামাজিক স্বয়ম্ভাবী পরিবর্ত্তনের অন্তঃপাতী। জাত্যভিমান ও অহমিকার স্বার্থ-প্রণোদিত সহস্র চেষ্টা সহস্র কেন্দ্র হইতে উত্থিত হওয়াও

এই—এতদিন পর্য্যন্ত অন্যায় ভাবে নিপীড়িত জাতিবৃন্দকে আত্মোৎকর্ষ স্থাপনের নৈসর্গিক পথ হইতে কখনই বিমুখ করিতে পারিবে না; তোমরা তাহাদিগকে দল বাঁধিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পার বা নাই পার, তাহাতে তাহাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না—তোমার ন্যায় জাত্যভিমানদৃপ্ত উপবীতধারী হইতে ব্যবহার জগতে তাহারা যে কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের সাহায্যে ব্যবস্থাপিত করিবেই করিবে। তাহাতে বাধা দিতে তুমি কে? তুমি তাহার সম্মুখে প্রলয়ঝটিকার মুখে তৃণ, প্রতিপদের কোটালের মুখে জীর্ণ তরণী ছাড়া আর কি হইতে পার, বল দেখি।" (১)

সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদশাস্ত্র প্রকাশ না করিতেন, তবে আমরা কেহ কখনই কোন বিষয়শিক্ষা করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে আদিতে কেহ শিক্ষা প্রদান না করিলে, আমরা কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারি না, এবং তজ্জন্যই পরম পিতা পরমেশ্বর, জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, জীবকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা দিবার জন্য, সৃষ্টির প্রথমেই বেদরূপ সত্যশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর দূরদর্শী এবং সূক্ষ্মদর্শী, তজ্জন্য তাঁহার নিয়ম বা আজ্ঞা একরস অর্থাৎ বারংবার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান মধ্যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রকাশিত রহিয়াছে, অতএব পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি সমস্ত অবগত আছেন। পরমেশ্বরের আজ্ঞা বা তত্ত্ব এক সময়, এক প্রকার মনুষ্যের উপযোগী ও অপর সময়, অন্য প্রকার মনুষ্যের রুচি অনুসারে প্রকাশ করিতে হয় না। বেদশাস্ত্র ত্রিকাল সত্য;

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত "সমাজ ও সংস্কার"—উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩১৭।

ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অতি শূদ্রাদি অর্থাৎ জীবমাত্রেরই জন্য, ঈশ্বর দয়াপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে ২৬ অঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাওয়া যায় যথা :—

যথে মাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাংশূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥ যজুর্ব্বেদ।

অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন, যে আমি সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের সুখকর, যেরূপ চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করিতেছি, তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ! তোমরাও মনুষ্য মাত্রকেই, এই বেদরূপ বাণীর উপদেশ করিবে। (কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই মন্ত্রে "জন" শব্দে দ্বিজ বুঝায়, কারণ কোন কোন স্মৃতিতে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই এরূপ লেখা আছে; ইহার মীমাংসা উক্ত মন্ত্রের শেষভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়) যথা—এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অরণায় অর্থাৎ অতি শূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। এখন দেখা কর্ত্তব্য, যে যখন স্বয়ং পরমেশ্বর বেদশাস্ত্রে জীবমাত্রকে সত্যজ্ঞানের উপদেশ দিতে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন যে বেদশাস্ত্র সকলের জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইস্থলে কেহ কেহ এরূপ শঙ্কা করিতে পারেন, যে কোন কোন শাস্ত্রে "স্ত্রী শূদ্রোনাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ এবং স্ত্রীশূদ্রাদ্বীজ-বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোক তথা শূদ্রাদি বেদ পড়িবে না। বেদশাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে, অতএব বেদশাস্ত্রে কিরূপে শূদ্রের অধিকার সম্ভব হয়? এস্থলে আমার বক্তব্য এই, যে বাস্তবিক উপরোক্ত বাক্যটী বা এই বাক্যের অনুযায়ী কোন মন্ত্র চারি বেদের মধ্যে কোন স্থলে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত ও অন্যান্য কল্পিত

বাক্যগুলি কেবল অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য আধুনিক স্বার্থী ও মিথ্যাচারী লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত মিথ্যাচারী মহাশয়দিগের পুস্তক পাঠ করিয়া আধুনিক অনেকেই, বাস্তবিকই বেদ, দ্বিজ ব্যতীত অপর কাহারও পড়িবার অধিকার নাই, এইরূপ সরল বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি কেহ চারি বেদ মধ্যে এরূপ বাক্য বাহির করিতে পারেন, তবে, তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে, পরন্তু যে বস্তু যাহাতে নাই তাহা কেহই দেখাইতে পারে না। উপরোক্ত যজুর্ব্বেদের মন্ত্রদ্বারা আমি স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছি যে বেদশাস্ত্রের মতেই বেদ সকলের জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে। বেদের প্রমাণের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত প্রমাণ। এ বিষয় এই প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিত আছে। বিশেষতঃ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে "নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ" অর্থাৎ যিনি বেদকে অবমাননা করেন বা নিন্দা করেন, তিনিই নাস্তিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাহাকেই নাস্তিক বলে, এরূপ লেখা আছে। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে, যে মহাত্মা জাবাল অজ্ঞাতকুল হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ঋষিত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারত গ্রন্থে চণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান্ বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গার্গী ঋষিকাকে বেদোপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে অপালা ও লোপামুদ্রা নামক স্ত্রীগণ বেদমন্ত্রের প্রকাশক ছিলেন। অধিক কি লিখিব কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি যাহা জন্মবিষয় সকলেই অবগত আছেন,* উক্ত মহাত্মা যে কেবল

* জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকাস্তু পরাশরঃ।

মহর্ষি হইয়াছিলেন এরূপ নহে, সাক্ষাৎ বেদশাস্ত্রকে ব্যাস অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডস্বরূপ বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বেদের প্রকৃতার্থ ব্যাস অর্থাৎ বিস্তার করিয়া, এবং যিনি নিজে বেদশাস্ত্রকে পাঠ করিয়া তাহার সারমর্ম্ম অবগত হইয়া জগৎবিখ্যাত বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত প্রকার উদাহরণ ও প্রমাণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসঙ্গ বাড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলাম। ফলকথা এই, উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল যে দ্বিজ ব্যতীত অন্য বর্ণে, এবং স্ত্রীলোকেও বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কেহ কেহ এমন কি মহান্ ঋষিত্বপদকেও লাভ করিয়াছিলেন।* বেদাদি সত্যশাস্ত্রের উপদেশ সকলকেই দেওয়া যায় এ বিষয়ে বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রেও অনেক প্রমাণ আছে, উদাহরণ স্বরূপ একটী উল্লেখ করিতেছি যথা—

"ব্রাহ্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।" "স্বীয় মন্ত্রং

বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তয়েপূর্ব্বমদ্বিজাঃ॥ এবং
গণিকা গর্ভ সম্ভূতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ
তপসা ব্রাহ্মণো জাতঃ সংস্কারি স্তত্র কারণম্॥

মহাভারত।

অর্থাৎ ব্যাস কৈবর্ত্ত জাত ও পরাশর ঋষি চাণ্ডালোৎভব হইলেও অন্যান্য নীচ কুলোদ্ভব লোকে যেরূপ নিজ সুকৃতি বশতঃ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও প্রাপ্ত হন। এইরূপে গণিকাগর্ভসম্ভূত বশিষ্ঠ ঋষি তপস্যা বলে বেদাদি সত্যশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* মৎপ্রণীত স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠনামক পুস্তকে এ বিষয় অনেক প্রমাণ আছে।

গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যোহবিচারয়ন্।" "পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতি স্ত্রিয়ম্।" "মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোপি চ॥"

অর্থাৎ হে মাহেশ্বরী! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না করিয়া গুরু আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা দান করিবেন। পরমেশ্বর সত্য-জ্ঞান-রূপ, বেদশাস্ত্রে কখন পরস্পর বিরোধী বাক্য বা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি চ বেদ ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে, পরস্পর বিরোধী বাক্য পাওয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু বেদ ঈশ্বর বাক্য, এজন্য ইহাতে কখনই পরস্পর বিরোধী বাক্য থাকিতে পারে না। বেদই মানবজাতির যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র; অতএব যাহা কিছু বেদ, বা বেদানুকূল তাহাই গ্রহণীয়, এবং যাহা কিছু বেদপ্রতিকূল, তাহাই অসত্য ও অগ্রাহ্য। অর্থাৎ বেদ শব্দে, বেদের জ্ঞান, তথা বেদের শব্দকে বুঝায়, কারণ সৃষ্টির প্রথমে বেদের শব্দ হইতে সমস্ত ভাষা গঠিত হইয়াছে, অতএব বেদের জ্ঞান, শব্দ ও ছন্দাদি সমস্তই বেদ। বেদ ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, অতএব ইহা নিত্য ও সত্য।

দ্বিতীয়তঃ বেদশাস্ত্র যে নিত্য ও সত্য, তাহা আর্য্যশাস্ত্রকার মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মহামুনি পাণিনি ও পতঞ্জলি ঋষির মত এইরূপ, যে শব্দমাত্রই নিত্য, কারণ শব্দে যত অক্ষরাদি অবয়ব আছে, তাহা সমস্তই কূটস্থ, অর্থাৎ নাশ রহিত ও তাহার কদাচ অভাব হয় না। কর্ণদ্বারা যাহা কিছু শ্রবণ করা যায়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, বাক্যের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় ও যাহা আকাশ মধ্যে থাকে, তাহাকেই শব্দ বলা যায়। বেদ সমস্ত শব্দের আদি কারণ, অতএব বেদ নিত্য। যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন, যে শব্দ উচ্চারিত হইবার পশ্চাতে নষ্ট হইয়া যায়, ও উচ্চারণ

করিবার পূর্ব্বেও শুনা যায় না, অতএব যেরূপ উচ্চারণক্রিয়া অনিত্য তদ্রূপ শব্দও অনিত্য ; ইহার উত্তর এই, যে শব্দ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র একরূসে পরিপূর্ণ, পরন্তু যে সময় শব্দ উচ্চারিত না হয়, তখন শব্দ প্রসিদ্ধ হয় না, পুনরায় যখন প্রাণ ও বাণীর ক্রিয়া দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখনই শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব বাণীর ক্রিয়া ও উৎপত্তির নাশ হয়, বাস্তবিক শব্দের নাশ হয় না, অতএব শব্দ নিত্য।

জৈমিনি মুনি তাহার পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে বলিয়াছেন "নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" পূর্ব্বমী অ ১ পা ১ সূ ১৮ অর্থাৎ শব্দের দ্বারাই শব্দের অনিত্যতা শঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে। শব্দ নিত্য ও নাশ রহিত, কারণ উচ্চারণ ক্রিয়া দ্বারা যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, তাহা উক্ত শব্দের অর্থ জ্ঞাত হইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। শব্দ অনিত্য হইলে, শব্দের অর্থ জ্ঞান প্রতীতি হইতে পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে লিখিত আছে—

"অথ শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণং" এবং "বিরোধেত্বনপেক্ষ্যংস্যাৎ, অসতিহ্যনুমানং"

পূর্ব্ব মী অ ১ পাদ ৩ সূ ৩।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদ বা শ্রুতিপ্রমাণ সর্ব্বোপরি প্রধান, যখন শ্রুতি ও স্মৃতির কোন বিষয় অনৈক্য হয় তখন স্মৃতি অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য, এবং যদি শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না ঘটে তবে সেই মূল শ্রুতির অনুমান করা (প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা) কর্ত্তব্য।

আমাদিগের জানা উচিত, যে আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফল জন্য কষ্ট পাইয়া থাকি, বিশেষতঃ ঈশ্বরের ন্যায়ানুসারে আমরা যে কষ্ট প্রাপ্ত হই তাহাও, আমাদিগের হিতার্থে ঘটিয়া থাকে, কারণ কষ্টভোগ দ্বারা আমাদিগের পাপশান্তি হয়। পাপ ভোগ ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ে নষ্ট হয়

না। ঈশ্বর পরম দয়ালু, আমরা যাহাতে সুখী হই, পরমাত্মা সদা তাহাই ইচ্ছা করেন, এজন্য তিনি কখনই আমাদিগকে সামান্য অপরাধ জন্য, অনন্ত নরক রূপ কষ্ট ভোগ করাইবেন না। আরও দেখ, কারণের অনুরূপই কার্য্য ঘটিয়া থাকে, এজন্য স্বল্পগুণযুক্ত জীবের কর্ম্মফল, কখন অনন্তফলযুক্ত হইতে পারে না। মনুষ্যদিগের ধর্ম্মাধিকরণেও, প্রথম অপরাধে প্রায়ই অত্যন্ত অধিক বা শেষ গুরুদণ্ড দেওয়া যায় না, তখন পরম কারুণিক পরমাত্মা যে এরূপ অন্যায় বিচার করিবেন তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে এরূপ ন্যায়বিহীন কঠোর আজ্ঞা লিখিত আছে, তাহা কখনই ঈশ্বর প্রত্যাদেশ হইতে পারে না। পুনশ্চ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ লোক মাত্রেরই জন্য পরমেশ্বর কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী, ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলে কাহারও সুপারিস্ লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, অতএব যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপারিসের আবশ্যক, তাহা কখনই পরমাত্মার আজ্ঞা বা তাহার নিত্য জ্ঞান হইতে পারে না।

৯। ঈশ্বর প্রত্যাদেশ মনুষ্যমাত্রেরই কল্যাণ জন্য হওয়া উচিত, এবং ইহা ত সকলেরই অধিকার থাকিবে, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ মনোনীত জাতি, বা বিশেষ বর্ণ জন্য হইতে পারে না। ইহাতে পক্ষপাত থাকিতে পারে না।

সম্প্রতি বেদশাস্ত্র যে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা প্রধান, তাহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছি যথা—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাম্ বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥"

ব্যাস সংহিতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৪।

অর্থাৎ যে স্থানে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হয়,

তথায় বেদ কথিত বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও প্রামাণিক ; এবং যেস্থলে স্মৃতির সহিত পুরাণের অনৈক্য হয়, তথায় স্মৃতি বাক্যই গ্রহণীয়।

উপরোক্ত ব্যাস সংহিতার শ্লোক দ্বারা বেদ যে সর্ব্বশাস্ত্রোপরি গ্রহণীয় তাহা প্রমাণিত হইল।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে যথা—

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ ॥

মহাভারত।

অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের পক্ষে বেদই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ ও দেশাচার ও লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। এস্থলে বেদ যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার আদি হইতে প্রবল ও প্রমাণীয়, তাহা সিদ্ধ হইল।

পুনশ্চ মনুসংহিতাতে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা।
শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ ॥"
"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥"
"অর্থ কামেষসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥"

মনু অধ্যায় ২, শ্লোক ৮, ১২ ও ১৩।

অর্থাৎ সংসারে যত প্রকার শাস্ত্র আছে, বিদ্বানগণ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, বেদ প্রমাণক ধর্ম্মকে, একমাত্র অবলম্বন করণের উপযুক্ত বোধে, স্বধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। বেদ, স্মৃতি, সদাচার

অর্থাৎ সাধুদিগের আচার, অথবা সদা প্রাচীন কাল হইতে যে যে উত্তম আচার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এবং আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ যাহা অন্তরাত্মা ইহা উত্তম কর্ম্ম এরূপ বলিয়া দেন সেই কার্য্যটী, এই উপরোক্ত চারিটী ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া আর্য্য ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যগণ অন্তর হইতে অর্থ এবং কামনায় আসক্তি শূন্য না হইলে, কদাচ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন না, এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে বেদশাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান উপায় ও প্রমাণ। উপরোক্ত মনু-সংহিতার শ্লোক দ্বারা বেদ যে সর্ব্বোপরি প্রমাণীয় গ্রন্থ তাহা দর্শিত হইল, এখন বেদ-বিরুদ্ধ গ্রন্থ যে অগ্রাহ্য ও অসত্য তাহাই বলিতেছি যথা—

"পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্যতমোনিষ্ঠাহিতাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তেচ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাককালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥"

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোক ৯৪, ৯৫ ও ৯৬।

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই পিতৃ, দেব ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষুস্বরূপ। ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়, ইহা স্থির মীমাংসা। যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-বহির্ভূত, এবং যে সকল শাস্ত্র কুদৃষ্টি প্রেরিত, পরকাল সম্বন্ধে সেই সমুদায় শাস্ত্রকে নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কারণ সেই সমস্ত শাস্ত্রগুলি তমগুণ কল্পিত, অতএব যথার্থ হইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু মনুষ্য কল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে— আধুনিকতা হেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানা উচিত।

যখন দেখিতেছি যে বেদশাস্ত্রই ধর্ম্মের একমাত্র আকর স্বরূপ, তখন যে সকল লোকের বেদে অধিকার নাই, তাহার বাস্তবিক ধর্ম্মে অধিকার থাকিত না, অতএব তাহারা "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" হইবে সন্দেহ নাই। সমানা কেন, পশু অপেক্ষা অধমও হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মের অধিকার যখন মনুষ্যমাত্রেরই আছে, তখন বেদশাস্ত্রের পঠন পাঠনের ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার অধিকার যে মনুষ্যমাত্রেরই আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ পাইয়া পরমপদ লাভ করাই, জীবের বিশেষতঃ মনুষ্যের এক মাত্র পরম পুরুষার্থ বা প্রয়োজন। এক্ষণে দেখিতেছি যে বেদোক্ত রীত্যনুসারে কার্য্য করিলেই জীব পরামুক্তি প্রাপ্ত হন, অন্য কোন উপায়ে পাইতে পারেন না, তজ্জন্য মনুষ্যমাত্রেরই বেদানুকূল কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদা রত থাকা কর্ত্তব্য। ভগবান মনু বলেন "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং" অর্থাৎ বেদই একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের মূল।

এখন বেদ যে সমস্ত বিদ্যাকে প্রকাশ করিয়াছে, ও বেদে যে সমস্ত বিদ্যার বীজ নিহিত আছে, তাহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছে, যথা—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যম্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি ॥
শব্দ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাবেদ প্রসূয়ন্তে প্রসূতি গুণকর্ম্মতঃ ॥
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎপরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্ ॥

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোঃ ৯৭. ৯৮. ৯৯।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি চারি জাতি, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়, তথা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ইহা সমস্তই বেদ হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমুদায়ই বেদপ্রসূত। গুণ কর্ম্মানুসারে বেদই সকলের প্রসূতি। সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিয়া আছেন। জ্ঞানীলোকেরা বেদকে মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় বলিয়া স্বীকার করেন। ইত্যাদি।

"বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকাল মতন্দ্রিতঃ।
তংহ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোহন্য উচ্যতে॥
বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিস্মরতি পৌর্ব্বকীম্॥
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাংগতিম্॥

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯।

অর্থাৎ অবসর পাইলেই আলস্য রহিত হইয়া বেদশাস্ত্র মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন বা অভ্যাস করিবে, কারণ বেদাধ্যয়ন ও বেদের যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কার্য্য করাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; অপর যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা যায়। সতত বেদাভ্যাস, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব, এই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণ জাতিস্মর হন, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান লাভ করিয়া, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রম বিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। যথাশক্তি এই সমুদায় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেই, মনুষ্যগণ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। পুনশ্চ—

"বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

মনু অধ্যায় ১২ শ্লোক ১০২।

বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে বাস করুন না কেন, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

এখন বেদকে অগ্রাহ্য করিলে মনুষ্যকে নাস্তিক হইতে হয় তাহারই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি যথা—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।"

২য় অধ্যায় ২ শ্লোক ১১।

যিনি বেদ এবং বেদানুকূল আপ্তপুরুষ কৃত শাস্ত্রের অবমাননা করেন সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণের নিকট হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত। অতএব মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে সকলেই যেন বেদোক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। *

আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রাদির বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠনের অধিকার নাই, এমন কি প্রণব বা বেদমন্ত্রাদি শূদ্রের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে; এবং যে স্থানে প্রণব বা বেদমন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়, তথা হইতে শূদ্রের প্রস্থান করা বা কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কর্ণদ্বার রুদ্ধ করা উচিত; যদি দৈবাৎ কোন শূদ্র হঠাৎ বেদমন্ত্র শ্রবণ করে, তবে সীসক গলাইয়া তাহার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক বেদশাস্ত্র উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন ও হৃদয় বিদীর্ণ করা কর্ত্তব্য, ও এরূপ কর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ইত্যাদি, নচেৎ

* শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত প্রণীত—বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়।

মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। কোন কোন নবীন গ্রন্থে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" অর্থাৎ স্ত্রীলোক শূদ্র ও দ্বিজ বন্ধুগণ বেদাদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহেন ইত্যাদি প্রমাণ লিখিত আছে। এখন বক্তব্য এই যে যদি কেহ চারি বেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে উক্ত রূপ মর্ম্মের মন্ত্র বাহির করিতে পারেন, তবে তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে। পরন্তু চারি বেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে, কোন স্থানেই এরূপ মর্ম্মের মন্ত্র নাই, বরং ইহার বিপরীত অর্থের মন্ত্র ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ বেদাদি শাস্ত্র দ্বিজ ব্যতীত অপর পঠন ও পাঠনের অধিকার আছে, এক্ষণে তাহাই বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চারি বেদ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বা উপনিষদের কোন স্থলেই শূদ্রাদির বেদ পাঠ নিষেধ করিয়াছে এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে যদি বেদের সংহিতা ভাগ হইতে শূদ্রাদিকে বেদাদি শাস্ত্র পাঠের অধিকার সম্বন্ধে কোন মন্ত্র দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র যে সকল বর্ণের জন্যই প্রকাশিত করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যথা—

ব্রহ্ম বৈ স্তোমানাং ত্রিবৃৎ ক্ষত্রং পঞ্চদশোবিশঃ সপ্তদশঃ শূদ্রো বর্ণ একবিংশঃ।

৪ ঐতরেয় পং ৮ অ০ ১

অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম প্রকরণে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ নয়টী অগ্নিষ্টোম করিবে, ক্ষত্রিয় ১৫টী বৈশ্য ১৭টী ও শূদ্র ২১টি করিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রের যখন যজ্ঞাদি সম্পাদনে অধিকার আছে, তখন তাহার বেদশাস্ত্র উচ্চারণেরও তৎসঙ্গে অধিকার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ যজ্ঞ কালে বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি দিতে হয়। পুনশ্চ

বৈদিক কোষরূপ নিরুক্তগ্রন্থে পূর্ব্বষ্টক্ অধ্যায় ৩ খ০ ২ স্থানে লিখিত আছে যে স্তোম শব্দের অর্থ বেদমন্ত্র, অতএব শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রা পা ৪ খ ২ এ "হারেত্বাশূদ্র" ইত্যাদি বচন দ্বারা জানশ্রুতি নামক শূদ্রকে মহর্ষি রায়িক বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, পুনশ্চ ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদের প্র০ ৪ খ০ ৪ স্থানে অজ্ঞাতকুল জাবল নামক বালককে গৌতম ঋষি উপনয়ন সংস্কার করাইয়া বেদাদি বিদ্যা পাঠ করাইয়াছিলেন। তৎপরে ঋগ্বেদের মণ্ডল ১০ অনুবাক্ ৩সূক্ত ৩০ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত চারি সূক্তের ঋষি কবষ এলুষ ছিলেন, এরূপ লেখা আছে। এই কবষএলুষ শূদ্রজাতি ছিলেন, যাহার প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চিকা ২ অ০ ৩ স্থানে লিখিত আছে। কৌশীতকীয় ব্রাহ্মণের ১২-৩এ লিখিত আছে যে পূর্ব্বোক্ত-সূক্তের কবষএলুষ ঋষি বেদ প্রচারক ছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রের বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রবণের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কতকগুলি নবীন ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে যে শূদ্র যদি বেদ মন্ত্র শ্রবণ করে, তবে তপ্ত সীসক গলাইয়া তাহার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিবে, যদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন ও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিবে ইত্যাদি। পুনশ্চ বেদ শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান উপদেশ দিয়াছেন

সত্যমহং গভীরঃ কাব্যেন সত্যঞ্জাতেনাস্মি জাতবেদা, ন মে দাসো ন মেআর্য্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহং ধরিষ্যে।

৩ অথর্ব্বকা০ ৫ অ২। ব ১১

অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন হে মনুষ্য! আমি সত্য স্বরূপ মহাগম্ভীর এবং নিত্য বেদবিদ্যাকে প্রকট করিয়াছি এজন্য আমাকে জাতবেদ বলিয়া জানিবে। আমি কোন দাস অর্থাৎ শূদ্র বা অনার্য্য বা আর্য্যের

পক্ষপাত করি না, পরন্তু যেজন আমার কথিত ন্যায়াচরণ স্বরূপ সত্য ব্রতাজ্ঞা পালন করিবে আমি তাহাকেই উদ্ধার করিব।

এখন আপনারা গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন, যে যখন স্বয়ং পরমেশ্বর বেদ বচন দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন, যে দ্বিজ ও শূদ্রাদির বিষয় আমি পক্ষপাত করি না, যে কেহ বেদানুকূল ন্যায়াচরণ রূপ মার্গে বিচরণ করিবে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করিবেন, তখন যে উপরোক্ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বেদের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্য হইতে পারে না, এজন্য যদি ঐরূপ শ্লোক ভগবান মনুর নিজেরও কথিত হইত, তথাপি বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া উহা কখনই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পরন্তু ঐ গুলি বাস্তবিক মনুর কথিত নহে, ঐ গুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে যে সকলেরই অধিকার আছে, ও যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রাদির ভেদ নাই, ইহা প্রতিপাদনার্থ জৈমিনী ঋষি বলিয়াছেন।

"ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।

৪ পূমী অ০ ৬ পা ১

অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই ফল প্রদান করে, এজন্য বিদ্যাভ্যাস ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। পুনশ্চ সকল প্রকার শুভকার্য্য যে মানব মাত্রেরই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, তাহাই জৈমিনী ঋষি আদেশ করিতেছেন যথা।

কর্ত্তৃবা শ্রুতি সংযোগাদ্বিধিঃ কার্ত্স্নেন গম্যতে।

পূ০মী অ০ ৬ প ১

অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে যিনি সমর্থ হইবেন, তাহার শ্রুতি সংযোগে উক্ত কর্ম্ম করিবার সর্ব্বথা অধিকার আছে। উপরোক্ত জৈমিনী বচন দ্বারা স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে, যে শ্রৌত যজ্ঞ, অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞ, যাহাতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এরূপ যজ্ঞে শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পুনশ্চ শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

এহীতি ব্রাহ্মণস্যাগহ্যাদ্রবেতি বৈশ্যস্য চ রাজন্য বন্ধোশ্চাধাবেতি শূদ্রস্য।

শ০ কা ১ প্র ১ অ০ ১ ব্রা০ ৪ কং ১৯

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই, বেদ মন্ত্র পাঠদ্বারা যজ্ঞের হবিকে শুদ্ধ করিবে। আপস্তম্ব সূত্রেও এইরূপ লেখা আছে।

হবিষ্ কৃদেহীতিঃ ব্রাহ্মণস্য হবিষ্কৃদাগহীতি
রাজন্যস্য হবিষ্ কৃদা দ্রবেতি বৈশ্যস্য হবিষ্
কৃদাধাবেতি শূদ্রস্য প্রথমং বার সর্বেষাম্

আপস্ত শ্রৌ সূ প্র ১ কং ১৯

ইহার তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞ করিবার সময়, পূর্ব্বোক্ত পৃথক পৃথক মন্ত্র দ্বারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি হবিঃ শুদ্ধ করিবে; অথবা প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়াই, চারি বর্ণের সকলেই হবিকে শুদ্ধ করিবে। এখন এই সূত্রের দ্বারা শূদ্র যে বেদ মন্ত্র পাঠ করিতে পারে তাহা সিদ্ধ হইল।

সম্প্রতি শূদ্রজাতিদিগের মধ্যে নাপিত অর্থাৎ নরসুন্দর ও অতিশূদ্র নিষাদ পর্য্যন্তও বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারই শ্রৌত সূত্রের প্রমাণ দিতেছি।

গোভিল গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে—

আচান্তোদকায় গৌরিতি নাপিত ব্রূয়াৎ। মুঞ্চ গা বরুণ পাশাৎ।

১৯ গোভি সূপ্র ৪ কং ১০ টীং তমেব নাপিতং মুঞ্চ গামিতি মন্ত্রং ব্রূয়াৎ।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র নাপিতকে শ্রবণ করাইবে ইহার দ্বারা নাপিতের বেদাধিকার সিদ্ধ হইল। পুনশ্চ আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে লিখিত আছে—

তথৈবাবৃতা নিষাদস্থপতিংযাজয়েৎ॥ ১২ আপ শ্রৌ সূ প্র ৯ কং ১৪

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে যাহা প্রতিপাদন করা হইল, তাহা সমস্ত নিষাদ দ্বারা সম্পন্ন করাইবে, অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রে, অনুবাক সহিত সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র যে অতি শূদ্র নিষাদ পর্য্যন্তেরও অধিকার আছে তাহা সিদ্ধ হইল।

পুনশ্চ মহাভারতেও লিখিত আছে, যে চারি বর্ণকেই বেদোপদেশ করা কর্ত্তব্য যথা—

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বাব্রাহ্মণে মগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম॥

মহা-শা প অ ৩২৮

অর্থাৎ বেদব্যাস জৈমিনীকে উপদেশ দিতেছেন, যে তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে ক্রমশঃ বেদের উপদেশ করিবে, কারণ বেদাধ্যয়ন করা মনুষ্যের মুখ্য কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। এই শ্লোকের কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন, যে ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া চারিবর্ণকে বেদোপদেশ করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে ও অপর বর্ণে তাহা শুনিবে; এরূপ অর্থ যদিচ যথার্থ নহে, পরন্তু ইহাতেও সিদ্ধ হইতেছে, যে শূদ্রদিগকে বেদ মন্ত্র শুনান কর্ত্তব্য, ও যদি শূদ্র বেদমন্ত্র হঠাৎ শ্রবণ

করে, তবে তপ্ত সীসক তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, বরং শূদ্রকেও বেদোপদেশ করা কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা মহাভারত দ্বারা প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ "চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।" মহাভারত

অর্থাৎ জ্ঞান যজ্ঞ * যাহা সকল যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তাহাতেও চারিবর্ণকে মহাভারতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৎপরে কেহ কেহ এরূপ শঙ্কা করেন, যে শূদ্রের বেদাধিকার থাকিতে পারে না, কারণ তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য ও উপনয়ন সংস্কারের অধিকার নাই; বিশেষতঃ দ্বিজদিগের সন্তানের উপনয়ন সংস্কার হইলেই, তাহারা বেদারম্ভ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া থাকেন। ইহার উত্তর শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ সর্ব্বেষাং পালনে গৃহী।

অর্থাৎ সকল মনুষ্যেরই অর্থাৎ চারিবর্ণেরই বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য ব্রহ্মচারী হওয়া কর্ত্তব্য। এবং সকল প্রকার আশ্রমীর প্রতিপালনার্থে লোকের যথা সময় গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

তৎপরে বেদের পারস্কর গৃহ্যসূত্রে লেখা আছে

শূদ্রাণামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়ন্।

অর্থাৎ যে শূদ্র দুষ্টকর্ম্মাণুরত নহে, তাহার উপনয়ন সংস্কার করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ দুষ্টকর্ম্মযুক্ত শূদ্রেরই উপনয়ন সংস্কার নিষেধ জানিবে। †

---

* শ্রেয়ান্ দ্রব্য ময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। গী অ ৪ শ্লো ৩৩

† আপস্তম্ব সূত্রের প্র ১ প ১ ৫ম সূত্রে দুষ্টকর্ম্মযুক্ত ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত উপনয়ন নিষেধ লেখা আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেন—

শূদ্রাণাং ব্রহ্মচর্য্যত্বংমুনিভিঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।

ঐই বচন দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যব্রতাধিকার সিদ্ধ হয়।

পুনশ্চ "শূদ্রা বাজসনেয়িনঃ" এবং "শূদ্রোবা চরিত ব্রতঃ" ইত্যাদি বশিষ্ঠ ও গৌতমের প্রমাণ-দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধিকার শাস্ত্রানুমোদিত। আমরা এবিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারি, পরন্তু উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে শূদ্রের বেদাধিকার, বেদ ও বেদানুকুল শাস্ত্রের অনুমোদিত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মন্ত্রের ঋষি. শূদ্রোকুলোদ্ভব কবষ এলুষ ছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আর অনেক এ বিষয়ের প্রমাণ আছে, পরন্তু পুস্তক অনর্থক বাড়িয়া যাইবার ভয়ে নিরস্ত হইলাম। ফল কথা উপরোক্ত বিষয় বিচার করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বেদ শাস্ত্রে স্ত্রী শূদ্রাদির কেবল যে পঠন পাঠনাধিকার আছে তাহা নহে, পরন্তু, উপরোক্ত ও অন্যান্য স্ত্রী শূদ্রাদি ঋষিগণ, বেদমন্ত্রের তত্বজ্ঞ প্রচারক ও উপদেশক পর্য্যন্ত ছিলেন। ইহাপেক্ষা অধিক আর কি বেদাধিকারের প্রমাণ হইতে পারে? এজন্ত বুঝা উচিত, যে ব্রহ্মবিদ্যা ও বেদাদি সত্য শাস্ত্র, সকলের জন্যই ঈশ্বর প্রদান করিয়াছেন। যে কেহ চেষ্টা করিবেন, তিনিই অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে জাতি বর্ণ আদির কোন বিধি নিষেধ নাই। একজন সাধু বলিয়াছিলেন—"জাঁতি পাঁতি নহি পুছে কোই, জো হরিকে ভজে সোই হরিকে হোই। অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভজনা সম্বন্ধে জাতি পাঁতি নাই, যে কেহ একান্ত মনে তাহাকে বৈদিক রীত্যনুসারে উপাসনা ও ভজনা করিবে, ঈশ্বর তাহাকেই দয়া করিয়া থাকেন।

আমি যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রের বচন দ্বারা ও অথর্ব্ব বেদ ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা শূদ্র ও অতিশূদ্রাদিরও সে বেদপাঠে অধিকার আছে তাহা সিদ্ধ করিয়াছি। যুক্তি মতেও, বেদে যে সকলের অধিকার আছে, তাহাও বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যখন বেদ সদুপদেশে পরিপূর্ণ, তখন যে শূদ্র, সদুপদেশ পাইবার জন্য সেই বেদ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল স্বার্থপর মনুষ্যদিগের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। দেখ স্বার্থের বশীভূত হইয়া পতিত অনার্য্য ব্রাহ্মণগণ

"পতিতোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়।"

ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

পুরাকালে শূদ্রে যে বেদ পাঠ করিত, তাহার প্রমাণ কবস ঋষি। ইনি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান্ বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। নারদ ঋষি দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহা বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল ঋষি অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও মহান্ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। এরূপ প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যাহা হউক উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে বেদাদি, যে কেহ পড়িতে ইচ্ছা করে, সেই তাহার অধিকারী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বেদশাস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই জন্য পরমেশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন, কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য প্রকাশ করেন নাই। বলিতে কি বেদ শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও তদনুযায়ী আচরণ না করাই, আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অধোগতির একমাত্র কারণ। যত দিন আমরা বেদের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিতাম, তত দিন

এদেশে ধন, ধান্য, যশ, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্য বিরাজমান ছিল। সে সময় আর্য্যেরা ইহকালে ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার বলে, সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়া, দেহান্তে নিঃশ্রেয়সরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ ছিলেন। বেদাজ্ঞা পালন ভিন্ন মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। সে সময় এদেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়েই মুক্তির অধিকারী ছিলেন। *

বেদ পাঠে অধিকার।

কোন কোন সামাজিক হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদ পাঠ ওঁকার মন্ত্র বা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার শূদ্র ও স্ত্রীলোকদিগের নাই। কিন্তু তোমরা গম্ভীর ও শান্তচিত্তে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক এ বিষয়ের সারভাব গ্রহণ কর যাহাতে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া জগতের মঙ্গল হইবে। যাহার ঘরে অন্ধকার আছে, তাহারই অগ্নির প্রয়োজন; যাহার অন্ধকার নাই তাহার অগ্নির প্রয়োজন নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহারই জ্ঞানরূপ আলোকের প্রয়োজন। বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার যে বিধি আছে তাহা অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহাতে তাহারা অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানমুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে, ইহাই অভিপ্রায়।

---

* শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত প্রণীত স্ত্রী-শূদ্রাদির বেদ পাঠ।

জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য বেদশাস্ত্র পাঠ, ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রোয়াজন নাই। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহা নহে। অজ্ঞান অবস্থাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই না বুঝিয়া বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওঁকার ও ব্রহ্মগায়ত্রী জপে ও স্বাহা বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার অধিকার নাই। বেদপাঠ করা জ্ঞান বিস্তারের জন্য। জ্ঞান বিস্তার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য অতএব বেদপাঠ অজ্ঞান ব্যক্তির জন্য। শূদ্র অর্থে অজ্ঞান। অতএব বেদপাঠ শূদ্রের জন্য। জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞানীর জন্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ অর্থে জ্ঞানী অতএব ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞানশিক্ষা অর্থাৎ বেদপাঠ নিষ্প্রয়োজন। যদি শাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলে জানিবে যে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের সকল বিষয়ে অধিকার আছে। যেহেতু শূদ্র অজ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে ও ব্রাহ্মণ জ্ঞান অবস্থাপন্নকে বলে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কো ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জগৎময় আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম একই অবস্থার নাম। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্ম। অতএব বিচার করিয়া দেখ ব্রহ্ম প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই বেদপাঠ ও ব্রহ্মগায়ত্রী বা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন নতুবা অন্য কোনও প্রয়োজন নাই। যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তিনি অজ্ঞান তাঁহাতেই শূদ্র সংজ্ঞা হয়। তাঁহারই জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য বেদপাঠ ব্রহ্মগায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ ও অগ্নিতে আহুতি দিবার প্রয়োজন। এবং তিনিই ইহার অধিকারী। ইহাও সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, শূদ্র ও স্ত্রী কাহাকে বলে। যদি স্থূল শরীরকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের স্থূল শরীর শূদ্র ও স্ত্রী হইবে, আর

যদ্যপি আত্মাকে শূদ্র বা স্ত্রী বল তাহা হইলে সকলের ইন্দ্রিয় ও আত্মা শূদ্র ও স্ত্রী। যতদূর পর্য্যন্ত জীবের বোধাবোধ বা মনের গতি আছে এবং যাহার দ্বারা বোধাবোধ হইতেছে শাস্ত্রে তাহাকে প্রকৃতি, শক্তি, স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যে ভাবে বোধাবোধ ও মনের গতি নাই অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি এবং শক্তির অতীত তাহাকে শাস্ত্রে চৈতন্য বা পুরুষ বলে। অতএব শক্তিবিহীন পুরুষ অনধিকারী, কেননা অক্ষম এবং চেতন স্ত্রী অধিকারিণী, কেননা সক্ষম। স্বরূপ কিছুই পক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ কারণ পরব্রহ্মই, কারণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞান, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত কর্ম্ম করিবার অধিকার ও বিধি আছে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও শাস্ত্রে লিখা আছে যে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব মাতা পিতার রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তখন সেই জীবকে শূদ্র বলা হয়, আর যখন সেই শূদ্র জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সৎ সংস্কার হয়, তখন সেই জীবকে দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য। এবং যখন সেই জীব বেদপাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করে ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হয়, তখন তাহার নাম বিপ্র হয়। বিপ্র অর্থাৎ যাহার তেজ, বল, জ্ঞান ও শক্তি আছে। এবং যখন সেই জীব ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ তিনি জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হয়েন সেই অবস্থাতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আরও লিখা আছে :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য

করিবে, সেই ব্রাহ্মণ হইবে ; এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও লিখিত আছে যথা :—

বিপ্রাদ্দ্বি ষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দ
বিমুখাৎ শ্বপচো বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি
সকুলং নতু ভূরিমানঃ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধশূন্যতা, যজ্ঞ দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণুভগবানে অর্থাৎ পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠাভক্তি যুক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম। এবং যিনি চণ্ডাল হইয়াও আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সকল বিষয়ের অধিকারী। তিনি আপনাকে ও নিজ কুলকে পবিত্র করিয়া জগতের মঙ্গল করেন। পৃথিবীও তাঁহার গুণে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বহন করিতে আনন্দ পান।

যজুর্ব্বেদে লিখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়চারণায় ॥

অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম এই যে কল্যাণকর বাক্য

কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আত্মীয় অনাত্মীয় প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠে বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র—চণ্ডাল প্রভৃতি—স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে, ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরুকে উপাসনা করিবে। তাহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে, যিনি সত্য বলেন তাঁহাকেই বেদ জানিবে। সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতরে বাহিরে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবে। দ্বিতীয় কেহ সত্য নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ।

পরমার্থে অধিকারী অনধিকারী।

পারমার্থিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, কাহারও অনধিকার কল্পিত হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমাত্মাকে ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পনা করিতেছেন, কেহ অপর প্রকার। যিনি যে নাম-রূপ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন তিনি অন্য নামরূপ নির্দ্দেশকের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। উভয়েই বিবাদ অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। যাঁহার যে ক্রিয়াতে সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকার কল্পিত হয় নাই তাহাদিগকে নাস্তিক, পাষণ্ড, অধার্ম্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশতঃ সকলেই ইষ্টভ্রষ্ট ও পরস্পর শত্রু হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ অধিকারী অনধিকারী কল্পনা। কিন্তু সকলেরই সৎপথে অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। কারণ এক সত্য হইতেই স্ত্রী-পুরুষ জীবসমূহের উৎপত্তি। এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, পারমার্থিক বিষয়ে অধিকার অনধিকার স্বার্থ ও পক্ষপাতপরায়ণ মনুষ্যের কল্পিত, কি পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট? পরমেশ্বর যে জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্যথা করিতে পারে না। যেমন জলজন্তুর জলে বাস করিবার

অধিকার ও খেচর জীবের আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার। সহস্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর হইবে না। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বুঝিবে।

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার সে বিষয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন খেচর জীবের জলে বাস করা অনধিকারও বটে এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন হানি লাভ নাই। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকার অধিকার হইবে না, নিষেধ করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। কেননা তাঁহাতে সকলেরই প্রয়োজন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও হিত হয় না। এ নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর একটি কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অনধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকার বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্মার বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, অপরের নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে স্বত্বাধিকার জন্মিতে পারে? তাঁহাকে কি কেহ ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে পারিবে না?

এইরূপ স্বার্থবশতঃ তোমরা যে ক্ষেত্র বা বাগান আপনার বলিয়া

জান, তাহাতেই জল দাও।' কিন্তু ঈশ্বরে আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি যখন জল বর্ষণ করেন তখন সর্ব্ব স্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইতে যত্ন করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ বা ধর্ম্ম ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সকলেরই সমান। তিনি সকলেরই আত্মা ও প্রিয়, তাহাতে কাহারও অনধিকার নাই।

ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর বা সমদর্শী জ্ঞানী নহেন—স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ধ্রুব সত্য।

ভাবিয়া দেখ এক মাতাপিতার দশ পুত্রকন্যার মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে বা তাঁহাদিগকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মাতাপিতা প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্যার মঙ্গল সাধন করেন, না, অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুত্র কন্যা ইহা দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হন যে, "আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক আপন মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।" কেবল কুপাত্র পুত্র কন্যাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে। পুত্র কন্যারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাতা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ সাকার, নিরাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মাতাপিতা। এই বিরাট পুরুষ ওঁকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্রী-পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম-শরীর গঠিত

হইয়া ওঁকার রূপই রহিয়াছেন এবং অন্তে ইহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ্ পাইতেছে। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে। তোমরা জগদ্বাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পালন করিবে এবং "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র যে তাঁহার নাম তাহা সর্ব্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে দ্বিধাশূন্য হইয়া ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক প্রাণ বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মনে মনে জপিবে। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন।

রামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বী বধ

রামচন্দ্র বা ঈশ্বর শূদ্র তপস্বীকে হত্যা করিয়া মনুষ্যকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকে স্বার্থবশতঃ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, এক পক্ষে হিন্দু আর্য্যগণ রামচন্দ্রকে পূর্ণপরব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন ও অপর পক্ষে তাঁহারাই বলেন যে রামচন্দ্র শূদ্রজ্ঞানে তপস্বীকে বধ করিলেন; তাহাতে দেশে অকাল-মৃত্যু বন্ধ হইল। আরও বলেন যে, তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ স্থাপন, সীতা দেবীর জন্য ক্রন্দন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিলেন।

এস্থলে বিচার পূর্ব্বক দেখা উচিত যে, যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম শূদ্র সংজ্ঞা কি তাঁহার অন্তর্গত নহে। এক পূর্ণ বা সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য শূদ্র তাঁহার অন্তর্গত বা বহির্ভূত কোথা হইতে আসিল? এ জ্ঞান রামচন্দ্রের

কি ছিল না, যে আমারই কল্পিত নাম শিব অথবা স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহেরই নাম শিবলিঙ্গ? কারণ লিঙ্গ, সূক্ষ্ম লিঙ্গ, স্থূললিঙ্গ, স্ত্রী, পুরুষ জীবসমূহ চরাচরকে লইয়া অনাদি পূর্ণলিঙ্গ যাঁহার উদ্দেশ্যে "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হয় তাঁহাকে কি তিনি চিনিতেন না যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ পূজা করিবেন? সতী যে সীতা সাবিত্রী জগজ্জননী সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী পরব্রহ্মের স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমতী, এ জ্ঞান কি তাঁহার ছিল না? তিনি কি জানিতেন না যে, শক্তি ছাড়া পরব্রহ্ম নাই ও পরব্রহ্ম ছাড়া শক্তি নাই? পরব্রহ্মই শক্তি ও শক্তিই পরব্রহ্ম, যাঁহারা চরাচর কোন স্থানে ছেদ নাই। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্য নাই যে একটী রামচন্দ্র সত্য, দ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য, তৃতীয় সত্য তাঁহার শক্তি সতী সীতা সত্য ও চতুর্থ রাবণ ও সীতা হরণ সত্য ও শূদ্র সত্য হইবেন। এ বিষয়ে রামচন্দ্রের কি জ্ঞান ছিল না যে, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া ছিলেন? সত্যের জন্য সত্য কাঁদিয়াছিলেন, না, মিথ্যার জন্য মিথ্যা কাঁদিয়াছিলেন? তিনি যদি সত্য পরব্রহ্ম হন তাহা হইলে এই সকল কার্য্যগুলি অজ্ঞান স্বার্থপর লোকের কল্পিত রচনা জানিবে! রামচন্দ্র কখনও এরূপ অজ্ঞানের কার্য্য করেন নাই, করিবেন না—ইহা অসম্ভব। ইহা সমদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তির কার্য্য নহে। যদি তিনি এরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি অবতার, পূর্ণপরব্রহ্ম, সমদর্শী বা জ্ঞানী ছিলেন না। তিনি মূর্খ জীবসংজ্ঞক হইয়া মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের উৎপন্ন সামান্য মনুষ্য সমদর্শী জ্ঞানী এইরূপ কার্য্য কখনও করিবেন না ও এসমস্ত কথায় বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, সমস্তই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ।

তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়া কি প্রকারে এইরূপ অজ্ঞানের কার্য্য করিবেন ? সমদর্শী জ্ঞানী যদি জীব বধ করেন তাহা হইলে জীবসমূহকে সমভাবে বধ করিবেন ও যদি রক্ষা করেন তাহা হইলে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া রক্ষা করিবেন। তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিবেন যেরূপ কোটী কোটী পিপীলিকাকে বধ করিলে পাপ পুণ্য হয় বা হয় না সেইরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী গুরুর গুরু কোটী কোটী বধ করিলেও হয় বা হয় না। কেননা জীব সমূহ চেতন, আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ।

রামচন্দ্রের বিষয় কোন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপরোক্ত ভাবে লিখিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, লোকে জানিবে যে যখন অত বড় অবতার হইয়া তপস্বী শূদ্রকে বধ করিবেন তখন আমরাও শূদ্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিব।

আধুনিক কোন শূদ্র যদি সংধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন তাহা হইলে জ্ঞানলাভে মুক্তস্বরূপ হইয়া স্বাধীন হইবেন। তখন জ্ঞান চক্ষে দেখিবেন যে, আমরা শূদ্র নহি, আমরা পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছি পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, শূদ্রাদি নাম কল্পনা মাত্র। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মধ্যে যিনি সমদর্শী জ্ঞানী তিনিই ব্রাহ্মণ, আর্য্য শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও যে স্ত্রীপুরুষ সত্য হইতে বিমুখ সেই পরনিন্দুক, প্রপঞ্চী, অজ্ঞানাবস্থাপন্ন শূদ্র, অনার্য্য জানিবে। এইরূপ বুঝিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভাব গ্রহণ কর। সমদর্শী রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা অহংকার প্রপঞ্চ স্বার্থপরতা পরনিন্দা অজ্ঞান শূদ্রসংজ্ঞক তপস্বীকে বধ করিয়া জীব ব্রহ্মের ভেদরূপ মৃত্যু হইতে জীবকে রক্ষা করেন বা করিয়াছিলেন।" *

বহু অজ্ঞান ব্রাহ্মণের, এবং তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত শূদ্র ভ্রাতাগণের

* পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী প্রণীত—সার নিত্য ক্রিয়া।

ধারণা—শূদ্রের গায়ত্রী উচ্চারণে ও জপে অধিকার নাই। আমরা ইহা যুক্তি যুক্ত মনে করি না। আমি বলি, তোমরা প্রাণ ভরিয়া বল—

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ভর্গোদেবস্য ধীমহী ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

গায়ত্রীর অধিকারী ?

পশু-ভাবকে দলিত করিয়া দেবত্বে উপনীত হওয়া যখন গায়ত্রীর উদ্দেশ্য, নীচপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া যখন কর্ত্তব্যবোধকে উজ্জ্বল করা ইহার কার্য্য, তমঃ ও রজোগুণকে খর্ব্ব করিয়া সত্ত্বভাবের প্রাধান্য সংস্থাপন করা যখন গায়ত্রীর লক্ষ্য, তখন কে যে ইহার উপযুক্ত অধিকারী, তাহা নির্ণয় করা অধিক দুরূহ নয়। আর্য্য-শিশু, পবিত্রচেতা ধীশক্তিপ্রভ আচার্য্যের পবিত্র সংস্পর্শে জ্ঞানোদগমের প্রারম্ভেই গায়ত্রীর উপকারিতার উপলব্ধি করিতে পারিত সত্য, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সে আচার্য্য নাই, সেরূপ নিষ্কলঙ্ক আর্য্যশিশুও নাই। সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈষয়িক, নানা বিঘ্নবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যহৃদয়ও এখন অনেক পরিমাণে স্বভাবচ্যুত হইয়াছে। এই স্বভাব-চ্যুতিবশতঃ গায়ত্রী-দীক্ষা এখন অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। বৈদিকযুগের সহিত বর্ত্তমানযুগের তুলনাই হয় না। তখনকার লোক যোগী, এখনকার লোক ভোগী। তখনকার ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানী, এখনকার ব্রাহ্মণ আত্মাভিমানী। তখনকার ক্ষত্রিয় স্বদেশ রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, এখনকার ক্ষত্রিয় স্বদেশ বা স্বদেশী লোকের মঙ্গলের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ষড়রিপুর পরিপোষণের জন্য অম্লানবদনে আর্য্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন! তখনকার বৈশ্য দেশের শ্রী সৌন্দর্য্যের উন্নতিকল্পে—বাণিজ্য ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এখনকার বৈশ্য দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার

জন্য সততই উন্মুখ। এখনকার আর্য্যকুলের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, যেন মুক্তিদায়িনী গায়ত্রীর আর তাঁহারা অধিকারী নন। যে ধীশক্তিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য গায়ত্রীর প্রয়োজন, সেই 'ধীশক্তি'টুকু সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বৈষয়িক বিপ্লবের মধ্যে যেন আর্য্যহৃদয় হইতে চিরকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক শা[illegible]ক, চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই হউক, সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা অব্যাহত থাকিবে এই প্রত্যাশায়ই হউক—অধিকাংশ লোক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন দুই চারি মিনিট গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধির উপর কপটতা ও আত্মাভিমানরূপ আর একখানি অশুদ্ধির আবরণ পড়িতে দেখা যায়। ভোগাসক্ত কপটা-চারী, যেমন মনের মধ্যে ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া দিনান্তে একবার পতিতপাবন ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইতে চায়; শতপাপে অপরাধী ব্যক্তি যেমন সমস্তদিবানিশি পাপাচরণ করে ও প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতঃ পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, বর্ত্তমানযুগের গায়ত্রী পাঠকেরা সেইরূপ দোষে খালাস হইবার জন্য এক এক বার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে গায়ত্রী পাঠকের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইলে চলিবে না। তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন, যে, বৈদিক-যুগের মত তাঁহারা ত আর গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই, যে, গায়ত্রীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক গায়ত্রীর প্রদর্শিত নিয়মাবলীর অধীন হইতে পারি-বেন। এখন বিষম সমস্যা! এই দোষটি কাহার ঘাড়ে চাপান যায়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে দোষটি চাপাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলেও নিস্কৃতি নাই; কারণ

সকলেরই 'গায়ঝাড়া' দিবার অধিকার আছে ; সুতরাং এ অবস্থায় দোষীর অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া দোষ নিরাকরণের চেষ্টা করাই আবশ্যক বোধ হইতেছে। আর্য্য হৃদয়ে যাহাতে আবার ধীশক্তি পুনর্জীবিত হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। যে সত্যালোক পরিচালিত হইয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সমুদয় ভূমণ্ডলের শিক্ষাগুরুপদবাচ্য হইয়াছেন, সেই সত্যালোক অন্বেষণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইতেছে। যে কর্ত্তব্যবোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অমর হইয়াও মর্ত্তলোকের মঙ্গলের জন্য দিবানিশি খাটিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যবোধের অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই আর্য্যজাতির পুনরুদ্দীপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবার প্রয়োজন হইতেছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক সকলকেই বৈদিক যুগ স্মরণ করিয়া— বৈদিক ঋষির নাম লইয়া "জয় সত্যের জয়" বলিয়া ভারতে পুনরায় বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইতেছে। বেদ-শিক্ষা-প্রভাবে আর্য্য হৃদয় সংস্কৃত হইলে, বেদের সত্যালোক, বহুকালপোষিত ভোগেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা আর্য্যের অন্তর হইতে বিদূরিত করিলে ক্রমে আবার আর্য্য হৃদয় গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণে অধিকারী হইবে। নিরাশ না হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই উপস্থিত-দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইতে পারিব, এই আশা করিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এক একটু করিয়া আমাদের ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এক একটু করিয়া অহঙ্কার ও অভিমান ছাড়িতে হইবে। এক একটু করিয়া ভারতের গৌরব—সমুদায় ভূমণ্ডলের ও সভ্যজগতের ভক্তিভাজন আর্য্যাবর্ত্তের মহর্ষিগণের সত্যানুরাগ ও বিশ্বপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বেদ কুসংস্কারের পরম শত্রু, অজ্ঞানতা, অসত্যতা ইহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না! সমুদয় দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি

যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র বেদের আলোকেই আলোকিত; সুতরাং বেদের অনুমোদিত অর্থেই আর আর আর্য্যশাস্ত্রের পবিত্রতা ও উপকারিতা। আধুনিক যাবতীয় উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারপূর্ণ নীতি ও ধর্ম্মমতের সহিত সনাতন কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় যে বেদের নামে ভীত হ'ন তাহার কারণ এই যে তাঁহারা জানেন বেদের জ্বলন্ত সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্ব প্রচারিত হইলে, তাঁহাদের স্বার্থের ও মান সম্ভ্রমের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা এবং অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোক তাহাদের সৃষ্ট নানা বিভীষিকার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যতে অর্থাগমের অসুবিধা। ঋষিবংশীয় হইয়াও যদি স্বার্থের জন্য তাহাদের ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে মতি হয়, তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যেন তাঁহারা একবার ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও প্রাচীন ভারতের সহিত তুলনা করেন। তাহাদের হৃদয়ে যদি কণামাত্র দয়া মায়া থাকে, তবে তাহারা নিশ্চয়ই অনুতপ্তচিত্তে আপনাদের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া বেদের সত্যপ্রচারে সহায়তা করিবেন। বেদপাঠ না করিলে আর্য্যভাব লাভ হয় না, সুতরাং সত্যের প্রকৃত আদর করিতে সক্ষমতা জন্মে না। অজ্ঞান লোক, বেদে অগ্নি ও ইন্দ্র পূজা বই আর কিছু খুঁজিয়া পান না। ইহার ছত্রে ছত্রে যে গভীর ভৌতিক, জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে, সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে—হিন্দুসন্তানকে ভারতে পুরাতন যুগকে পুনরানয়ন ও পুনরুত্থান জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; এরূপ করিলে আশা করা যায়, ভারতে আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে এবং ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।" *

---

* শ্রীঋষিকুমার ঘোষ, শাস্ত্রী। তপোবন, মাঘ, ১৩২১।

* * * * পরমার্থ সাধনের পক্ষে বেদাধ্যয়নের নিষেধ কাহারও প্রতি নাই। যদ্যপি "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" এই শাস্ত্র আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য তুমি যাহা শুনিয়াছ তাহা নয়। ঐ বচনের অভিপ্রায়,এই স্পষ্ট জানা যায়, যে স্ত্রী, শূদ্রাদি, কেবল বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করণে অশক্ত প্রযুক্ত বেদপাঠে অনধিকারী হইয়াছে, ইহা ভিন্ন স্বভাব সিদ্ধ কোন দোষ তাহার কারণ নহে। অস্মদ্ বিবেচনায় ঐ নিষেধ শুভঙ্কর বোধ হয়, কেননা শাস্ত্রে যাহার ব্যুৎপত্তি নাই, সে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, যাদৃশ কোন মূঢ়জনে চিকিৎসকাভিমানী হইয়া স্বল্প রোগে বিষ প্রয়োগ করিলে হয়।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ প্রদর্শন করাইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বেদ বলিয়া দেন "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ" অর্থাৎ আত্মাই সর্ব্ব দেবতা, আত্মাতিরিক্ত দেবতা নাই। শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ শ্রুতি শ্রবণ করিলে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ অক্ষমতা হেতু বেণ রাজার ন্যায় স্বদেহকেই পূজ্য জ্ঞান করা ব্যতীত আর কিছু সম্ভব হইতে পারে না। ভারতবর্ষে সভ্যতা-রম্ভে মনুষ্যের গুণ ভেদে তাহাদিগের বৃত্তি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইয়া, সেই সেই বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল। তদনুসারে তমোগুণ প্রধান অর্থাৎ মূঢ়জনগণ শূদ্রজাতি বদ্ধ হইয়া, অপর তিন বর্ণের দাস্যোপজীবি প্রাপ্ত হওন পূর্ব্বক সেই কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিত, এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কঠিন বিদ্যাভ্যাসের প্রথা কখনই নাই, অপিচ বেদপাঠ ও তপস্যাদি যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম তদকরণে বর্জিত যে ব্রাহ্মণ সন্তান তিনিও বেদার্থ বুঝিতে অক্ষম, সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ব্যক্তির প্রতি বেদাধ্যয়ন ও বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ যে হইয়াছে, তাহা উচিত কার্য্য বটে, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোন স্ত্রী বা শূদ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠতা এবং

সাধারণ বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা দ্বিজগণের তুল্য বেদার্থ হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে ঐ নিষেধ বলবান নহে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ পুরাণে আছে। বিদুর শূদ্র এবং গার্গী ও দেবহুতি স্ত্রীলোক হইয়াও ঋষিদিগের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ মানব-দেহে দাসীপুত্র থাকিয়া ঋষি চতুষ্টয়ের সেবা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে লিখিত আছে। আমি বোধ করি যে এতৎকথনের প্রয়োজনাভাব যে শ্রুতি পাঠ ব্যতীত ব্রাহ্ম জ্ঞানোপদেশ সম্ভবে না, তথাপি ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উক্তি করিয়াছেন তদুল্লেখ করিতেছি যথা "বেদাধ্যয়নেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।" (১)

কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য এমত নহে যে কোন শূদ্র স্বীয় উপ-জীবিকার নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন, কেননা তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবিকা হরণ করা হয়। শাস্ত্রার্থ প্রচার, যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং উপাসনাদির উপদেশ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিসমূহের নিতান্ত প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের সাংসারিক ব্যয়োপযোগী অর্থেরও আবশ্যক। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশে রাজব্যবস্থা ক্রমে প্রতি ব্যক্তিকে স্ব স্ব উপার্জ্জনের দশমাংশ ধর্ম্মোপদেশকবর্গের বেতনার্থ প্রদান করিতে হয়, অস্মদাদির মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থাই নাই, তৎপরিবর্ত্তে এই বিধান হইয়াছে যে একবর্ণে অন্যের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে (২) ও ব্রাহ্মণ সত্ত্বে যজ্ঞের হোত্রাদি কর্ম্মে অন্যবর্ণের অধিকারাভাব এবং যজ্ঞের যে দ্রব্যসামগ্রী এবং দক্ষিণা তাহা ঐ হোত্রাদির প্রাপ্য, অতএব যে স্থানে এই বিধির উল্লঙ্ঘনে ধর্ম্ম লোপের

---

(১) সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র

(২) ভগবদগীতা ৩অঃ ৩৫ শ্লোক

বিনা দৃষ্ট হয়, সে স্থলে তাহাতে প্রত্যবায় না হওয়ার বিষয় কি ? রাং বিস্তার্থে শূদ্রাদি বেদোচ্চারণের অনধিকারী স্বীকার করিতে ব। *

আমরা বেদান্তের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম জীব শিব অভেদ ভুলিয়া গিয়া আমি লইয়া মারামারি—হিংসাহিংসি করিতেছি। এ বড় ও ছোট, আমি ব্রাহ্মণ, সে চণ্ডাল, আমি উচ্চ তুই নীচ, আমি শ্রেষ্ঠ তুই নিকৃষ্ট, আমি পবিত্র তুই অপবিত্র, আমি মানুষ সে পশু ইত্যাকার ভ্রান্ত উক্তি করিতেছি। প্রকৃত কে যে আমি ভুলিয়া গিয়াছি। "আমি" কে ? এই সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করা গেল :—

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শঙ্করাচার্য্য একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যখন যে প্রশ্ন করিতেন, তিনি দ্বি ভাবে তাহার উত্তর দিতেন। একদিন একজন পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—মহাত্মন্, আপনি কে, তাহা কি স্থির করিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, 'স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপো মহাত্মা।' পণ্ডিতবর পুনরায় বলিলেন, সে কি রূপ ? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, যেমন বহু সংখ্যক সরাব স্থিত জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বহু সংখ্যক সূর্য্য পরিদৃশ্যমান হন, আমিও সেই রূপ ঈশ্বরাত্মার একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। যেমন কুম্ভকারেরা মৃত্তিকার সরাব প্রস্তুত করিয়া থাকে, স্বভাব আমার এই শরীরটিও সেইরূপ পঞ্চভূতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর আত্মারূপে এই দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। যেমন জল পরিপূরিত সরাবগুলি একটি যষ্টি দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, আর সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্টি

* শ্রীলোকনাথ বসু প্রণীত ১২৬৩ সালে মুদ্রিত হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম।

গোচর হয় না, এবং সরাবের উপর যে আঘাত পড়ে, তাহা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ এই নশ্বর শরীর যখন বিনষ্ট হয়, তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্যাংশও ঈশ্বরে লয় হইয়া যায়। মনুষ্যশরীর ধ্বংস দ্বারা আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তিনি যেরূপ সেইরূপেই থাকেন।

অবিনশ্বর আত্মাই বা কে? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংশয়শূন্য বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকেই আত্মা বলা যায়। সেই আত্মা সামান্য বুদ্ধির অগোচর, অথচ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে, অথচ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, কেবল ত্বক্ দ্বারা অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব কেবল তত্ত্বদর্শী মহাত্মা লোকেরা মনে ধারণা করিতে পারেন; এতদ্ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আর উপায়ান্তর নাই। যদি কোন তার্কিক লোক বলেন যে, আমি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না; তাহা হইলে, প্রমাণ প্রয়োগ দর্শাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। আত্মার অস্তিত্ব যিনি স্বয়ং না বুঝেন, তাঁহার সে বিষয় প্রতীতি করান কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঈশ্বর জ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব উভয়ই সহজে কাহারও বোধগম্য হয় না। ঈশ্বর কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান কোন্ কালে কাহার হইয়াছে? তর্ক দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় কখনই হইতে পারে না। বিশ্বাস ব্যতিরেকে সেই বিশ্বপতিকে প্রাপ্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই। এই জগতের সৃষ্টি কৌশল আলোচনা করিয়া যাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের অবশ্য একজন সৃষ্টি কর্ত্তা আছেন—তিনি অনাদি, সর্ব্বব্যাপী, তুলনা রহিত, পবিত্র ও চৈতন্য স্বরূপ, এবং তিনিই আত্মারূপে প্রত্যেক

জীবের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, এবং তাহা হইলেই তাঁহার আপনা আপনি আত্মজ্ঞান হইবে। তখন তিনি জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, এই সংসারের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সেই পরমাত্মার অংশ মাত্র। আমরা নিরন্তর মায়া মোহে বিমোহিত হইয়া -নানা রূপ কল্পনা করিতেছি, নানা পথের পথিক হইতেছি ; যে সকল বস্তু আমার নহে, সেই সকল বস্তুই 'আমার আমার' করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছি ; কিন্তু আত্মার আমি, ও আত্মা আমার, ইহা ভিন্ন আমি কাহারও নহি, এবং আমার ও কেহ নহে।

জগৎ আত্মাময়, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, মন নির্ম্মল হয়, এবং কিছুই অপবিত্র বলিয়া বোধ হয় না। আত্মপর বিবেচনাই মনোমালিন্যের ও শান্তি ভঙ্গের একটী প্রধান কারণ। যাঁহাদিগের সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ গুণের প্রভাবে ইহ সংসারের কাহাকেও পর দেখেন না। আপন সন্তানের প্রতি যে রূপ স্নেহ করেন, একটি নিকৃষ্ট প্রাণীকে স্পর্শ করিলে, পুরাণাদি শাস্ত্রের মতে পাপ স্পর্শ হয়, তাহাকেও সেই রূপ স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছিলেন। এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুক্কুর কর্দ্দমে পড়িয়া রহিয়াছে, কর্দ্দম হইতে আত্মোদ্ধার করিবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। তদ্দৃষ্টে দয়ার্দ্র চিত্ত শঙ্করাচার্য্য সেই কর্দ্দম পূরিত দুর্গন্ধময় স্থানে গিয়া কুক্কুরটিকে ক্রোড়ে লইয়া শুষ্ক ভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং তথা হইতে স্কন্ধে তুলিয়া একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জলাশয়ে এক জন প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয়কে এরূপ

নিকৃষ্ট পশুর সেবা করিতে দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, ওহে অবোধ ব্রাহ্মণ! তুমি কি করিতেছ? যে কুকুর স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হয়, তুমি সেই কুকুরের গাত্রের কর্দ্দম ধৌত করিতেছ? তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই। তৎশ্রবণে শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া বলিলেন, "আত্মজ্ঞানপথি বিচরিতাং কো বিধি কো নিষেধঃ।" শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থপূরিত বাক্যটি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই ব্রাহ্মণ ত সামান্য ব্যক্তি নহে; এই সামান্য একটি কথায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সারাংশ সঙ্কলন করিল। ব্রাহ্মণ নীর হইতে তীরে উঠিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ তুমি কে, আমাকে পরিচয় দাও। শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, আমি কুকুরের ন্যায় ঈশ্বরের একটি সৃষ্ট পদার্থ। আমি কুকুর স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি পূর্ব্বে যে ভৎর্সনা করিলেন, সেটি নিতান্ত অমূলক। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, যে তত্ত্ব পথের পথিক হইয়াছে, তাহার পক্ষে কিছুরই বিধিও নাই, কিছুরই নিষেধও নাই। শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অজ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ, আমাদিগের এই শরীর ভূত সমষ্টির দ্বারা সৃষ্ট, ইহা আপনি অবশ্য স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং "যত্র জীব তত্র শিব" বোধ হয় এ মহাবাক্যেরও অবমাননা করেন না; তবে কুকুর স্পর্শে ব্রাহ্মণের শরীর অপবিত্র হইবে কেন, আপনাকে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ, পড়িয়া শুনিয়া কি তোমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে? ব্রাহ্মণ শরীরে ও ঘৃণিত পশু কুকুরে কি প্রভেদ, তাহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, মহাশয়, পড়িয়া

শুনিয়া যত দূর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে কুকুরের সহিত আমার কি প্রভেদ এরূপ কথা কিছুই লিখিত নাই ; তবে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, "যত্র জীবঃ তত্র শিবরূপেণ নারায়ণঃ" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আমিও নারায়ণ, আপনিও নারায়ণ, এবং এই কুকুরও নারায়ণ। মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কুকুর কর্দ্দমে পড়িয়া প্রায় গতাসু হইয়াছিল, বহু যত্নে আমি ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই কার্য্যের দ্বারা পুণ্য না হইয়া কুকুর স্পর্শজনিত আমাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করাতে ধর্ম্ম আছে, এ কথা আমি অবশ্য স্বীকার করি ; তাহা বলিয়া কি কুকুরকে অস্পৃশ্য পশু বলিয়া স্বীকার করিব না ? কুকুরের সেবা শুশ্রূষা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সকল নিয়ম আছে, তৎ সমুদয় অগ্রে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট জাতিরাই কুকুরের সেবা করিবে, ব্রাহ্মণের পবিত্র হস্ত দেবসেবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব হে বিপ্র তনয়, তুমি কুকুরের প্রাণ রক্ষা করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, কুকুর স্পর্শজনিত পাপ তাহা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া জানিবে। অতএব ঐ ঘৃণিত পশুকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে গঙ্গা স্নান করিয়া আইস, ও শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কর ; নচেৎ সন্ধ্যা বন্দনাতে তোমার কোন অধিকার থাকিবেক না, তোমার এক্ষণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, এক কুকুর স্পর্শেই আমার ব্রাহ্মণত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে আমি চণ্ডাল হইয়াছি ? এক্ষণে সুরধুনী সলিলে এই পাপ দেহ ধৌত করিলে, পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইব ? সুরধুনীর পবিত্র সলিল যখন চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিতে পারেন, তখন অদ্য আমি শতাধিক চণ্ডাল সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইব, এবং আমার

সহিত তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ করিয়া আনিব। স্নানে যাইবার সময় এই কুক্কুরকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, গঙ্গাজলে ধৌত করিলে ইহারও কুক্কুরত্ব থাকিবে না।

শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি উন্নত স্বরে বলিলেন, রে অবোধ বালক! তুই আমার সহিত কি সাহসে তর্ক করিতেছিস্? তুই কি জানিস্ না যে, জন্মজনিত দোষ কি গঙ্গা জলে ধৌত হইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য হাস্য করিয়া করিয়া কহিলেন, তবে জন্মজনিত উৎকৃষ্টতাও কুক্কুর স্পর্শে নষ্ট হইতে পারে না। আমি যখন ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন কুক্কুর স্পর্শে সে ব্রাহ্মণত্বের হানি হইবে কেন? অনুমানে বোধ হইতেছে, আপনি এক জন পৌরাণিক। পৌরাণিকদিগের অসংলগ্ন কথাতেই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ভাল, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি জন্মজনিত দোষ কিছুতেই ক্ষয় না হয়, তাহা হইলে, অষ্টাদশ পুরাণ কর্ত্তা বেদব্যাস ধীবর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইলেন? মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবীর্য্যে সমুদ্ভূত হইয়াও কি জন্য মাতৃজনিত দোষে দূষিত হইয়া রহিলেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, বেদব্যাস সাক্ষাৎ নারায়ণ, তিনি বেদার্থ প্রচার করিবার জন্যই অবনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্ম বিষয় লইয়া তর্ক করিলে, আমরা পাপ পঙ্কে নিপতিত হইব। তুমি নিতান্ত বালক, শাস্ত্রের ভাবার্থ কিছুই বুঝ না; এই জন্য অনর্থক তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি জন্য ব্রাহ্মণের নমস্য হইয়াছিলেন? স্বয়ং নারায়ণ সংসারের উপকার সাধন জন্য যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, সে সকল বিষয় লইয়া তর্ক করার

কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার কার্য্যই তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। বেদব্যাস যে সামান্য মনুষ্য নহেন, অষ্টাদশ পুরাণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শঙ্করাচার্য্য কহিলেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই কুকুরের এমন নীচ জন্ম কেন হইল ? ব্রাহ্মণ সদর্পে বলিলেন, পূর্ব্ব জন্মে কঠোর পাপ করিয়াছিল, তাহাতেই এই জন্মে কুকুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বেড়াইতেছে। তুমি পূর্ব্ব জন্মে অধিক পুণ্য করিয়াছিলে, সেই পুণ্যেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, মহাশয়, কি পাপে কুকুর জন্ম হয় ? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, যাহারা দেবদ্রব্য অপহরণ করিয়া খায়, ব্রাহ্মণের অগ্রে ভোজন করে, তাহারাই কুকুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু আদিতে কি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন নিকৃষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি করেন নাই ? যদি তাহা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, পাপ ব্যতিরেকে কি জন্য কুকুরের সৃষ্টি হইল ? বিষ্ঠাভোগী কীটানু-কীটেরও আদি কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। পাপ ব্যতিরেকে এই সকল নিকৃষ্ট প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া কি আপনার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আদিতে সকল প্রাণীই পবিত্র ছিল, কেবল কালের প্রভাবে প্রাণীপুঞ্জের পুণ্য ধ্বংস হইয়া পাপের বৃদ্ধি হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, আপনার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি বিস্তারে বুঝাইয়া দিন মহাশয়, পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঈশ্বর এক, আত্মময় ও সর্ব্ব ভূতের আশ্রয় স্থল। এই পরিদৃশ্যমান

জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, এবং তাঁহাতেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পরিশেষে শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আত্মতত্ত্বদর্শী লোকেরাই একেবারে ভয়শূন্য হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের রাজ ভয় নাই, দস্যু ভয় নাই, জাতি ভয় নাই। অন্য কি কথা, তত্ত্বদর্শী লোকেরা মরিতেও ভয় করেন না; কেবল সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনের আনন্দে কাল হরণ করেন। যাঁহারা এই সংসারকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহারা এই কুকুরকে কি বলিয়া অপবিত্র জ্ঞান করিবেন? যাহার মন অপবিত্র, সে এই সংসারে নানা অপবিত্র বস্তু দর্শন করে। যাঁহার মন নির্ম্মল হইয়াছে তিনি জগতের কোন বস্তুই অপবিত্র জ্ঞান করেন না। মহাশয়, আপনার বয়স অধিক হইয়াছে, মৃত্যুর অধিক কাল বিলম্ব নাই, এক্ষণেও আপনার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আপনি কি জানেন না যে, মহাপ্রলয় কালে এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বরে লয় হইবে? সে সময় কি তিনি অপবিত্র বস্তুগুলি আপনাতে লয় হইতে দিবেন না? বাছিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করিবেন? মহাশয়, যত দিন আপনার অহং তত্ত্ব না উদয় হইতেছে; ততদিন আপনি তত্ত্বদর্শী লোকের কার্য্য দেখিয়া বিরক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।" *

ভক্ত ভেদ রতি ভেদ পঞ্চপরকার।
শান্ত রতি দাস্য রতি সখা রতি আর॥
বাৎসল্য রতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদ কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ॥

---

* বিজ্ঞান শান্তিকুসুম—আত্মতত্ত্ব।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৯পঃ

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৫
শ্রীমদ্ভাগবতঃ ; ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ; ১৪শ অধ্যায়।

"মহারাজ পরীক্ষিত বলিতেছেন—হে মহামুনে! যাঁহারা মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ কোটি ব্যক্তির মধ্যে হরিভক্তিপরায়ণ প্রশান্ত-চেতা মনুষ্য অতীব দুর্লভ।"

*   *   *

শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র, সনকাদি আর। (১)
দাস্য ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার। (২)

---

(১) "নব যোগেন্দ্র অর্থাৎ কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন, এই ৯ জন ঋষি। ইহারা ক্ষত্রিয় ভরত নৃপতির সহোদর ভ্রাতা এবং ক্ষত্রিয় রাজা ঋষভের তনয়। ইহারা অখিল বসুন্ধরা পর্য্যটন ও ঈশ্বরারাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সনকাদি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমান পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎ-কুমার ইহারা ব্রাহ্মণ—ঋষি।

(২) (ক) ব্রহ্মার মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ,—যিনি তৎপূর্ব্ব জন্মে কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং হরি আরাধনার ফলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী জন্মে ঋষি হইয়া-ছিলেন।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥

* * *

সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। (৩)
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা গুরুজন। (৪)

(খ) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদ, (গ) ক্ষত্রিয় রাজা উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, (ঘ) বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় শফল্ক-পুত্র মহাত্মা অক্রূর, (ঙ) কপিপতি হনুমান, (চ) দৈত্য রাজ বলি, (ছ) মহারাজ পরীক্ষিত (জ) ম্লেচ্ছরমণী শুকীর গর্ভজাত শুকদেব গোস্বামী (ঝ) শূদ্রা-গর্ভজাত শূদ্রবিদুর (ঞ) ব্রাহ্মণ বিভীষণ (ট) মহারাজ অম্বরীষ, (ঠ) বাল্মীকি মুনি (যিনি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন) (ড) পৃথুরাজা, (ঢ) মিবারের রাণা কুম্ভসিংহের রাজ্ঞী মীরাবাই; (ণ) জোলার পুত্র কবির; (ত) কৃষকের সন্তান তুকারাম, (থ) ডোমজাতীয় হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থপ্রণেতা নাভাজি, (দ) কুম্ভকার জাতীয় ভক্ত কেবল কুবা; (ধ) কসাই জাতীয় ভক্ত সজন (ন) চর্ম্মকার জাতীয় ভক্ত রবিদাস; প্রভৃতি প্রভৃতি।

(৩) বৈশ্য গোপ—গোয়ালাজাতীয় শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক কৃষ্ণ, মধুমাদল; ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডব, ক্ষত্রিয় জাতীয় পরম ভক্ত উদ্ধব, ত্রেতা যুগের চণ্ডাল জাতীয় মিত্র গুহক, সুদাম বিপ্র, কপি জাতীয় সুগ্রীব প্রভৃতি!

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান শ্রীদামানং পরাজিতঃ। ১৪

দ্বাদশ স্কন্ধ ১৮অঃ, ভাগবত।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥

*　　*　　*

সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন। (৩)
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা গুরুজন। (৪)

(খ) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদ, (গ) ক্ষত্রিয় রাজা উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, (ঘ) বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় শকল্ক-পুত্র মহাত্মা অক্রুর, (ঙ) কপিপতি হনুমান, (চ) দৈত্য রাজ বলি, (ছ) মহারাজ পরীক্ষিত (জ) ম্লেচ্ছরমণী শুকীর গর্ভজাত শুকদেব গোস্বামী (ঝ) শূদ্রা-গর্ভজাত শূদ্রবিদুর (ঞ) ব্রাহ্মণ বিভীষণ (ট) মহারাজ অম্বরীষ, (ঠ) বাল্মীকি মুনি (যিনি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন) (ড) পৃথুরাজা, (ঢ) মিবারের রাণা কুম্ভসিংহের রাজ্ঞী মীরাবাই ; (ণ) জোলার পুত্র কবির ; (ত) কৃষকের সন্তান তুকারাম, (থ) ডোমজাতীয় হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থপ্রণেতা নাভাজি, (দ) কুম্ভকার জাতীয় ভক্ত কেবল কুবা ; (ধ) কসাই জাতীয় ভক্ত সজন (ন) চর্ম্মকার জাতীয় ভক্ত রবিদাস ; প্রভৃতি প্রভৃতি।

(৩) বৈশ্য গোপ—গোয় লাজাতীয় শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক কৃষ্ণ, মধুমাদল ; ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডব, ক্ষত্রিয় জাতীয় পরম ভক্ত উদ্ধব, ত্রেতা যুগের চণ্ডাল জাতীয় মিত্র গুহক, সুদাম বিপ্র, কপি জাতীয় সুগ্রীব প্রভৃতি!

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান শ্রীদামানং পরাজিতঃ। ১৪

দ্বাদশ স্কন্ধ ১৮অঃ, ভাগবত।

মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ। (৫)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া শ্রীদামকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন।

স্কন্ধে চড়ে স্কন্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ চৈঃ চরিতামৃত—মধ্যলীলা

(৪) ক্ষত্রিয় জাতীয় দশরথ কৌশল্যা, বসুদেব দেবকী প্রভৃতি, ব্যাধ রমণী শবরী (ইনি শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ হস্তে কুল খাওয়াইয়াছেন) শূদ্রাবিদুর পত্নী প্রভৃতি।

তং সত্বাত্মজসব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং।
গোপি কোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥১২

দশমস্কন্ধ; নবম অধ্যায়; ভাগবত।

যশোদা নরদেহ ধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্‌কে আত্মজ জ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

মমতাধিক্যে তারণ ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসে গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে ॥

চৈঃ চরিঃ মধ্যলীলা

৫ মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজ গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥

* * *

মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক হয় ॥

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুং ঐচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং অপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥

অর্থাৎ "পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি সকল সুন্দর বপু শ্রীহরি রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা স্ত্রী হইয়া গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কামের দ্বারা হরিকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

আর শ্রীনন্দ, যশোদা! তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে দ্রোণ ও ধরাদেবী নামে অভিহিত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে সহস্র বৎসর কঠোর ভাবে নারায়ণের আরাধনা করেন—এবং তাঁহারই ফল স্বরূপ গোলকবিহারী হরি দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

আর ক্ষত্রিয় বসুদেব দেবকী! ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যথা ক্রমে সুতপা নামক প্রজাপতি ও পৃশ্নি ছিলেন—তারপর প্রজা সৃষ্টির মানসে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দেবপরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার ফলে পৃশ্নি পুত্র নামে ভগবান্ হরি তাঁহাদের সন্তান রূপে জন্মিয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে তাঁহারা কশ্যপ নামে মুনি ও অদিতি নামে ঋষি-পত্নীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া নারায়ণকে বামন রূপে লাভ করেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারাই যথা ক্রমে ক্ষত্রিয় দশরথ রাজা এবং কৌশল্যারূপে শ্রীরামচন্দ্রের জনক জননী হন এবং দ্বাপরের শেষে তাঁহারাই আবার ক্ষত্রিয় বংশে বসুদেব দেবকী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহা বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

এতাবত আমরা দেখিতে পাইলাম, ব্রাহ্মণ ও ঋষি কশ্যপই বহু সাধনার

পর ক্ষত্রিয় দশরথ ও ক্ষত্রিয় বসুদেব হইলেন। পাপের আধিক্য অথবা পুণ্যের অল্পতায় ক্ষত্রিয় হইলেন না, বহু তপস্যার ফলেই ক্ষত্রিয় হইলেন। নন্দ যশোদার গোপবালাগণ ও ব্রজগোপিনীগণ সম্বন্ধে ঐ একই কথা। ইঁহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী পার্ষদ—কেহই পাপী নহেন বা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অল্প পুণ্যবান নহেন। ব্রাহ্মণগণের আরাধ্য প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের পুত্র সখা বল্লভ প্রাণনাথ। সুতরাং আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারিনা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অনেক অল্প পুণ্যের ফলে হীন জাতীয় বৈশ্য গোয়ালার ঘরে ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বরং ব্রাহ্মণগণ যে ভগবানের কোটি কোটি জন্ম আরাধনা ও ভূরি ভূরি যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, ইঁহারা ভক্তি ও প্রেম বলে সেই ভগবানকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিয়াছেন—দর্শন স্পর্শন ও শাসন পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

ঋষিগণ ও দেববালাগণ আরাধনা করিয়া বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়া স্বেচ্ছায় বৈশ্য গোপকুলের কুলাঙ্গনা হইয়াছিলেন। পাপের ফলে ব্রাহ্মণ Degradation নয়, অশেষ তপস্যা ও পুণ্যের ফলেই বৈশ্য কুলে Promotion, সুতরাং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করাটা হীনত্বসূচক, ইহা প্রতিপন্ন হইল না।

পাদটীকার (ফুটনোটের) উদ্ধৃত শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তগণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ২।৪ জন ব্যতীত উঁহাদের সকলের জন্মই ব্রাহ্মণকথিত হীনকুলে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—কর্ম্মবন্ধনই যত অনর্থের মূল। এই বন্ধন—শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং আত্মজ্ঞান লাভের উপরই মুক্তি লাভ নির্ভর করে। এইরূপ কোটী মুক্ত জীবের মধ্যে একজন মাত্র ভক্তিলাভ করিয়া ভক্তগণ মধ্যে পরিগণিত

হন। সুতরাং পাঠকগণ দেখিবেন—পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের নীচ কুলে জন্মগ্রহণ পাপের ফলস্বরূপ নয়, বরং অশেষ পুণ্যের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান নারায়ণের বুকে লাথি মারিয়া ভৃগুমুণি হওয়া, ডোমকুলের নাভাজি হওয়া, যবন কুলের হরিদাস হওয়া,—শূদ্রকুলের বিদুর হওয়া, কপি কুলের হনুমান হওয়া, চণ্ডাল কুলে গুহক হওয়া কিম্বা গোয়ালা কুলের শ্রীদাম হওয়া কি অধিক শ্লাঘ্য অধিক বাঞ্ছনীয়—প্রার্থনীয় নয়? আমাদের ত তাহাই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয়। বহু বহু জন্মের পুণ্য ও সাধনার বলে ইহারা ভগবৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পাপের ফল যদি শূদ্র জন্ম হয়, তবে সেই পাপের ফলে ভগবৎ ভক্তি ও ভগবৎ দর্শন লাভ হইতে পারে কিরূপে? বরং ভগবানের ঐ পঞ্চবিধ ভক্ত (শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের উপাসক) গণের মধ্যে "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, জুগুপ্সা, কুল, শীল, ও জাতি এই জীবনের বন্ধন স্বরূপ ভগবৎ ভক্তি ও মোক্ষ দ্বারের অর্গল স্বরূপ অষ্ট পাশ বদ্ধ গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্পই ছিলেন। চারিযুগের মধ্যে খুঁজিয়া তাঁহাদের নাম বাহির করিতে পারা যায় না। যাহা আছে তাহাও ভক্তির নিম্নস্তর শান্তভাবের ভক্তগণের সংখ্যার মধ্যে। পরবর্ত্তী ক্রমোন্নত ৪ চারিভাবের ভক্তের মধ্যে তাঁহাদের নাম নাই বলিলেই চলে!

এইত "শূদ্রের পূজায় ও বেদে অধিকার" আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স-উদাহরণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-পদানত কুসংস্কার ও হিন্দুয়ানীর বেড়া জালে আবদ্ধ শূদ্র কথিত ভগবৎ সন্তানগণ,—অমৃতের পুত্রগণ, দিব্যধামবাসী জ্যোতি কিরণকণাগণ তোমাদের জন্য সমাজের দারুণ নিপীড়ন শ্লেষ বিদ্রূপ নিন্দা টিট্‌কারী হাসিমুখে সহ্য করিয়া শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক এই অমৃত উত্তোলন করিয়াছি।

তোমরা ইহা সাদরে গ্রহণ কর—পান কর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কে কবে বড় হইয়াছেন, কোন্ সমাজ কবে উন্নত হইয়াছে—ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ? লোকে এক্ষণে জাহাজে করিয়া শ্রীক্ষেত্র,চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ,মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল এবং চীন, জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ যাইতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে নানা জাতি (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, ঢুলি, মাঝি, বেহারা, বাগ্দি, হাঁড়ি, মুচি) একত্র হইয়া বিদ্যালয়ে একত্র পাঠ করিতেছে—বিদ্যাজ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে—সংসারে একত্র হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে—অনেক স্থানে—হোটেলে রেলে ষ্টিমারে মিঠাইর দোকানে একত্র পান ভোজন আহারাদি করিতেছে—সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে বহু বিবাহ গৌরীদানের ফল স্বরূপ বাল্য বিবাহ ত্যাগ করিতেছে পুত্রগণের ন্যায় কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছে, বাল্য বিধবাদিগের বিবাহ দিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে নানা জাতি একত্র হইয়া কংগ্রেস কন্ফারেন্স করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন করিতেছেন, বিলাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেলিগেট বা প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন—নগরে নগরে অনাথাশ্রম সেবাশ্রম বিধবাশ্রম স্থাপন করিতেছেন—গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন করিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? লোকে এক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিক্রম করিয়া—বিদ্যাজ্ঞান বহুদর্শিতা লাভ করিতেছে, বিভিন্ন দেশ হইতে তত্তৎ দেশের জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক মাতৃভূমিকে সম্পৎশালিনী করিতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কি ? বৈদ্য-কথিত স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্ম

প্রচার করিতে, বৈদ্যজাতীয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনকে পরিব্রাজক বেশে নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে কি তাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন? ইউরোপ আমেরিকা মুগ্ধকারী নবভারতের যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দকে কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়া চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসমিতিতে হিন্দুধর্ম্ম —বৈদিক—বেদান্ত ধর্ম্ম ঘোষণা ও প্রচার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন!

ভগিনী নিবেদিতা—ক্রিশ্চিয়ানা, জায়া মাতা, ধীরা মাতা সেভিয়ার দম্পতি, ব্রহ্মচারী গুরুদাস—গুড্‌উইন—আলেকজেণ্ডার-প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশীয় নরনারীকে বেদান্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কি কোন ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিত মহাশয় ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন? লেপ্টন্যান্ট সুরেশ বিশ্বাস—ভূপর্য্যটক চন্দ্রশেখর সেন—যামিনী মোহন ঘোষ প্রভৃতিকে বিশ্ব পর্য্যটনে কি পণ্ডিতগণ পাতি লিখিয়া দিয়াছিলেন? রামায়ণ মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে ও বেদ অনুবাদে স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত কোন্ বাক্যচূড়ামণির ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন? সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ মনস্বীবর্গ কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার জোরে এত বড় হইয়াছেন? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্র শীল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, সারদা মিত্র, লালমোহন দাস কি ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা পত্রের সহায়তায় এত বড় হইয়াছেন? ক্ষত্রিয় রাজ্যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের আমলে পড়িলে ইহাদের কি ব্যবস্থা হইত? ক্ষুদ্র শম্বুকের মত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে ইহাদের শিরশ্ছেদ হইত না কি? অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাসত্ব বা গোলামী ত্যাগ করার অপরাধে এই সব শূদ্র-কথিত মহাত্মাগণকে ভারত-গৌরব রত্নগুলিকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দেওয়া হইত না কি? শ্রীকৃষ্ণ

প্রসন্ন, কেশবচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের জিহ্বা সর্বাগ্রে তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইত! মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কি ব্রাহ্মণের ব্যবস্থায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন? ব্রাহ্মণগণের সে প্রতিবাদের কথা দেশবাসী কখন ভুলিবে কি? ব্রাহ্মণ ও তাঁদের লিখিত শাস্ত্র কথিত ম্লেচ্ছ ইংরাজ রাজের অধীনে জজিয়তি ক্লর্কী ওকালতি মোক্তারী কেরাণীগিরি ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারীং কণ্ট্রাক্টারী করা কোন্ স্মৃতির কোন্ পংক্তিতে লেখা আছে? তথাপি সহস্র সহস্র লোক ঐ ব্যবসা করিতেছেন? তাঁহারা এ বিষয়ে বাক্যরত্নের তর্কসিদ্ধান্তের ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন কি? পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন,—কোন কালে কোন জাতি বা সমাজ পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রের জোরে উঠিতে পারে নাই—পারিবেও না। ব্যবস্থাপত্র লাভের আশা ও মায়া পরিত্যাগ কর। আপন আপন গ্রামকে সমাজকে তুলিবার জন্য সকলে অগ্রসর হও। দেবালয় হইতে পুরোহিতকুলকে পেন্সন দিয়া নিজেরা পূজা অর্চনায় ব্রতী হও। ভোজনে পানে, শয়নে গমনে, উপার্জ্জনে ব্যয়ে, বিবাহে, পুত্রোৎপাদনে কৈ কেহ ত প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিতকে ডাক না,—তবে পূজা অর্চনা উপাসনা ভজনার বেলায় প্রতিনিধি পুরোহিতকে ডাকিবে কেন? অন্য কেহ আহার করিলে তোমার পেট ভরে কি? তা যদি না ভরে—তবে অন্য কেহ পূজা করিলে তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে কেন? এস, ভয় কি? আর জিহ্বাচ্ছেদ, তপ্তকটাহে নিক্ষেপের ভয় নাই। প্রাণ খুলিয়া ওঙ্কার রবে দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া তোল, শিশুগণের কোমল কণ্ঠ হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা'য় সামবেদের মধুর সঙ্গীত উদ্গীত হউক।

নিজে পুষ্প চন্দন তুলসী দুর্ব্বা ধূপ ধূনা সজ্জিত করিয়া প্রাণেশ্বর হরির পূজায় ব্রতী হও। নিজ হস্তে শ্রীবিগ্রহকে স্নান করাও—নানাবিধ

কুসুম-ভূষণে সজ্জিত করাও—পূজা কর, অর্চ্চনা কর, ভোগ দাও, শয়ন দাও, পঞ্চপ্রদীপে আরতি কর। তাঁহার কাছে জাতি বিজাতি—ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। তিনি সকলেরই স্রষ্টা পিতা। ভক্তি পূর্ব্বক—মন্ত্র তন্ত্রের ধার না ধারিয়া আপনার মাতৃভাষায়—প্রাণের ভাষায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাও,—তোমার ভক্তির নৈবেদ্য শ্রদ্ধা-প্রদত্ত ভোগ (ভোজ্য সামগ্রী) তিনি বিপুল আনন্দে গ্রহণ করিবেন। তিনি কি ভক্ত পুত্র প্রদত্ত উপহার গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন? তিনি যে ভক্তবৎসল। তিনি যে দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের বিষ মিশ্রিত অন্ন, গুহক চণ্ডালের সাদরোপহার, ব্যাধ কন্যা সবরীর ফল, ভক্ত শূদ্র বিদুরের ভক্তির অন্ন—মুচি রুইদাসের প্রদত্ত ভোগ, কসাই সাধব নৈবেদ্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তুমি কেন ভীত হইবে! কে কবে নিজে না ভজিয়া—পরকে দিয়া পুরোহিত দ্বারা ভজনা করিয়া পূজিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছে। শত শত শতাব্দীর ভ্রান্তি হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার আশায় বসিয়া থাকিলে—হরিৎবর্ণ রম্ভা লাভ হইবে মাত্র—অথবা মৃগ শিশুর মত মরীচিকা আশায় প্রাণ হারাইবে। কোন ফল পাইবে না। অধিকার ভিক্ষায় মেলে না—অর্জ্জন করিতে হয়। আর তোমাদেরও,—গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বলি হে কলির সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! অধিকার দাও—অধিকার দাও। অধিকার না দিয়া কিছুতেই উপায় নাই। শত করা ৯৭ জনকে বেদে বঞ্চিত করিতে যাইয়া তোমরাই বঞ্চিত হইয়াছ, তোমাদের মধ্যে কয়জন বেদ পড়িয়াছে? বেদ পড়া ত দূরের কথা, বেদ দেখিয়াছ কি? টোলে বেদ ২।১ খানা আছে কি? ক্ষান্ত হও, আর আর প্রবল বন্যায় তৃণতুল্য হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইও না। প্রহসনের অভিনয় করিয়া আর দিন দিন হাস্যাস্পদ হইও না, ভয় নাই,—বেদ

পূজার অধিকার পাইলে শূদ্রগণ বিদ্রোহী হইয়া তোমাদের পৈতা বা শ্রাদ্ধের বিবাট গীতা কাড়িয়া লইবে না। মূর্খের দ্বারাই অধিক ভয়—বিদ্বান দ্বারা সমাজের ভয়ের কারণ ঘটে না, ববং মঙ্গল হয়। শূদ্রগণকে ধর্ম্মের অধিকার দিলে, বে... ...ার অধিকার দিলে ধর্ম্ম আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—...াদের প্রা... তাহারা অধিক শ্রদ্ধাবান্ হইবে, মনে কবিও না, তোমাদেব ব্যবস্থার অপেক্ষায় তাহারা বসিয়া আছে? তোমাদের ব্যবস্থা লইয়া বা অনুমতি পাইয়া হীবেন্দ্র দত্ত বেদান্তরত্ন এবং বারুই জাতীয় যদুনাথ মজুমদাব বেদান্তবাচস্পতি হন নাই। নিজের ক্ষমতায় আত্মশক্তিতে হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ! আপনাব ব্রাহ্মণ্য তেজ প্রকাশ কব, ভূমণ্ডলেব সকলের মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া তোমাব চবণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। উহা কি—ভক্তি শ্রদ্ধা কি আবাব সভাসমিতি কবিয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী করিয়া উচ্চ চীৎকার, বক্তৃতা প্রদান ও বেজলুউসন করিয়া পাওয়া যায়? সে আশা ত্যাগ কর। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া দূরের কথা, প্রকৃত মানুষ হও, দেখিবে, তোমাদের চরণতলে কোটি কোটি শূদ্র আপনা আপনি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, সবস্বতী দয়ানন্দ, লোকনাথ, জগদ্বন্ধু হইতে চেষ্টা কব, প্রণাম ভক্তিব পুষ্পাঞ্জলি আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া ভক্তি পাওয়া যায় না। অন্যকে ঘৃণা অবজ্ঞা করিয়া শূদ্রগণকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের অধিকার ও সামাজিক উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া,—ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়া কখনও তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না! বৈদ্য খসিয়াছে—কায়স্থও খসিবার পথে, নমঃশূদ্র যায় যায়, রাজবংশীরাও ঐ

কথা। অনাচরণীয় শত করা ৫৮ জন পূর্ব্বেই খসিয়া গিয়াছে। আর কাহাদের লইয়া স্মৃতি-সংহিতার বিধান চালাইবে। ব্রাহ্মণ বংশ—হিন্দুজাতি দিন দিন ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। আর ঘৃণা বিদ্বেষের কথা,—আর পরিত্যাগ পরিবর্জ্জনের স্বপ্নেও আনিও না। পার যদি যোগ দাও,—বিয়োগ দিয়া স্নেহহীন হইও না। তোমার পায়ে পড়ি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হও, আচণ্ডাল আপামরে সমদৃষ্টি হও, ঘৃণা বিদ্বেষ, হিংসা স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিই ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ। পৈতার বল বড় বল নহে,—যোগবল, তপোবল, মনোবল, ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হও। ভ্রাতৃত্বের পবিত্র মন্দাকিনী জলে সকল মালিন্য ধুইয়া ফেল। বাহু পাশে আচণ্ডালকে টানিয়া লও—। শিক্ষায় দীক্ষায় তাহাদিগকে মানুষ কর—আর্য্য করিয়া লও। আর্য্যধর্ম্মের আর্য্য জাতির বৈজয়ন্ত পতাকা আবার ভারত-গগনে পৎপৎ রবে উড্ডীন হউক—ভারতের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হউক।

সমাপ্ত

মুদ্রাকর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ [illegible]।
শ্রীসরস্বতী প্রেস
২৩-১ বেথেটোলা লেন, কলিকাতা।